পাতা মুড়িবেন না

Vedanta Series—4th issue.

স্বরূপ-সিদ্ধি।

শ্রীপরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য

শ্রীমৎ স্বামী আত্মানন্দ সরস্বতী শিষ্য

শ্রীমৎ স্বামী যোগানন্দ সরস্বতী

কর্ত্তৃক বিরচিত।

শ্রীশচীন্দ্রমোহন ঘোষ বি, এল্,

দ্বারা প্রকাশিত।

১৩১৯ বঙ্গাব্দ।

SWARUP-SHIDHI.

BY

Swami Yogananda Saraswati

DISCIPLE OF

Sri Paramhansa Paribrajakacharya

SRIMAT SWAMI ATMANANDA SARASWATI

Published by

SACHINDRA MOHUN GHOSH, B. L.

A. D. 1913.

8 ANNAS PER COPY

To be had of :—

BABU LALIT MOHUN GHOSH M. A. B. L.

College Square, Calcutta.

Printed by

GOSTO BEHARI DE,

Devakinandan Press

195/1 Cornwalli's Street, CALCUTTA.

ঊর্দ্ধতন গুর্ব্বাদির সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

ক্রমিক নাম	জন্মস্থান	বিবিধ।
১। আনন্দানন্দ	মহিশূর রাজ্যে	
২। পরমানন্দ	হায়দরাবাদ রাজ্যে ...	ইনি গুজরাট প্রদেশে অবস্থিতি করিতেন।
৩। অদ্বৈতানন্দ	মালবদেশে	ইনি নর্ম্মদাতীরে অবস্থান করিতেন।
৪। শঙ্করানন্দ	গুজরাটের অন্তর্গত কাটিবারজেলায় ...	দর্শন এবং উপনিষদের "দীপিকা" আখ্য টীকা লিখিয়াছেন।
৫। বিদ্যানন্দ	কুর্গরাজ্য	
৬। হরানন্দ	রাজপুতনায়	
৭। চিদানন্দ	উজ্জয়িনীতে	
৮। আত্মানন্দ	আগ্রায়	ইনি গুজরাটী নাগর ব্রাহ্মণ। কার্য্য-ব্যপদেশে ইহাঁর পিতা আগ্রায় আসিয়া বাস করেন। ইঁনি পূর্ণ বেদবিদ এবং তীব্র বিরাগী ছিলেন। জীবব্রহ্মের একতা প্রতিপাদক একখানি পুস্তক এবং "সর্ব্ব-ধর্ম্ম সমন্বয়" নামে একখানি এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আরও কয়েকখানি পুস্তক লিখিয়াছেন। ৩২ বৎসর বয়সে প্রব্রজ্যা অবলম্বন করেন। চারি বৎসর হইল ৯৫বৎসর বয়সে কানপুরে ইহাঁর দেহান্ত হইয়াছে।
৯। যোগানন্দ	বঙ্গদেশ (বর্দ্ধমান জেলায়)	

Swami Atmananda Saraswati

শ্রীমৎ স্বামী আত্মানন্দ সবস্বতী।
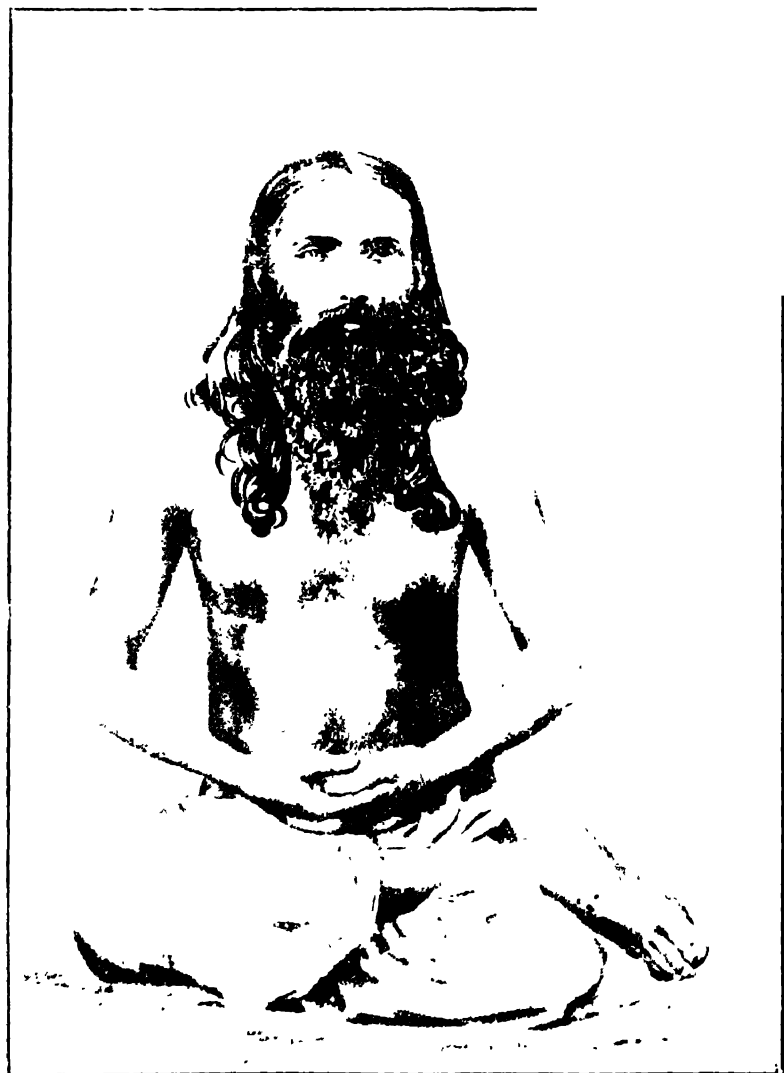
স্বামী যোগানন্দ সরস্বতী

৭৮ বৎসর বয়সে গৃহীত প্রতিকৃতি)

Śwami Jogananda Sarasvati
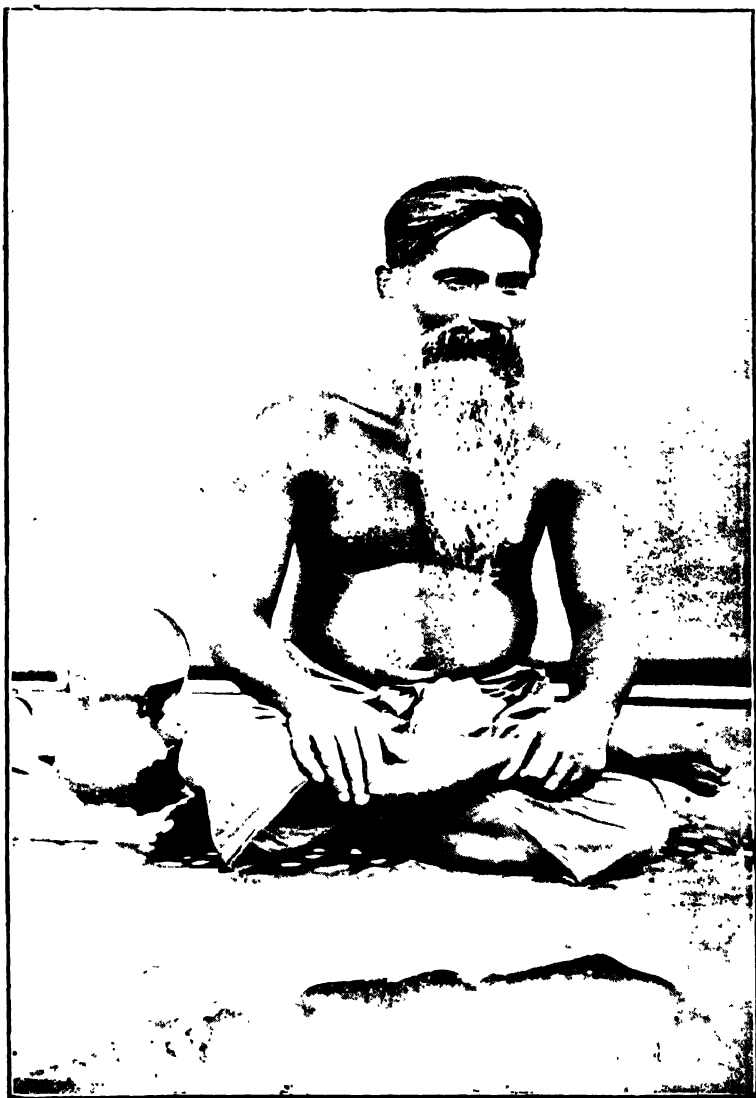
Swami Joganauda Saraswati.
শ্রীমান স্বামী যোগানন্দ সরস্বতী।

Opinions of the press.

* * * In the days that witnessed our civilization in its fairest flower, it was the allotted and the inviolate duty of every Indian man and woman to turn in the evening of life on the path to God-knowledge, to retire to the tranquility of forest retreats,..... ....Though the life lived by the main mass of the people to-day is so essentially dissimilar to that lived in the past, the continuing turning away of her choice spirits to the pursuit of God indissolubly links the India of the twentieth century with the India of the centuries gone by.

We have been led on to these reflections by the perusal of two books that have for sometime been lying before us. One of them is "Vaidic Rahasya-Sandarbha" by Swami Yogananda Saraswati, another of our countrymen with modern education, who has found the problem of existence infinitely more absorbing than existence itself, and worth dedicating his life to. Here we have a great scholar, a pundit perfectly at home with the whole range of Sanskrit literature, attempting a naturalistic explanation of current indian beliefs regarding Pitri-

yajna, Pitri-loka and Pitri-jan, Deva-loka and Deva-jan, Preto-loka, cremation. the Sradh ceremony, the offering of pindas, the recitation of Vedic mantras, and life after dcath. The treatise represents an honest effort to rob the popular notions with respect to these matters, which so fully dominate the average Indian's outlook on life, of that enevelope of supernaturalism which has formed round them through ages of lessening knowledge of our sacred books and of increasing superstition. We have the very Heaven of Indian mythology located, for instance, on the solid earth, north of India. Needless to say, every explanation offered is supplemented by direct quotation from origiual sources. The learned writer has certainly opened up a most suggestive line of enquiry for scholars to take up. We would press this book also equally earnestly to the notice of the public. Eight annas per copy, to be had at 8, College Square, Calcutta

DAILY "BENGALEE" *9th March* 1910.

VADIC RAHASYA SANDARVA by Swami Yogananda Saraswati :—The author is a profound scholar of Vedantic Philosophy with a liberal Western education. He has devoted years to the study of the Vedas and ancient Indian Philosophy and discarded the comforts of home

life for the stndy of the secrects of Indian shastras. This book is an honest attempt to divert the popular mind from the fetters of ordinary uotions which prevail as regards Pitriyagna, Pitri-loka and Pitri-jan. Devaloka and Devajan and also what was understood by the sradh ceremony, the offcring of "Pindas" and the chanting of "Mantras," in the Vedic time. Every statement in this book is supported by quotations from original Sanskrit texts. The author has spared no pains to make the book acceptable to the public in general and has thrown a flood of light to illuminate the dark corners of wrong notions prevailing from Pauranic time. It will amply repay perusal to those inquistive minds who take delight in the study of our revered shastras and to know the real interpretations of the same. The book can be had from Babu Lalit Mohan Ghose, M. A., B. L., 8, College Square, aod has been very moderately priced, annas 8, a copy.

DAILY "AMRITA BAZAR PATRIKA" *Friday 25th November 1910*

VADIC RAHASYA-SANDARVA—This is one of the many publications of Swami Jogananda Saraswati and deals with the Hindu ceremonies after death as mentioned

in the Vedic literature. The Vedic language is long dead, and the number of scholars learned in it are few. It is, therefore, a pleasure to find the author, who is a Sanyasi, devoting his time and labour in offering naturalistic explanations of the Vedic "mantras." The purpose of the book under notice is to dispel, according to the author, certain erroneous popular beliefs regarding "Pitri-Jajna" "Pitriloka," "Devaloka," "Devajan," "Pitri-jan." "Pretaloka," etc. The Swami has supported his arguments by quoting authorities from original sources,but the trend of his arguments runs counter to the current of popular beliefs which are deep-rooted in the mind of the orthodox Hindu and have, according to him valid sanction in rituals and religious usages which have been handed down from generation to generation. Philological researches have proved that words used in ancient Hindu scriptures have as in all other ancient languages, undergone considerable changes in their meanings, and the different commentators of the Vedas have interpreted the "Mantras" in various ways. Of course Panini's Grammar and Jaska's Nirukta afford considerable help to get at the proper explanations of the "mantras" but, then, the "mantra" period of the Vedic literature is so far removed from the time when Jaska undertook to

interpret the obsolte words used in the Vedas that it is not always safe to depend upon that authority of comparatively modern times. Any how the author has made a commendable effort to show that the Hindu Shastras are, after all, not so illiberal or inelastic as the orthodox community try to make them out to be: they are capable of very liberal interpretation and the more the Hindus resort to it with the evolution of the times, the better for the race and the religion. The book can be had from Babu Lalit Mohan Ghosh, M. A., B. L., 8, College Square, Calcutta, Price 8 annas, a copy,

INDIAN DAILY NEWS, *6th February* 1911

স্বামী যোগানন্দ সরস্বতীর

সংক্ষিপ্ত জীবন-চরিত।

ইঁহার পূর্ব্বাশ্রমের নাম রাধিকাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, সন ১২৬৪ সালে আষাঢ় *শুক্লচতুর্দ্দশীতে জন্মগ্রহণ করেন। জন্মস্থান নলাহাটী, ভাগিরথীর উপতীরস্থ একটী গণ্ডগ্রাম, বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত দাঁইহাট (Dainhat, P. O.) পোঃ আঃ অধীন কাটোয়া মহকুমায় অবস্থিত। পিতার নাম মহাদেব বন্দ্যোপাধ্যায়, এবং মাতার নাম চন্দ্রমোহিনী দেবী। অতি শৈশবাবস্থায় প্রসাদের মাতৃবিয়োগ হওয়ায়, প্রসাদ মাতামহের (মৃত রামযাদব চট্টোপাধ্যায়ের) আলয়ে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন। প্রসাদ রাঢ়ীয় কুলীন ব্রাহ্মণ। সন ১২৮২ সালে ১৮শ বর্ষ বয়সে, দাঁইহাট নিবাসী মৃত মথুরানাথ পদরত্নের একাদশবর্ষবয়স্কা মধ্যমা কন্যা নগেন্দ্রবালা দেবীর সহিত প্রসাদের বিবাহ হয়। প্রসাদের পিতৃদেবের সাংসারিক অবস্থা তত স্বচ্ছল না থাকায়, কালেজের অধ্যয়ন পরিত্যাগ করিয়া ২২ বর্ষ বয়সে প্রসাদ চাকরি করিতে নিযুক্ত হন, এবং ক্রমান্বয়ে শিক্ষক, বিদ্যালয়পরিদর্শক, পত্র-সম্পাদক এবং আচার্য্য প্রভৃতির কার্য্যব্যপদেশে প্রসাদ প্রায় ১৭ বৎসর চাকরি করেন। বলা বাহুল্য যে, ইতিমধ্যে কোন মহাপুরুষের* সহিত প্রসাদের অলৌকিকভাবে সাক্ষাৎলাভ হওয়ায়

---

* বৈদিক জ্ঞানকর্ম্মাধিকারীষু পুরুষেষু মধ্যে যোগিনঃ পরমহংসস্থাত্যন্ত মুক্তমহাত্মমহাপুরুষত্বম্।

তাঁহার উপদেশ অনুসারে প্রসাদ এতাবৎকাল গৃহস্থব্রহ্মচর্য্যাদি কতকগুলি অনুষ্ঠান যথাবৎ প্রতিপালন করিয়াছিলেন।

১৩০০ সালে ২৯শ বর্ষ বয়সে প্রসাদের পত্নীর দেহান্ত হয়। তখন প্রসাদের বয়স ৩৮শ বর্ষ। দ্বিতীয়বার বিবাহ দিবার জন্য প্রসাদের পিতৃদেব সবিশেষ চেষ্টা করিয়া ছিলেন, এবং প্রসাদ সদ্‌বংশজ, কুলীন এবং গুণবান যুবক বলিয়া তৎকালে অনেকেই যথেষ্ট অর্থাদি দিয়াও স্ব স্ব কন্যা সম্প্রদানে আগ্রহাতিশয় প্রকাশ করিয়াছিলেন; এমনকি একস্থানে পুনর্ব্বার বিবাহের দিন পর্য্যন্তও স্থির হইয়াছিল; কিন্তু প্রসাদ এ বিষয়ে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ থাকায়, বিবাহের দুইদিন পূর্ব্বে, পিতৃদেবের অজ্ঞাতসারে বাড়ী হইতে স্থানান্তরে চলিয়া যান; তাই অব্যাহতি পাইয়াছিলেন। তবে এখানে এ কথা বলা আবশ্যক যে, যে কন্যার সহিত প্রসাদের বিবাহ হইবার কথা হইয়াছিল, সেই কন্যার ইতিমধ্যে বিবাহ হইয়া যাওয়ায়, প্রসাদ লোকশিক্ষার্থে, অগত্যা তাহার অব্যবহিত কনিষ্ঠা ভগ্নি শ্রীমতী হেমনলিনীর সহিত তাঁহার স্বীয় জ্যেষ্ঠ পুত্রের বিবাহ দেন।

সন ১৩০২ সালে প্রসাদের পিতৃদেবের দেহান্ত হয়। এই ব্যাপারের অব্যবহিত পরেই প্রসাদ চাকরি পরিত্যাগ করেন, এবং তাঁহার বালকপুত্রদিগের রক্ষণাবেক্ষণার্থে কতকদিন নলাহাটীর নিজবাড়ীতেই অবস্থান করেন। এই সময়ে, কখন বাড়ীতে থাকিতেন, কখন বা তীর্থাদি দর্শনমানসে দেশপর্য্যটনে বাহির হইতেন, সংক্ষেপতঃ, এই প্রকারে কতদিন বানপ্রস্থাশ্রমের

কার্য্যাদি করিতে থাকেন, এইমতে কতকদিন অতিবাহিত হইয়া গেল। পরে সন ১৩০৪ সালে অনেক অনুসন্ধানের পর, অযোধ্যা প্রদেশর অন্তর্গত হরদুই জেলার মধ্যে সাহাবাদ নামক স্থানে সেই মহাপুরুষ স্বামী আত্মানন্দ সরস্বতীর সহিত সৌভাগ্যবশাৎ প্রসা-দের পুন সাক্ষাৎলাভ হয় এবং প্রসাদ তথায় তাঁহার নিকট প্রব্রজ্যা বা চতুর্থ আশ্রম গ্রহণ করেন। প্রসাদের এই বর্ত্তমান আশ্রমের নাম যোগানন্দ সরস্বতী। স্বামী যোগানন্দ, গুরুদেবের আজ্ঞানুসারে তাঁহার সহিত কতকদিন একত্রে অবস্থান করেন। এবং এই সময়ে তাঁহার নিকট হইতে প্রস্থানত্রয় অর্থাৎ সভাষ্য দশোপনিষদ, সভাষ্যশারীরকসূত্র এবং সভাষ্য গীতা অধ্যয়ন করেন। সমাজের কল্যাণার্থে স্বামীজী এই নয়খানি পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন যথা—

১। পুনর্জন্ম রহস্য।

২। ক্রিয়াযোগ বা উপাসনা।

৩। বেদোৎপত্তি এবং দেবতাবিষয়ক বিচার।

৪। বলিদান এবং মাংসভক্ষ্যাভক্ষ্য বিচার।

৫। সৃষ্টিতত্ত্ব বা জগৎ ও জগদীশ।

৬। তত্ত্বদর্শন।

৭। জীবতত্ত্ববিবেক।

৮। বৈদিক রহস্য সন্দর্ভ।

৯। স্বরূপসিদ্ধি।

শেষোক্ত বেদান্তবিচারবিষয়ক পুস্তক চারি খানি বর্ত্তমান আশ্রমের লিখিত।

স্বর্গঙ্গা মন্দাকিনী এবং অলকনন্দা প্রবাহিত অভ্রভেদী হিমগিরির তুষারমণ্ডিত অধিত্যকা প্রদেশে কেদার এবং বদরিকাশ্রম দর্শনান্তে, স্বামীজী তিব্বতাদি দেখিবেন মনে করিয়াছিলেন, ইচ্ছা যে, ভৌম স্বর্গরূপ প্রাচীন আর্য্যনিবাস বা পিতৃভূমির কিয়দংশও সন্দর্শন করেন। কিন্তু কোন বিশেষ প্রতিবন্ধ বশতঃ তাহা ঘটিয়া উঠে নাই। বলা বাহুল্য যে, স্বামীজীর আশ্রম চতুষ্টয় যথামতই প্রতিপালিত হইয়াছে। অত্যাশ্রমী বা অতিবর্ণাশ্রমীর লক্ষণ সকল তাঁহাতে সদা দীপ্যমান দেখা যায়। শাস্ত্র বলেন, * যাঁহার চিত্ত ব্রহ্মধ্যানে কিঞ্চিৎকালও স্থিরত্ব প্রাপ্ত হয়, তাঁহার সমুদায় তীর্থস্নান সুসংসাধিত হয়; সমুদায় যজ্ঞকৃত হয়; তাঁহার কুল পবিত্র হয়; পিতা মাতা কৃতার্থ হন, এমন কি পৃথিবী পবিত্রা হয়। বলা বাহুল্য যে, স্বামী যোগানন্দের সম্বন্ধে তাহা স্বার্থক হইয়াছে। তাঁহার সন্তানের মধ্যে চারিটী পুত্র। তন্মধ্যে সর্ব্বকনিষ্ঠের শৈশবাবস্থাতেই দেহান্ত হয়, তাহার জেষ্ঠ্যেরও অল্পদিন হইল অনূঢ়াবস্থাতেই দেহান্ত হইয়াছে; এক্ষণে সর্ব্বজ্যেষ্ঠ এবং তাহার কনিষ্ঠ বা মধ্যম উভয়েরই সন্তানাদি হইয়াছে; পিতৃদেবের আদেশানুসারে জ্যেষ্ঠই স্ত্রীপুত্ত্রাদি লইয়া নলাহাটীর পৈতৃক বাড়ীতেই অবস্থান করিতেছেন।

---

* কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা বিশ্বম্ভরা পুণ্যবতী চ তেন।
যস্য ব্রহ্মবিচারণে ক্ষণমপি স্থৈর্য্যং মনঃ প্রাপ্নুয়াৎ॥

স্বামী যোগানন্দের বয়স এক্ষণে ৫৫ বৎসর। সম্প্রতি স্বামীজী স্বকীয়পূজ্যপাদ গুরুদেবের পূর্ব্বাদেশানুসারে সর্ব্বদাই নির্জ্জন-প্রদেশে একাকী বেদান্তবেদ্যব্রহ্মবিচারে নিমগ্ন থাকেন। দিনান্তে একবারমাত্র, অল্পসময়ের জন্য, সমাগত দর্শনপিপাসু ব্যক্তিব্যূহের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাহাদের জিজ্ঞাসিত বিষয়ের মীমাংসাদি করিয়া থাকেন। স্বামীজী সুদীর্ঘজীবন লাভ করিয়া সদা জগৎ-হিতে—পামর এবং বদ্ধকে মোক্ষমার্গে উন্মুখকরণে নিরত থাকুন এই আমাদের ঐকান্তিক ইচ্ছা।

৮ নং কলেজস্কোয়ার
কলিকাতা
২০শে চৈত্র ১৩১৯। } প্রকাশকস্য।

ভূমিকা।

ব্রহ্ম স্বভাবই প্রপঞ্চ, কিন্তু প্রপঞ্চ স্বভাব ব্রহ্ম নহে। সহজ কথায়, ব্রহ্ম সত্বায় এই প্রপঞ্চ বা জগৎ উদ্ভাসিত। অতএব ব্রহ্ম জগতের পূর্ব্ব বা পরম রূপ এবং জগৎ পর বা অপরমরূপ। এবম্বিধ প্রকারে ব্রহ্ম বা সেই পরম রূপ জনসাধারণের আত্মভূত, সুপ্রসিদ্ধ এবং সুবিজ্ঞেয় হইলেও, লোকে তাঁহাকে জানিতে পারিতেছে না, ইহা অপেক্ষা আক্ষেপের বিষয় আর কি হইতে পারে। তাত, তুমি যদি সেই অরূপের রূপ—পরমরূপ দেখিতে ইচ্ছা কর, স্বস্বরূপ উপলব্ধি করিতে যদি তোমার ঐকান্তিক বাসনা থাকে, তাহা হইলে অগ্রে অপরম রূপ—অনাত্মদর্শন, নিজদৈহিকরূপ, বিস্মৃত হও, ভেদসত্যত্ববুদ্ধি নিবারণ কর, সহজ কথায়, মনোনিরোধ কর, তোমাতেই, সেই পরমরূপের অভিব্যক্তি দেখিবে, সর্ব্বত্র একাত্মসত্বার উপলব্ধি করিবে, তুমি যে, কৌন্তেয় কর্ণের রাধেয় হইয়াছ, পুরুষসিংহ এড়করূপ ধরিয়াছ, তাহা বুঝিয়া নিরতিশয় সুখ সংপ্রাপ্ত হইবে। ইহারই নাম প্রপঞ্চ প্রবিলয়ে বা নিরোধবলে স্বরূপসিদ্ধি সাধন। মুমুক্ষু জনগণের কল্যাণার্থে বক্ষ্যমান এই স্বরূপসিদ্ধিগ্রন্থে তদ্‌বিষয় সংক্ষেপে আলোচিত হইয়াছে। ভরসা করি, ইহা অনেককে প্রবুদ্ধ করিয়া অভীষ্টফল সংপ্রদানে সমর্থ করিবে। কিমধিক লেখেন বুদ্ধিমদ্বর্য্যেষু।

৮নং কলেজস্কোয়ার
কলিকাতা
২০শে চৈত্র ১৩১৯

প্রকাশক
শ্রীশচীন্দ্রমোহন ঘোষ বি, এল।

সূচীপত্র।

স্বরূপসিদ্ধি।

পাতা মুড়িবেন না

উপাসনা কাণ্ড।

প্রথমাধ্যায়।
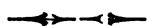
সূচনা।

(গুরুশিষ্যের কথোপকথন)

সর্ব্ববেদান্ত সিদ্ধান্ত গোচরং তমগোচরম্।
আত্মানন্দং সদানন্দং সদ্গুরুং প্রণতোহস্ম্যহম্॥

গুরু।—তুমি কে? কোথায় ছিলে? কোথা হইতে আসিয়াছ? কোথায় যাইবে? তুমি কাহার? কি হেতু এস্থানে—এ মর্ত্ত্যধামে জন্মগ্রহণ করিয়াছ? ইহা কাহাতে প্রতিষ্ঠিত? কেমনে এই বিভ্রাণ ভূগোল শূন্যে অবস্থান করিতেছে? তুমি

কেমনে কাহার বলে জীবিত রহিয়াছ ? প্রাণাদি কি তদ্ব্যতিরিক্ত কোন পদার্থ তোমার জীবনের কারণ ? সে ব্যতিরিক্ত পদার্থটী কি ? তুমি দেহবান্ হইবার পূর্ব্বে তাহা কোথায় ছিল ? এবং তোমাব দেহপাতেই বা তাহা কোথায় গমন করিবে ? ভূপতিত মৃতদেহে কি সে পদার্থ থাকে না ? প্রাণী সকল জন্মগ্রহণ করিলে লোকে কেনই বা হৃষ্ট হয়, এবং মৃত হইলে কেনই বা ক্লিষ্ট হইয়া থাকে ? জন্ম এবং মৃত্যু বা আবির্ভাব এবং তিরোভাব, উভয় কালেই অশৌচ-ব্যবস্থা ব্যবস্থাপিত এবং উভয়েতেই ভাব আছে। একে, আবিশ অর্থাৎ প্রকাশভাব এবং অপরে তিরস্ অর্থাৎ অপ্রকাশভাব। ভাববিকার হেতু জন্ম এবং মৃত্যু উভয়েই তুল্য—এক। একই শক্তির দ্বিধাস্ফুরণ মাত্র। দেহাদি উপাধিবশাৎ প্রতীতি হইয়া থাকে। সম্যক্‌দর্শনে এই জনন এবং মরণ জীবের পক্ষে অমৃতসোপান-ব্রহ্মসান্নিধ্য বা স্বরূপসিদ্ধির অধিরোহিণী বিশেষ। তুমি কি তাহা বুঝ ? কিম্বা কখন বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছ ? দেহ না দেখিতে পাইলেই লোকে বলে অমুক মরিয়াছে। বাস্তবিকই কি সে মরিয়াছে। এ সংসার হইতে তাহার অস্তিত্ব কি এককালে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে ? কখনই না ! ত্যক্ত নির্ম্মোক অহিকে কি মৃত বলিবে ? ইহা লৌকিক বা ব্যবহারিক কথা মাত্র। পরমার্থতঃ, জীবিতাবস্থায় স্বরূপসিদ্ধির সমধিগমে স্থূলাদি দেহের আত্যন্তিক বিস্মৃতির নামই মৃত্যু। ইহারই নাম জীবন্মৃতি। জীবন্মুক্তই জীবন্মৃত নামে অভিহিত। বদ্ধ নহে। সে তাহা বুঝে না। সে দেহ-নাশনকেই মৃত্যু

বলিয়া জানে। রোরুদ্যমান মৃতপুত্রক পিতাই ইহার দীপ্যমান প্রমাণ। তাহার সমীপে জনন মরণ এক, একথা বলিলে সে তোমায় কি বলিবে ? পরম সুহৃদ হইলেও, পিতা তোমাকে দারুণ শত্রু ভাবিয়া জন্মেও আর তোমার মুখাবলোকন করিতে চাহিবে না। ব্যবহারিক এবং পারমার্থিকের পার্থক্য উপলব্ধি কর। বদ্ধ এবং মুক্তের ব্যবহার দেখ। প্রকৃতপক্ষে, জীব জন্মেও না; মরেও না। কেবল উপাধিবশাৎ প্রতীতি হয় মাত্র, জীবত্যক্ত দেহই যথাকালে মৃত হয়। কারণ, যাহা জন্মে তাহাই মরে। মর্ত্ত্যই মৃত হয়, অমৃত নহে। চৈতন্য অমৃত বা নিত্যপদার্থ, দেহেন্দ্রিয়াদিযুক্ত হইলেই তাহার জীবসংজ্ঞা হয় মাত্র। অতএব তাত, জনন মরণ জনিত হর্ষে কিম্বা শোকে অনর্থক বিহ্বল হইয়া মর কেন ? শ্রোত্রিয় ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিয়া তাঁহার নির্দেশানুসারে মনোনিরোধ প্রণালী শিক্ষা করিয়া স্ব স্বরূপোপ-লব্ধি কর। আত্মবিদ্ হও। অনায়াসে এই জীবিতাবস্থাতেই, শোক সাগরের পর পারে যাইতে পারিবে, যেহেতু ব্রহ্মবিদ্ই সাক্ষাৎকৃতধর্ম্মা এবং পরমানন্দময়। তাঁহার আনন্দই অপরিচ্ছিন্ন, তাঁহার জ্ঞানই অখণ্ডিত—পরিপূর্ণ, সুতরাং তাঁহার চরণ সেবাই দুঃখাসম্ভিন্ন বা নিত্য সুখলাভের একমাত্র হেতু। ইহা ধ্রুব সত্য।

কত শত পিতা, মাতা, কত পত্নী, পুত্র আগত ও অতীত হইতেছে, তাহারা কাহার ? এবং তুমিই বা কাহার ? এ সংসারে উপকার প্রত্যুপকার ভিন্ন কাহারও সহিত কোন পদার্থের

বিশেষ একটা সম্বন্ধ কি? কাহার এ সকল আলোচনা করিবার সাধ্য নাই, কাহারও বা সাধ্য সত্বে অবকাশ নাই। এই মতই শুনা যায়। একাধারে উভয়ের সমাবেশ বর্ত্তমানে—এই বিংশ শতাব্দীর সভ্যসমাজে মেলা ভার—অতি বিরল। তাই লোকের এত শোক, দুঃখ, এত লাঞ্ছনা—ফল পুনঃ পুনঃ জনন এবং মরণ। এই জনন আছে বলিয়া যেমন তুমি মরণ দেখিতেছ, তেমনি মরণ দেখিয়া অমরণও আছে বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। এই অমরণের অপর নাম অমৃত বা অপবর্গ। ইহাই জীবলীলার চরমপর্ব্ব বা অবধি। ব্রহ্মের একটী নাম অমৃত। মনোসমুদ্র মন্থন করিলে এই অমৃত উত্থিত হয়। দেবগণ এই অমৃত পান করিয়া অমর হইয়াছেন। দেবগণ ব্রহ্মবিদ্, যেহেতু বিদ্বাংসোহিদেবা, অতএব ব্রহ্মবিদ্ অমর। মরে না বলিয়া অমর নহে। যে জন্মে সেই মরে, কারণ মর্ত্ত্য কখনও অমৃত হয় না। ইহাই প্রকৃতির নিয়ম। কদাপি এ নিয়মের ব্যত্যয় সম্ভবে না। তাই ব্রহ্মাও মরণশীল।

তুমি পরিচ্ছিন্ন (সাড়ে তিন হস্ত) নহ—অপরিচ্ছিন্ন। তুমি এড়ক নহ—সিংহ। তুমি শরীরী নহ—অশরীরী। ইহা যদি জানিতে চাও, যদি অমর হইবার ইচ্ছা থাকে, জীবলীলার চরম পর্ব্বে—সর্ব্বোচ্চ সোপানে অধিরোহণ করিতে বাঞ্ছা কর, তাহা হইলে শ্রোত্রিয় ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর নিদেশানুসারে মনোসমুদ্র মথন পূর্ব্বক তদোত্থিত অমৃত পান কর—সহজ কথায়, মনোনিরোধপ্রণালী শিক্ষা করিয়া স্ব স্বরূপোপলব্ধি কর। ব্রহ্মবিদ্ বরিষ্ঠ

হও। * জন্ম মৃত্যুর হস্ত হইতে এককালে অব্যাহতি পাইবে। মরিলে আর জন্মগ্রহণ করিতে হইবে না, অমর হইয়া যাইবে। আর জীবিতাবস্থায় ইহ সংসারে পরম শান্তিলাভ করিবে এবং দেহান্তকালে প্রাকৃত বা বদ্ধ ব্যক্তির ন্যায় মৃত্যু ভয়ে—স্থূলদেহ ত্যাগে ভীত হইতে হইবে না। বলা বাহুল্য যে, এ সংসারে যত কিছু ভয়ের কারণ আছে, তন্মধ্যে মৃত্যু ভয়ই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। নাম শুনিয়াই লোকে স্তম্ভিত হইয়া যায়। এবম্বিধ ভয়ের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার—অভয় হইবার একমাত্র ব্রহ্মাস্ত্র স্ব স্বরূপোপলব্ধিরূপ ব্রহ্মপ্রাপ্তি। এইজন্য ব্রহ্মের একটী নাম অভয়। ইহা ত ব্যক্তিমাত্রেরই অভিপ্সীত। কিন্তু তাহা ঘটে কয়জনের অদৃষ্টে।

অদ্য কিম্বা শতাব্দান্তে † সমুদায় পরিত্যাগ করিয়া অবশ হইয়া যখন তোমাকে গমন করিতে হইবে নিশ্চিত, তখন তুমি

---

* জ্ঞানের ৭টী ভূমির মধ্যে শেষ ৪টী ভূমি বিদ্যা-বিষয়ক। ৪র্থ ভূমি-প্রাপ্ত ব্যক্তি ব্রহ্মবিদ্ নামে খ্যাত। ৫ম ভূমি-প্রাপ্ত ব্যক্তি ব্রহ্মবিদ্‌বর। ৬ষ্ঠ ব্রহ্মবিদ্ বরিয়ান্ এবং ৭ম ব্রহ্মবিদ্ বরিষ্ঠ। শেষ ৩টী ভূমি অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্‌বর, বরিয়ান্ এবং বরিষ্ঠ এই তিন জনেই জীবন্মুক্ত নামে খ্যাত। সবিশেষ জীবতত্ত্ব-বিবেকে স্বর্গ ও নরক তত্ত্ব ৩৩২ পৃষ্ঠা দেখ।

† শতায়ু র্বৈ পুরুষঃ—ইহাই ভূগোলস্থ সকল দেশের সার্ব্বকালিক আয়ুর মান। তবে স্থল বিশেষে কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রম দেখা যায়। সবিশেষ জীবতত্ত্ব-বিবেকে—আয়ুতত্ত্ব অধ্যায়—২৬৯ হইতে ২৯১ পৃষ্ঠা দেখ। সমুদায় সন্দেহ নিরাকৃত হইবে।

কেন অনর্থে প্রসক্ত হইয়া স্বকীয় প্রয়োজন সাধনরূপ স্ব স্বরূপোপলব্ধি বা আত্মলাভের জন্য যথাপূর্ব্বক অনুষ্ঠানাদি সম্পাদন করিতে বিরত রহিয়াছ ? বিশ্রান্তি-বিহীন, আলম্বন-শূন্য, পাথেয় বর্জ্জিত অদৈশিক অন্ধকারাচ্ছন্ন দুর্গম মার্গে তুমি একাকী কি প্রকারে গমন করিবে ? তুমি প্রস্থিত বা মৃত হইলে কেহই তোমার পশ্চাৎধাবন করিবে না। অধিক কি, যে দেহকে তুমি আমার আমার বলিয়া সাদরে সংরক্ষণ করিয়া থাক, তাহাকেও সঙ্গে লইতে পারিবে না। তাহা এই স্থানে—এই মর-জগতে পতিত থাকিয়া যথাকালে ভূম্যাদিতে প্রলীন হইয়া যাইবে ! তোমার কৃতকর্ম্মের সংস্কাররূপ মনই (সাভাস লিঙ্গ দেহ) কেবল তোমার সহগামী হইবে, তোমাকে পুনঃ দেহবান্ করিবে। বলা বাহুল্য যে, যতদিন জীব এই অনিত্য সংসার সুখে নিমগ্ন থাকিয়া রাগ দ্বেষাদির বশবর্ত্তী হইয়া কেবল জীব-সাধারণ প্রবৃত্তি লক্ষণ ধর্ম্মের আচরণ করিতে থাকে, ততদিন এবম্বিধ প্রকারে পুনঃ পুনঃ জন্ম মৃত্যু প্রাপ্ত হয়, কদাপি শান্তি মিলে—অভয় ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার লাভ হয়। এই মতে কার্য্য করিতে করিতে সুকৃতি সঞ্চয়ে কালে বিশুদ্ধকুলে জন্মগ্রহণ করে, এবং দুঃখ নিবৃত্তি উপায়ে আচার্য্যবান হইয়া তত্ত্বজ্ঞান লাভ করে, তখন অজ্ঞান নিবৃত্ত হয়, রাগ দ্বেষাদির অভাব হয়, সুতরাং ধর্ম্মাধর্ম্মের উৎপত্তি না হওয়ায় নিবৃত্তি লক্ষণ ধর্ম্মের আবির্ভাব হয়, তাহাও কেবল আত্মলাভ জনিত সুখলাভার্থে কৃত হইয়া নিবর্ত্তিত হয়। তখন জীব গলিত-কর্ম্ম হইয়া যায়। জ্ঞানী হইয়া উঠে। স্বরূপসিদ্ধি

সমধিগত হয়। সমুদ্র যেমন সমুদায় জলের একায়ণ, জিহ্বা যেমন সকল রসের একায়ণ, চক্ষু যেমন সমস্ত রূপের একায়ণ, বাক্য যেমন সমুদায় বেদের একায়ণ, জ্ঞান তেমনি সকল কর্ম্মের একায়ণ। ঈদৃশ জ্ঞানে সকল কর্ম্মেরই পরিসমাপ্তি হইয়া থাকে, সুতরাং এ সংসারে জ্ঞানের তুল্য পরম পবিত্রকারী পদার্থ আর কিছুই নাই। বিষয়রূপ উপাধির নানাত্ব লইয়াই এই একই জ্ঞানের নানাত্ব ভ্রম হয়, যেমন ঘটজ্ঞান হইতে পটজ্ঞান ভিন্ন, রামের জ্ঞান হইতে যজ্ঞদত্তের জ্ঞান ভিন্ন। বাস্তবিক জ্ঞান নানা নহে—এক। সেই এক অদ্বয় ব্রহ্মই স্বয়ং জ্ঞান-স্বরূপ। কারণ, উৎপত্তি বিনাশ রহিত চৈতন্যই জ্ঞান নামে অভিহিত। ভস্মাচ্ছন্ন বহ্নির ভস্মাপসরণ জনিত প্রকাশবৎ মনের পরিণামে (বৃত্তি নিরুদ্ধ হইলে) সেই আত্মজ্ঞানের অভিব্যক্তি হইয়া থাকে। সুতরাং জ্ঞান জন্য-পদার্থ নহে—নিত্য। মনের পরিণামে—আবরণাপসরণে প্রকাশিত হইয়া থাকে মাত্র। ঈদৃশ জ্ঞানযোগে জীবের জন্ম মৃত্যু প্রবাহ নিবৃত্ত হয়। ভব নিরুদ্ধ হয়। জীবের চরম লক্ষ্য স্বরূপসিদ্ধি সমধিগত হয়? তখন জীবতাবস্থাতেই জীবে মুক্তি সুখ উপভুক্ত হইয়া থাকে। এগুলি কল্পিত বা রোচক বাক্য নহে। সাক্ষাৎ-দৃষ্ট-ফলপ্রসূ। ব্রহ্মবিদ্‌ই ইহার জ্বলন্ত প্রমাণ। সুতরাং পরীক্ষিতব্য।

অতএব প্রেষ্ঠতাত, সংসার-সুখে নিমগ্ন থাকিয়া আর কতদিন সহজসাধ্য প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম্মে নিরত থাকিবে? উঠ, অজ্ঞান-নিদ্রা দূর কর,—মুমুক্ষু হও। সংসার প্ররোহরূপ মনকে **ভৃষ্টবীজবৎ**

করিয়া তাহার নিগ্রহ বা নিরোধ শিক্ষা কর। সংসার সুখ-দুঃখময়, আত্মলাভ হইতে আর শ্রেষ্ঠ লাভ কিছুই নাই, শ্রোত্রিয় ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুপ্রাপ্ত হইয়া, দেহে প্রাণ থাকিতে থাকিতে এই বর্ত্তমান জীবনেই, নিরোধ-যোগাভ্যাস পূর্ব্বক তল্লাভ দ্বারা কৃতকৃত্য হও। কারণ, অনিরোধে বা অনিগ্রহে দেহান্ত হইলে মহান্ অনিষ্টের কারণ হইবে সন্দেহ নাই। তাত, দেহাত্ম-প্রত্যয় অপসৃত করিয়া চিন্ময় বা জ্যোতির্ম্ময়রূপে—স্ব স্বরূপে অবস্থান করিতে শিক্ষা কর। এড়কত্ব ছাড়িয়া সিংহত্ব প্রাপ্ত হও। পরিচ্ছিন্নত্ব ভুলিয়া গিয়া অপরিচ্ছিন্ন হও। সশরীরী হইয়া অশরীরী রূপ উপলব্ধি দ্বারা জন্মসাফল্য লাভ কর। ইহারই নাম স্বরূপ সিদ্ধি বা জীবন-মুক্তি। ইহাই সেই অদৈশিক পথের একমাত্র পাথেয়। তাত, আর কালবিলম্ব করিও না। তুমি সতত কালের করাল-কবল-গ্রস্ত হইয়া রহি-য়াছ, তাহা দেখিতেছ না? কেবল পেষণের অপেক্ষা। নিরোধ অভ্যাস দ্বারা পেষণের হস্ত হইতে এককালে অব্যাহতি লাভ কর,—জাগ্রৎ অজ্ঞান-নিদ্রা নাশ কর,—কৃতকৃত্য হও। ইহাই সর্ব্ব বেদান্ত সিদ্ধান্ত রহস্য,—ইহাই পরম পুরুষার্থ এবং সমস্ত কর্ত্তব্যের সমাধান পর্য্যাবসানত্ব। য এবং বেদ। ইত্যুপনিষৎ।

ইতি শ্রীপরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমৎ স্বামী আত্মানন্দ সরস্বতী শিষ্য শ্রীমৎ স্বামী যোগানন্দ সরস্বতী বিরচিত স্বরূপ-সিদ্ধিগ্রন্থে উপাসনা-কাণ্ডে সূচনা নামক প্রথমাধ্যায় সমাপ্ত।

———

দ্বিতীয় অধ্যায়।

অনুবন্ধ এবং সাধন স্বরূপ নির্ণয়।

অনুবন্ধ চতুষ্টয়ের কথা—এই স্বরূপসিদ্ধি গ্রন্থ বেদান্তের প্রকরণ অর্থাৎ বেদান্তের মুখ্য অংশের প্রতিপাদক। সুতরাং বেদান্তের যে অনুবন্ধ, ইহারও সেই অনুবন্ধ। অনুবন্ধ এবং নিমিত্ত একই কথা। সেই অনুবন্ধ চারিটী। যথা—অধিকারী, বিষয়, সম্বন্ধ এবং প্রয়োজন। এই বক্ষ্যমাণ গ্রন্থের অধিকারী কে? ইহার প্রতিপাদ্য বিষয়ই বা কি? প্রতিপাদ্য বিষয় বা বস্তুর সহিত শাস্ত্রের সম্বন্ধ কি? এবং ইহার প্রয়োজনই বা কি? যেহেতু বিনা প্রয়োজনে কেহই কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় না। এই গুলি যথাক্রমে ক্রমশঃ আলোচনা করা যাইতেছে।

প্রথমতঃ দেখা যাউক, এই গ্রন্থের অধিকারী কে? মহর্ষি ব্যাসদেব বেদান্তদর্শনের প্রথম সূত্রেই বলিয়াছেন,—"অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" এই সূত্রস্থ "অথ" শব্দের অর্থ "অনন্তর"। এখন কথা হইতেছে যে, কিসের বা কাহার অনন্তর অর্থাৎ ব্রহ্মজিজ্ঞাসু মুমুক্ষুর ব্রহ্মদর্শন-লাভার্থ—স্বরূপসিদ্ধির জন্য অগ্রে চিত্ত-চিকিৎসার প্রয়োজন। গুরূপদিষ্ট অনুষ্ঠান দ্বারা চিত্ত-ভূমিকে যথান্যায়ে কর্ষণ করিয়া বিশুদ্ধ এবং যোগ্য কর, সংক্ষেপতঃ অগ্রে

যোগ্য অধিকারী হইবার উপায়, অনুষ্ঠান বা সাধনসমূহ শরীর দ্বারা অভ্যাস কর, অধিকার-সম্পন্ন হও, তবে ব্রহ্মের কথা জিজ্ঞাসা করিও ইত্যাদি। আচার্য্য শঙ্কর এই বলিয়া সূত্রস্থ "অথ" শব্দের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। আর বেদেও লিখিত আছে যে, পরমব্রহ্মকে জানিতে হইলে—স্ব স্বরূপতত্ত্ব উপলব্ধি করিতে হইলে ব্রাহ্মণের (ব্রাহ্মণ শব্দ উপলক্ষণার্থে—সকলেরই) শম দমাদি ষট্-সম্পত্তিযুক্ত হওয়া আবশ্যক। নচেৎ কোনদিনও ব্রহ্মবিদ্যা লাভ হইতে পারে না। স্বরূপসিদ্ধি সমধিগত হয় না।

শিষ্য।—ব্রহ্মদর্শন ত স্বতঃসিদ্ধ, তাহার জন্য আবার সাধনের প্রয়োজন কি? আর এক কথা—সাধনাদি দ্বারা যদি জীব ঈশ্বরই হয়, তবে সে ঈশ্বরের ন্যায় ক্ষমতাশালী হয় না কেন?

গুরু।—তোমার এ প্রশ্নের বিশেষত্ব ত কিছু দেখা যায় না, যাহা হউক নিম্নলিখিত প্রকারে তাহার উত্তর করা যাইতেছে। কারণ থাকিলেই কার্য্য অবশ্যম্ভাবী, ইহা সাধারণ বিধি। কিন্তু স্থলবিশেষে ইহার ব্যতিক্রমও দেখা যায়। কারণ থাকিলেও,তাহার অজ্ঞাতে কার্য্য নিষ্পন্ন হইতে দেখা যায় না। ইহা বিশেষ বিধি। মনে কর, তোমার বাসগৃহে একটী সর্প আছে, অথচ তুমি তাহা জান না, সুতরাং সর্প-ভীতির কোন লক্ষণই তোমাতে লক্ষিত হয় না, যেই তুমি তাহা জানিতে পার, অমনিই তোমাতে ভীতি-জনিত স্বেদ-কম্পাদির আবির্ভাব হইতে দেখা যায়। সেইমত জীবে পরমাত্মত্ব থাকিলেও উহা জ্ঞাত না হইতে পারিলে

জীবে পরমাত্মার ন্যায় ক্ষমতাদি জন্মিতে পারে না। যেমন অপরিমিত ধন থাকিলেও, তাহা জানা না থাকিলে, প্রীতি জন্মে না, কিন্তু আমার অপরিমিত ধনরত্নাদি আছে, এবম্বিধ জ্ঞান হইলেই অতুল আনন্দ হইয়া থাকে, সেইমত মনের নিরোধ অভ্যাস বলে আমিই ঈশ্বর বা পরমাত্মা জীবন্মুক্তাবস্থায় জীবাত্মার এই প্রকার ঈশ্বরতা জ্ঞান হইলে—নিজের ব্রহ্মাত্মত্ব বুঝিলে, এক অনির্ব্বচনীয় প্রীতি জন্মে ; সে প্রীতি অকথ্য, কিন্তু স্বসংবেদ্য এবং তদ্‌সঙ্গে সর্ব্বশক্তিমত্তাদি গুণাদিও জন্মে। বলা বাহুল্য যে, এ ঐশ্বর্য্যগুলি অচিরস্থায়ী হইলেও, স্বীয় ব্রহ্মাত্মত্ব স্মৃতিবলে ব্যুত্থানের পরও পুনঃ উদিতে হইতে দেখা যায়। প্রাচীনকালের কথা ছাড়িয়া দিলেও, বর্ত্তমানের অনেক যোগী, সন্ন্যাসীর অদ্ভুত ক্ষমতাদির কথা শুনা যায়, এবং অনেক সময়ে আমিও তাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। কিন্তু এ সকল স্বরূপানন্দের বিঘ্নকারী বলিয়া অনেকে তাহা সংগোপন করিয়া রাখেন।* রাখাই উচিত। ভাল, তোমার প্রতীতির দার্ঢ্যতার জন্য নিম্নে আরও কয়েকটী দৃষ্টান্ত দিতেছি। অবহিত হইয়া শ্রবণ করিতে

---

* অনেকদিন হইল পূজ্যপাদ গুরুদেবের সহিত উত্তর-পশ্চিম, অযোধ্যা এবং পঞ্জাব প্রভৃতি প্রদেশে পরিভ্রমণকালে কয়েকটী অদ্ভুত ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়া তাঁহার গুহ্য অলৌকিক প্রভাবের পরিচয় পাইয়াছিলাম এবং নিরোধশক্তি প্রভাবে জীবে সর্ব্বশক্তিমত্তাদি গুণ জন্মে, জীব শিব (ঈশ্বর) হয়, তাহা বেশ উপলব্ধি করিয়াছিলাম। প্রসঙ্গাধীন ইহা উল্লেখ করিলাম মাত্র।

থাক। (১) কোন স্থানে একজন সুরসিক নায়ক আছে, তাহার হাব, ভাব, স্বরাদি অতি মধুর, রূপ, লাবণ্য ও বিদ্যাবত্বাদি অনুপম ইত্যাদি ব্যাপার অবগত হইয়া কোন কামাতুরা কামিনী নায়কের নিকটে গিয়া তাহাকে দর্শন করিল, কিন্তু যতক্ষণ তাহার এই গুণ সকল প্রত্যক্ষগোচর না করে, ততক্ষণ সে যেমন পূর্ণতৃপ্তা হয় না, সেইমত ব্রহ্মরূপে জীবের প্রকাশ থাকিলেও যতদিন পর্য্যন্ত ব্রহ্মের ব্রহ্মত্বাদি গুণ জীবেই আছে, নিরোধ সাধনাদি দ্বারা এই মত অনুসন্ধান না হয়, ততদিন জীব ও ব্রহ্মে পূর্ণভাব বা অভেদ হইবার সম্ভাবনা নাই। (২) মস্তকে কাপড় বাঁধিয়া কিম্বা গলায় হার ঝুলাইয়া যাইতে যাইতে কার্য্যব্যপদেশে তাহা ভুলিয়া গিয়া লোকে তদন্বেষণার্থে ইতস্ততঃ বিচরণ করিয়া থাকে। এ ঘটনাও বিরল নহে। এ প্রকার হয় কেন? হার কিম্বা কাপড় সমধিগত সত্বেও তৎকালে অনধিগতবৎ উপলব্ধি হইয়া থাকে। অতএব বলা যাইতে পারে যে, আত্মদর্শন স্বতঃসিদ্ধ হইলেও অনাত্মদর্শন নিবারণার্থে সাধনের—মনোনিরোধাভ্যাসের অবশ্য প্রয়োজন আছে, অতএব সাধন কদাপি ব্যর্থ নহে—সার্থক বটে। ক্রমে সেই সাধন-স্বরূপ-নির্ণয় করা যাইবে। এক্ষণে অধিকারীর কথা বলি,—

প্রথম অনুবন্ধ বা অধিকারীর কথা—মনুষ্যমাত্রেই তুল্য হস্তপদাদি-বিশিষ্ট হইলেও,—বাহ্যাকারে সমান দেখাইলেও, সূক্ষ্মদর্শনে, লিঙ্গদেহের বা মনের সংস্কার তারতম্যে সকলেই পৃথক্। কেহ ছয়আনার মানুষ, কেহ দশআনার, পূর্ণ ষোল

আনার মানুষ কয়জন দেখ! মনোনিরোধ বা সংযমশক্তিপ্রভাবে যাহার সেই সংস্কার বা বাসনা যে পরিমাণে ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে, সে সেই পরিমাণে মনুষ্যত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে, অতএব সকল মানুষ সমান নহে। কেহ পূর্ণ, কেহ অপূর্ণ। অপূর্ণেরই পূর্ত্তির আবশ্যক। পরিপূর্ণের নহে। সাধনাদিই সেই পূর্ত্তির মুখ্য উপাদান। যেমন কণা পরিমিত বহ্নিতে তৎসজাতীয় প্রকৃতির আপূরণে একটী বহু বিস্তৃত বনও অচিরকাল মধ্যে মহা-বহ্নিতে পরিণত হইয়া থাকে, সেই মত সাধনাদি রূপ পূর্ত্তির দ্বারা অপূর্ণ মানব—দুআনা, চারিআনার মানুষও ক্রমে পূর্ণের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। ইহা প্রকৃতির নিয়ম। সাধনাদি যে ব্যর্থ নহে—সার্থক, তাহা ভাল করিয়া বুঝ। এই প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে সাংসারিক মনুষ্যদিগকে সাধারণতঃ চারিশ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। যথা—মুক্ত, মুমুক্ষু, বিষয়ী বা বদ্ধ এবং মূঢ় বা পামর। তন্মধ্যে মুক্ত পুরুষের সম্বন্ধে বলিবার কিছুই নাই, যেহেতু তিনি স্ব-স্বরূপসিদ্ধি লাভে, প্রাপ্তব্যের প্রাপ্তিতে কৃতকৃত্য হইয়াছেন। তিনি উত্তমাধিকারী বলিয়া গণ্য। দ্বিতীয় মুমুক্ষু। সংসার সুখ-দুঃখময়, আত্মলাভ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠলাভ আর কিছুই নাই, এবম্বিধ বিচারের বশবর্ত্তী হইয়া বশীকার সংজ্ঞক (অপরা) বৈরাগ্যের* উদয়ে ভোগাদিতে জলাঞ্জলি দিয়া সমুদায় পরিত্যাগ

---

* বৈরাগ্য দ্বিবিধ। যথা—অপরা এবং পরা। অপরা বৈরাগ্য পুনঃ চারিভাগে বিভক্ত। যথা—(১) যতমান, (২) ব্যতিরেক,(৩) একেন্দ্রিয়ত্ব এবং (৪) বশীকার। এই অপরা-বৈরাগ্যই সাধকে প্রথম সঞ্জাত হইয়া

পূর্ব্বক আত্মলাভার্থে, স্ব-স্বরূপোপলব্ধির জন্য সাগ্রহে শ্রোত্রিয় ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর শরণাগত হয়, সেই ব্যক্তিই মুমুক্ষু পদবাচ্য, মধ্যমাধিকারী বলিয়া কথিত এবং স্বরূপসিদ্ধি সাধনের যোগ্যপাত্র। তৃতীয় বিষয়ী বা বদ্ধ। যাহারা গুরু সম্প্রদায়রহিত অর্থাৎ গুরু বা আচার্য্য-পরম্পরাগত আত্মজ্ঞান লাভার্থ—স্বরূপসিদ্ধি সাধনের জন্য যাহারা তাঁহাদের আশ্রয় গ্রহণ করে না, যাহারা অত্যন্ত বহির্মুখীন অর্থাৎ বাহ্যবিষয়ে যাহাদের মন অত্যন্ত আসক্ত, যাহারা প্রমাণাদি বিষয়ে অনভিজ্ঞ বা অল্পজ্ঞ, লৌকিক গ্রাহ্য-গ্রাহকরূপ দ্বৈত বস্তুতেই যাহাদের চিত্ত সদা নিরত, যাহারা বিধি পূর্ব্বক * বেদান্তশাস্ত্র অধ্যয়ন করে নাই, তাহারাই বদ্ধ বা

থাকে। জ্ঞানের চরম পরিপাকে পরা-বৈরাগ্যের উদয়ে সাধকে আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত সমুদায় পদার্থ, সহজ কথায় সমগ্র জগৎ তুচ্ছীকৃত হইয়া যায়। সবিশেষ ৪র্থ অধ্যায়ে "নিরোধ উপায়" দেখ।

* মৈথুনাদি অসমাচরণ পূর্ব্বক কেবল শ্রোত্রিয় ব্রহ্মনিষ্ঠের সমীপেই বেদান্তাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করা উচিত, নচেৎ তৎপ্রতিপাদ্য বিষয় কদাপি প্রতিফলিত কিম্বা সমধিগত হয় না। কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, বর্ত্তমানকালে—এই বিংশ শতাব্দীর সভ্য সমাজে জগতের এ সনাতনবিধি প্রায়শঃ উল্লঙ্ঘিত হইতে দেখা যায়। আমরা কিন্তু এ বিধির পূর্ণ অনুমোদক। আমার মনে হয়, নবদ্বীপের প্রধান পণ্ডিত মৃত ভুবনমোহন বিদ্যারত্ন এবং পূর্ব্বস্থলীর মৃত পণ্ডিত কৃষ্ণনাথ ন্যায় পঞ্চানন, উভয়ের সহিত কোন সময়ে সাক্ষাৎ হওয়ায় নানাকথা প্রসঙ্গে এ কথাটীও উঠিয়াছিল। তাঁহারা উভয়েই আমার মতেরই পোষণ করিয়াছিলেন। বৃদ্ধ রসিক ন্যায়-পঞ্চানন এ সম্বন্ধে কয়েকটী হাস্যজনক গল্পও করিয়াছিলেন।

বিষয়ী নামে অভিহিত এবং অধমাধিকারী বলিয়া গণ্য। তাহাদের মন সদা বিক্ষিপ্ত বলিয়া দহনান্তর্গত বীজবৎ, আপ্তোপদেশ সদ্য বিনষ্ট হইয়া যায়। সুতরাং তাহাদের পক্ষে স্বরূপসিদ্ধি সাধন দুঃসাধ্য। চতুর্থ—পামর বা মূঢ়। যাহারা আহার, নিদ্রা, ভয়, মৈথুনাদি জীব-সাধারণ বৃত্তিকেই সার ভাবিয়া তদুপভোগাদিতেই সদা নিমগ্ন, তাহারাই পামর বা মূঢ় নামে খ্যাত এবং অধমাধম অধিকারী বলিয়া গণ্য। বলা বাহুল্য যে ঈদৃশ পামর ব্যক্তিদের পক্ষে স্ব স্বরূপোপলব্ধি বা আত্মলাভ সুদূর পরাহত। তবে কোন কোন বদ্ধ বা বিষয়ী ব্যক্তিকে সময়ে সময়ে তত্ত্বজ্ঞানের আলোচনা করিতে দেখা যায় সত্য, কাহারও কাহারও মনে সাময়িক বৈরাগ্যভাবের উদয় হইয়া থাকে। কিন্তু উপভোগ্য বিষয় সম্মুখে উপস্থিত হইলে আর তাহারা স্থির থাকিতে পারে না। তাহাদের সে মর্কট-বৈরাগ্য—সে লোকদেখান তত্ত্বজ্ঞানের ভাব সব ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায়। কাজেই তাহাদের সমল চিত্ত অমল হয় না—বৃত্তি নিরুদ্ধ হয় না। তাহারা

মানচিত্র দেখিয়া দেশ কি নগরের জ্ঞানলাভ আর শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া ব্রহ্মবিদ্যালাভ তুল্য জাতীয় কথা। ব্রহ্মবিদ্যার নাম পরাবিদ্যা। (জগতের) নিখিল শাস্ত্র অপরা-বিদ্যা। অপরা-বিদ্যা দ্বারা পরাবিদ্যা কখনই লভ্য নহে। নারদ, সনৎকুমার সংবাদই তাহার দীপ্যমান প্রমাণ। বেদান্তবাগীশ বা বেদান্তবিদ্ হইলেই ব্রহ্মবিদ্ হয় না। চুঞ্চু মুঞ্চু কিম্বা ভূষণ্ অলঙ্কারের কথা আর কি বলিব? এখনকার লোকের যেমন কর্ম্ম, ফলও তদ্বৎ প্রাপ্ত হইতেছে।

জ্ঞানহীনই থাকিয়া যায় এবং অধমাধিকারী বলিয়া গণ্য হয়। কিন্তু সমধিক আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ঈদৃশ বদ্ধ বা বিষয়ী ব্যক্তিগণ অজ্ঞানের ক্রোড়ে নিত্যশায়িত থাকিয়াও আপনাদিগকে পণ্ডিতমন্য—জ্ঞানী বলিয়া লোকসমাজে পরিচয় দিতে এবং উপদেষ্টার স্থান অধিকার করিতে কিঞ্চিন্মাত্রও কুণ্ঠিত হয় না। বলা বাহুল্য যে, বিংশ শতাব্দীর সভ্য সমাজের অধিকাংশ উপদেষ্টাই (গুরুই)* এই শ্রেণীর অন্তর্গত। অতিবর্ণাশ্রমী বা অত্যাশ্রমীই প্রকৃত এবং প্রকৃষ্ট গুরু এবং যথার্থ উপদেষ্টা স্থানীয়। অন্যে নহে। অতএব বলা যাইতে পারে যে, মুমুক্ষুই বেদান্তশাস্ত্রের এবং স্বরূপসিদ্ধি বা জীবন্মুক্তির একমাত্র অধিকারী, মধ্যমকক্ষায় স্থিত। আর বিষয়ী বা বদ্ধ এবং পামর উভয়েই যথাক্রমে অধম এবং অধমাধম অধিকারী। এই ত গেল প্রথম অনুবন্ধ বা অধিকারীর কথা।

২য়, ৩য় এবং ৪র্থ অনুবন্ধের কথা—এক্ষণে দ্বিতীয় অনুবন্ধ বা বিষয় কি তাহাই বিচার্য্য। এই গ্রন্থের বিষয়—মুখ্য বা প্রধান প্রতিপাদ্য—জীব ব্রহ্মের একতাপ্রতিপাদন, এতদুভয়ের অভেদ প্রদর্শন। সহজ কথায়, পরমাত্মাই উপাধিবশাৎ—দেহেন্দ্রিয়াদি যুক্ত হইয়া সংসারী হইয়াছেন, কৌন্তেয় কর্ণের রাধেয় হইয়াছেন, তাহাই প্রদর্শন। আর এই প্রতিপাদ্য বস্তু

* গুরুর সবিশেষ ব্যাখ্যা তত্ত্বদর্শনে "দীক্ষা এবং গুরুমাহাত্ম্য" ১৪৩ পৃষ্ঠা হইতে ২২৯ পৃষ্ঠা দেখ। এবং এই পুস্তকের ৩য় অধ্যায়ে "ব্রহ্মবিদ্যা এবং ব্রহ্মবিদ্ গুরু" দেখ।

এবং শাস্ত্র এতদুভয়ের প্রতিপাদ্য এবং প্রতিপাদক কিম্বা বোধ্য-বোধকরূপ ব্যাপারের নাম সম্বন্ধ। যেহেতু শাস্ত্র অসম্বদ্ধ কথা বলেন না। এই ত গেল তৃতীয় অনুবন্ধ বা সম্বন্ধের কথা। এইক্ষণে চতুর্থ অনুবন্ধ বা প্রয়োজন কি তাহাই বলা যাইতেছে। স্বরূপসিদ্ধি বা জীবন্মুক্তিই মুখ্য প্রয়োজন অর্থাৎ যে অজ্ঞানতা বশতঃ জীব আপনার স্বরূপ রূপ বা ব্রহ্মাত্মভাব উপলব্ধি করিতে সক্ষম হয় না, আপনার নির্দুঃখতা বুঝে না, আপনাকে অনিত্য সুখ-দুঃখাদির ভোক্তা ও জন্ম-মরণবান ভাবিয়া বৃথা শোক মোহে অভিভূত হইয়া থাকে, সেই অজ্ঞান বা অধ্যাস নিবৃত্তি এবং তৎফলস্বরূপ স্বরূপসিদ্ধি ও স্বরূপানন্দ প্রাপ্তি, এইটীই এই বক্ষ্যমাণ গ্রন্থের মুখ্য প্রয়োজন। সহজ কথায়, স্বরূপসিদ্ধি বা একাত্মবিদ্যা-প্রতিপত্তি দ্বারা অনাদি অধ্যাসমূলক সমূহদুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তিহেতু নিরতিশয় সুখপ্রাপ্তিই সমগ্র বেদান্ত-শাস্ত্রের বা অদ্বৈতবাদের এবং এই বক্ষ্যমাণ স্বরূপসিদ্ধিগ্রন্থের চরম লক্ষ্য। সেই অনাদি অজ্ঞানমূলক সর্ব্বানর্থের হেতু অধ্যাসের কথা পরে বলা যাইবে।

শিষ্য।—ভাল,"সিদ্ধ্যা কিং প্রয়োজনম্"অর্থাৎ সিদ্ধির আবার প্রয়োজন কি? সিদ্ধি লাভ করিয়া কি হইবে? না করিলেই বা কি হয়? এই বিষয়টীই আগে বলুন।

স্বরূপসিদ্ধির প্রয়োজনীয়তা—প্রয়োজন যথেষ্টই আছে। জীবের যাহা অভিপ্সীত—জীব যাহা চায়, তাহাই পাইয়া থাকে। জীব চায় দুঃখাসমভিন্ন সুখ। কই এত যত্ন,—এত চেষ্টাতেও

ত তাহা জীবের অদৃষ্টে মিলিতেছে না। কেন মিলিতেছে না? অনিত্যে মজিয়া নিত্যসুখ কি কখন লভ্য হয়? কখনই না। জীব তাহা বুঝিয়াও বুঝে না। পৃথিবীতে অবস্থিত হইয়া কদাপি পৃথিবীর ঘুরণ দেখা যায় না, তাহা দেখিতে হইলে পৃথিবী ছাড়িয়া গ্রহান্তরে যাওয়ার প্রয়োজন হয়, এইমতে অনিত্য ছাড়িয়া নিত্যে মজিলে, সিদ্ধ হইলে নিত্যসুখপ্রাপ্তি নিশ্চিত। ইহা শ্রুতি-যুক্তি এবং অনুভূতি সিদ্ধ। সুতরাং ধ্রুব সত্য, সবিশেষ বলিতেছি শুন—

দুঃখনিবৃত্তি এবং সুখাবাপ্তি—আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি এবং নিরতিশয় সুখাবাপ্তি এই দুইটীই মুখ্য প্রয়োজন। এই দুইটীকে পুনঃ পাঁচভাগে বিভক্ত করিয়া স্বরূপসিদ্ধির অবশ্য প্রয়োজনীয়তা বিশদভাবে প্রদর্শিত হইতেছে যথা—(১) জ্ঞানরক্ষা (২) তপঃ (৩) বিসম্বাদাভাব (৪) দুঃখনাশ এবং (৫) সুখ প্রাপ্তি। এখন কথা হইতেছে যে, শ্রবণাদি সাধনানুষ্ঠান দ্বারা উৎপন্ন তত্ত্বজ্ঞান কাহার দ্বারা এবং কি প্রকারে প্রবাধিত হইবে যে, তাহার রক্ষার প্রয়োজন? যোগবাশিষ্টে দেখা যায় যে, তত্ত্ববিদ্ রাঘবের চিত্তবিশ্রান্তি অভাবে অর্থাৎ মনোনিরোধ না হওয়ায় সংশয় বিপর্য্যয়াদি উৎপন্ন হইয়া সঞ্জাত-তত্ত্বজ্ঞানকে বিনষ্ট করিবার উদ্যোগ করিয়াছিল, সুতরাং সংশয়াদির দ্বারা উৎপন্ন তত্ত্বজ্ঞান যাহাতে বিনষ্ট না হয়—অবাধে স্থিতি করিতে পারে, তজ্জন্য মনোনিরোধ প্রয়োজন। মনবৃত্তিশূন্য হইয়া নিরুদ্ধ হইলেই উৎপন্ন তত্ত্বজ্ঞান পুরুষে অনায়াসে রক্ষিত এবং অবাধে

স্থিত হইতে পারে, তাই প্রথম "জ্ঞানরক্ষা" বলা হইয়াছে। (২) তপঃ—এখানে তপস্যা শব্দে কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণাদি ব্রত নহে, যেহেতু তত্ত্বজ্ঞানীর পক্ষে তাহার কৃত্য পূর্ণভাবে অসম্ভব। ইন্দ্রিয়াদির সহিত মনের একাগ্রভাবে অবস্থানকে পরম তপস্যা বা যোগ বলে যথা—"মনশ্চেন্দ্রিয়াণাং ঐকাগ্র্যং পরমং তপঃ" আর "ব্রাহ্মণস্য তপঃ জ্ঞানম্"—জ্ঞান লাভই ব্রাহ্মণের তপস্যা। (৩) বিসম্বাদাভাব বিসম্বাদ দ্বিবিধ—নিন্দারূপ এবং কলহরূপ। ক্রোধাদি বৃত্তি-(ভর্জ্জিত বীজবৎ) রহিত জ্ঞানীর সহিত কোন ব্যক্তির কলহ কিম্বা নিন্দারূপবাদ হইবার সম্ভাবনা নাই। স্বরূপসিদ্ধির অব্যবহিত পূর্ব্বসাধন মনোনিরোধ। মনোনিরোধের পূর্ব্বসাধন তত্ত্বজ্ঞান লাভ। এবং তত্ত্বজ্ঞানের পূর্ব্বসাধন শ্রবণাদি অর্থাৎ শ্রবণাদি সাধন দ্বারা প্রথমতঃ সাধকে তত্ত্বজ্ঞান সঞ্জাত হয়। তত্ত্বজ্ঞান জন্মিলেই মনোনিরোধ সুখসাধ্য হয়, অবশেষে মনের নিরোধে সাধকে স্বরূপসিদ্ধি সমধিগত হয়। সাধক তখন আর সাধক নহে—সিদ্ধ। এখন কথা হইতেছে যে, অতি অর্ব্বাচীন শ্রবণাদি-সাধকের--বিবিদিষা-সন্ন্যাসীরই যখন ক্রোধাদি থাকিবার সম্ভাবনা নাই, তখন তাহা হইতে তিন ধাপ উর্দ্ধে অতি উত্তমাধিকারী—স্বরূপসিদ্ধের, জীবন্মুক্তের বা বিদ্বৎ-সন্ন্যাসীর ক্রোধাদির সম্ভাবনা কোথায়? অতএব বলা যাইতে পারে যে, যোগী এবং জ্ঞানীদিগের সহিত সাধারণ জনগণের কলহ কিম্বা নিন্দারূপবাদ হইবার কোনই আশঙ্কা নাই। (৪) দুঃখনাশ—জীবন্মুক্ত বা স্বরূপসিদ্ধযোগী অপরোক্ষানুভূতিদ্বারা স্ব-স্বরূপ

উপলব্ধি করিয়া পুত্রাদির জন্য কিম্বা অপর কোন প্রয়োজন সাধনার্থ স্বীয় শরীরকে কোন প্রকারে উত্তপ্ত বা ক্লিষ্ট করিতে প্রস্তুত হন না, তখন তাঁহার ঐহিক সমুদায় দুঃখের নাশ হয়; যেহেতু তিনি কর্ত্তৃত্বাদি অভিমানশূন্যবলিয়া তাঁহার দেহেন্দ্রিয়াদির দ্বারা যাহা কিছু কৃত হয়, তাহার ফলাফলরূপ পাপ পুণ্যের চিন্তা জনিত দুঃখাদির জন্য তিনি উদ্বেজিত হন না; কারণ তিনি জানেন, সমুদায় কর্ম্মজনিত পাপপুণ্যফল শরীরাভিমানমূলক। ইহাতে তাঁহার আমুষ্মিক বা পারলৌকিক দুঃখের নাশ হয়, সুতরাং ভব নিরুদ্ধ হয়, আর তাঁহার পুনরাগমন বা পুনঃ জন্মলাভ হয় না। (৫) সুখাবির্ভাব—ইহা ত্রিবিধ যথা—(ক) সর্ব্বকামাবাপ্তি (খ) কৃতকৃত্যত্ব এবং (গ) প্রাপ্ত প্রাপ্তব্যত্ব। ব্রহ্মাদি স্থাবরান্ত সর্ব্ব দেহে সচ্চিদানন্দরূপে যে (ব্রহ্ম) চৈতন্য বিরাজিত থাকিয়া সর্ব্ব দেহের কামনা সকলের সাক্ষীস্বরূপে এবং ভোক্তারূপে প্রতীয়মান হইয়া থাকেন,সেই চৈতন্যই "আমি" এবম্বিধ প্রকারে স্বকীয় আত্মার অনুসন্ধানপূর্ব্বক স্বদেহের ন্যায় সর্ব্বদেহের কামভোগাদির সন্দর্শন করিতে পারিলেই স্বদেহে ভোগাদি না করিয়াও সর্ব্ব সাক্ষীস্বরূপে ভোগসিদ্ধ হয়; ইহারই নাম অক মহতত্ব (শ্রোত্রিয়স্য চাকামহর্তস্য)। কাম দ্বারা অভিহত না হইয়াও কামভোগপ্রাপ্তি। সর্ব্বভোগদোষদর্শী তত্ত্ববিদের এবম্বিধ প্রকারে সর্ব্বভোক্তৃত্বসিদ্ধহইয়া সর্ব্বকামাবাপ্তিত্ব এবং প্রাপ্ত প্রাপ্তব্যত্ব সিদ্ধ হয়, সুতরাং কিছুই তাঁহার অপ্রাপ্য থাকে না। বলা বাহুল্য যে, এগুলি কেবল রোচক বাক্যমাত্র নহে এখন—

এই সাধনাবস্থায়, এ ভাবগুলি তোমার উপলব্ধির অবিষয় সত্য, কিন্তু মনোনিরোধ দ্বারা সিদ্ধিলাভ কর, যাথার্থ্য উপলব্ধি করিবে —সত্য বলিয়া বুঝিবে। গণ্ডুষ মাত্র সমুদ্রবারি পানে ভূগোলস্থ ক্ষুদ্র বৃহৎ তাবৎ জলাশয়ের জলপানসাধনবৎ স্বস্বরূপসিদ্ধি সাধন দ্বারা আত্মতত্ত্ব পূর্ণভাবে অবগত হইতে পারিলেই ক্ষুদ্র বৃহৎ যাবতীয় কর্ত্তব্যের সমাধান হইয়া থাকে। পুরুষ তখন কৃত-কৃত্য বা কর্ত্তব্যান্ত হয়। বলা বাহুল্য যে, অন্য কোন প্রকারেই মানব কর্ত্তব্যান্ত হইতে পারে না, কারণ কর্ত্তব্যের সংখ্যা অগণ্য, অসংখ্য, শত জীবনেও তাহাদের সমাধান হয় কি না সন্দেহ, কিন্তু ইহা অবগত হইয়াও, যে ব্যক্তি কেবল কৃত কর্ম্মাদিদ্বারা কর্ত্তব্যান্তে প্রবৃত্ত হয়, সে অত্যন্ত মূঢ়ধী। ভাল, এখন সাধনাদির বিষয় বলা যাক্।

সাধনসম্পত্তির কথা—যে পূর্ত্তিবলে—প্রকৃতির আপূরণে মাটী পাথর হয়, পাথর লোহা হয়, তেলাপোকা কাচপোকা হয়, মানুষ দেবতা হয়, সহজ কথায়, অপূর্ণ (ছয়আনা দশআনার) মানব ক্রমে পূর্ণের দিকে (ষোল আনায়) অগ্রসর হইতে আরম্ভ করে, এক্ষণে সেই সাধনসম্পত্তিরূপ পূর্ত্তির বর্ণনা করা যাইতেছে। বলা বাহুল্য যে, এই সাধনাই সুকৃতি। সামান্য হইলেও তাহা পুরুষকার। এই সাধনাই অনন্ত দুঃখের হ্রাস কারক। এবং অনন্ত সুখের বীজস্বরূপ। এই সাধনাই ধর্ম্ম এবং পরকালের সম্বল। এই সাধনসম্পত্তির মধ্যে সাধনচতুষ্টয় এবং শ্রবণচতুষ্টয়ই প্রধান এবং তত্ত্বজ্ঞানলাভের একান্তউপযোগী। প্রথমতঃ সাধন-

চতুষ্টয়েরই কথা বলা যাইতেছে, কারণ ইহারা সাধকের প্রথমাবস্থার সাধ্য। এ সাধ্য সাধিত বা আয়ত্ত হইলে সাধক পরা বা ব্রহ্মবিদ্যার অধিকারী হয় এবং শ্রবণাদি সাধনে মনোনিবেশ করে। শ্রবণাদির ফল তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইলে ক্রমে আত্মসাক্ষাৎকার হয় এবং মনোনিরোধ অভ্যাস দ্বারা কালে স্ব-স্বরূপ-সিদ্ধি সমধিগত হয়।

সাধন চতুষ্টয়ের কথা—(১) নিত্যানিত্য বস্তু বিচার অর্থাৎ ব্রহ্ম অকৃতবিধায় নিত্য এবং ব্রহ্মাতিরিক্ত তাবৎ পদার্থ (ব্রহ্মাণ্ড) কৃতবিধায় ঘটাদিবৎ অনিত্য, এবম্বিধ নিশ্চিতজ্ঞানের নাম নিত্যানিত্য বস্তুবিচার। (২) 'ইহামূত্রফল-ভোগ-বিরাগ' বর্তমান দেহস্থিতিহেতু শাস্ত্রগনিষিদ্ধ অন্নাদির অতিরিক্ত অর্থাগ্রহণে চিত্তবৃত্তির দাঢ়্যতা। (৩) ষট্‌সম্পত্তি যথা—শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, সমাধান ও শ্রদ্ধা এই ছয়টাতে একটী (ক) শম—যেসকল লৌকিক এবং ব্যবহার শাস্ত্রোক্ত কার্য্যাবলী আত্মজ্ঞানের প্রতিকূল, সুতরাং মুমুক্ষুর নিজ অধিকারের অনুপযুক্তহেতু অফলত্ব এবং ব্যর্থ বলিয়া তাহাদের ত্যাগের নাম শম। অথবা আপনার লক্ষ্য বস্তুতে মনের সংযতাবস্থার নাম শম। (খ) দম—প্রোক্ত প্রকারে অফলত্ব এবং অনুপযুক্তত্ব বুঝিয়া চক্ষুরাদি এবং হস্তপদাদি উভয় ইন্দ্রিয় দ্বারা ব্যবহার শাস্ত্রোক্ত বিষয়াদি ত্যাগের নাম দম অথবা কর্ম্ম এবং জ্ঞান উভয় ইন্দ্রিয়গণকে শব্দাদি বিষয় হইতে পরাবর্ত্তনপূর্ব্বক স্ব স্ব আধারে সংযতভাবে রক্ষা করাকে দম কহে। (গ) উপ-

রতি—বিষয়প্রবৃত্তি একবার নিবৃত্ত হইলে, যাহাতে তাহার আর পুনরাবর্ত্তন না হয়, এবম্বিধ কৃত্য বা অনুষ্ঠানের নাম উপরতি। অথবা বিধিপূর্ব্বক কর্ম্মকাণ্ড পরিত্যাগানন্তর সন্ন্যাস-ধর্ম্ম গ্রহণ বা চতুর্থাশ্রমী হওয়া অথবা বাহ্য বস্তুতে চিত্তবৃত্তির অনাবলম্বনকেই উত্তম উপরতি কহে। (ঘ) তিতিক্ষা—দুঃখমাত্রেই দেহধর্ম্ম বুঝিয়া চিন্তা ও বিলাপ রহিত হইয়া অপ্রতীকারপূর্ব্বক তাহা সহ্য করিতে অভ্যাস করাকে তিতিক্ষা কহে। (ঙ) সমাধান—আত্মলাভের উপযোগী যে শ্রবণাদি তাহাদের বিরোধী নিদ্রাদি নিরোধদ্বারা চিত্তের যে অবস্থান তাহার নাম সমাধান, অথবা নির্ম্মল ব্রহ্মে সর্ব্বদা যে মনেরঅবস্থিতি অর্থাৎ আত্মসংস্থত্ব বা অমনীভাবের নাম সমাধান। (চ) শ্রদ্ধা—গুরু এবং বেদান্তবাক্য সত্যবোধে তাহাতে একান্ত বিশ্বাস। কেবল এই শ্রদ্ধা যথাবৎ অভ্যস্ত হইলে পরম বস্তু লভ্য হয়, তাই বেদে লিখিত আছে "শ্রদ্ধয়া সত্যমাপ্যতে।" (৪) মুমুক্ষুত্ব—সংসার সুখ-দুঃখময়, আত্মলাভ হইতে শ্রেষ্ঠ লাভ আর কিছুই নাই, এবম্বিধ বিচার দ্বারা আত্মলাভার্থ—স্ব-স্বরূপসিদ্ধি সাধনের জন্য আগ্রহাতিশয়। এই ত গেল সাধন চতুষ্টয়ের কথা, এই সাধন চতুষ্টয় অভ্যস্ত হইলে সাধক পরাবিদ্যার অধিকারী হয়। সাধকে তত্ত্বজ্ঞান সঞ্জাত হয় মাত্র। শ্রবণাদি সেই তত্ত্বজ্ঞান লাভের সোপান। সেই শ্রবণ চতুষ্টয়ের কথা এক্ষণে বলা যাইতেছে—

শ্রবণ চতুষ্টয়ের কথা—(১) শ্রবণ—সমগ্র বেদান্তশাস্ত্রে দেহাদিব্যতিরিক্ত অথচ দেহেন্দ্রিয়াদি সকলের পরিচালক স্বপ্রকাশ

চৈতন্যস্বরূপ যে পদার্থ সৎ বা সত্য বলিয়া প্রতিপাদিত হইয়াছে তাহাই ব্রহ্ম—তাহাই তুমি। অহঙ্কারশূন্য এবম্বিধ ব্রহ্মাকার মনোবৃত্তির তাৎপর্য্য বা ফলিতার্থ শ্রোত্রিয় ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুমুখে বিধিপূর্ব্বক শ্রবণ করার নাম শ্রবণ। কেবল কর্ণকুহরে শব্দ প্রবিষ্ট হইলেই শ্রবণ সিদ্ধ হয় না; কারণ কত শত বিষয়ই ত শ্রুত হইতেছ, কিন্তু তাহার কয়টী মনে রাখিয়াছ বল দেখি। বিচার দ্বারা গুরোপদিষ্ট বাক্যের ভাবার্থ জানিতে পারিলে ভ্রান্তি দূর হইয়া শ্রবণ সিদ্ধ হয়। কেবল গুরুর উপদেশ গ্রহণ করিলে বা করিবামাত্রই শ্রবণ সিদ্ধ হয় না—তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয় না। শ্রৌত ইন্দ্র-বিরোচন-সংবাদই ইহার দীপ্যমান প্রমাণ। বেদান্ত অধ্যয়নমাত্রেই আত্মতত্ত্ব অবগত হওয়া যায় না, তাহা হইলে আর ভাবনা ছিল কি? বেদান্তবিদ্ মাত্রেই ব্রহ্মবিদ্ হইয়া যাইত। কাজে তাহা হইতেছে কি? শত শত বেদান্তবিদের মধ্যে একজন ব্রহ্মবিদ্ মেলা ভার।

(২) মননের কথা—শ্রোত্রিয় ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর বাক্য, শ্রুতি এবং স্বীয় অনুভূতি অর্থাৎ উপদিষ্ট বাক্যের সহিত সযৌক্তিক মনের একতা, এই তিন ঐক্য করিয়া শ্রুত বিষয়ে চিত্তের সম্ভাবনা আধান বা আস্থা সংস্থাপন অর্থাৎ যাহা গুরুমুখে শুনিয়াছ, তাহাই যথার্থ সত্য—প্রকৃত বা সার বস্তু, অবশিষ্ট সমুদায়ই অবস্তু—অসার। বিচার দ্বারা সেই উপদিষ্ট বাক্যের তাৎপর্য্যার্থ মনে মনে অনুক্ষণ প্রতীতি বা অবধারণ করার নাম মনন। ইহার পরিপাক ফল একাগ্রতা-বৃদ্ধি-লক্ষণ নিরোধসূচনা বা নিদিধ্যাসন।

(৩) নিদিধ্যাসন—এবম্বিধ শ্রবণ এবং মনন দ্বারা যাহা ধ্রুব সত্য বলিয়া অবধারিত হইল, সেই ব্রহ্মবস্তুতে মনের স্থিরত্ব-সম্পাদন। সহজ কথায়, ঈদৃশ শ্রবণ এবং মননযুক্ত মনকে বৃত্তি আহরণদ্বারা পুনঃ চঞ্চল হইতে না দিয়া—তাহার লয় এবং বিক্ষেপ* অবস্থা রহিত করিয়া তাহাকে অচঞ্চলভাবে রক্ষা করিতে অভ্যাস কর। ঈদৃশ অভ্যাসপ্রভাবে বা পরিপাকে তমোপ্রভব ভ্রান্তিকল্পিত অনাত্ম স্বরূপ অসার স্থূল পদার্থ সমূহ, সহজ কথায়, দৃশ্য জগৎ ক্রমে ক্রমে মিথ্যা বলিয়া প্রতীত হইতে থাকিবে। মন আর তখন তাহা দর্শন করিতে চাহিবে না, সুতরাং গ্রাহ্যাভাব হেতু মন সূক্ষ্মত্ব প্রাপ্ত হয়—মনের জগন্ময়ভাব লুপ্তপ্রায় হয়, কাজেই মনের রজোপ্রভব চাঞ্চল্য বা বিক্ষেপ বিনষ্ট হইয়া মন একাগ্র (এক+অগ্র=শ্রেষ্ঠ বা সত্য) হয় অর্থাৎ এক সত্য-স্বরূপে—চৈতন্যময়রূপে ভাসমান হয়। ইহাই নিদিধ্যাসনের ক্রম। আর ঈদৃশ ক্রমের পরিপাকাতিশয়রূপ অবস্থানন্তরই সাক্ষাৎকার নামে খ্যাত।

(৪) সাক্ষাৎকার—বলিলে চোখে দেখা নহে, কারণ নির-বয়ব ব্রহ্মসম্বন্ধে তাহা পূর্ণভাবে অসম্ভব। তবে মানস-প্রত্যক্ষ বটে। শ্রবণাদি সাধনানুসন্ধান পরিপাকফলে মনের জগৎ-বিকাশ ভাবের অর্থাৎ জগন্ময় মনের প্রবিলয়ে বা তিরোভাবে নিরাখ্যাত বা চিন্ময়মনে অথবা ব্রহ্মলীন বা সত্বাবশিষ্ট প্রশান্ত

---

* মনের চারিটী অবস্থা যথা—লয়, বিক্ষেপ, কষায় এবং সম সবিশেষ ৪র্থ অধ্যায়ে "মনের অবস্থা চতুষ্টয়" দেখ।

মনে যে নিরতিশয় সুখ অনুভূত হইয়া থাকে তাহার নাম সাক্ষাৎকার। বেদান্তশাস্ত্রে এবম্বিধ সাক্ষাৎকারকে কোথায় ব্রহ্মসংস্পর্শ, কোথায় বা অস্পর্শযোগ আখ্যায় আখ্যায়িত করিয়াছেন।

শ্রবণাদির ফল তত্ত্বজ্ঞান—এখানে বলা আবশ্যক যে, এই সাধনচতুষ্টয় এবং শ্রবণচতুষ্টয় সাধনমার্গের একখানি অধিরোহণী * বিশেষ। শমাদি এবং শ্রবণাদি তাহার ক্রম-সোপানাবলী—পর্য্যায়িক ধাপ বা পাদানস্বরূপ। তত্ত্বজ্ঞান লাভ ইহার চরম বা শেষ-সোপান, অধিরোহিণীতে উঠিতে হইলে লোকে যেমন পর্ব্বে পর্ব্বে—ধাপে ধাপে উঠিয়া থাকে, একটী ধাপ ত্যাগ করিয়া তদোর্দ্ধ ধাপে উঠিতে পারে না, উঠিবার চেষ্টা করিলে পতন সম্ভাবনা থাকে। এ সাধনমার্গের অধিরোহণও ঠিক তদ্বৎ। শমের ধাপে উঠিলেই (শম অভ্যস্ত হইলেই) দম স্বতঃই আসিয়া উপস্থিত হয়, কিন্তু শম ছাড়িয়া দমে উঠিতে চেষ্টা করিলে দম লাগিয়া চেষ্টা ত ব্যর্থ হয়ই, অধিকন্তু দমের জন্য পতনেরও সম্ভাবনা থাকে। অতএব বলা যাইতে পারে যে, লৌকিক অধিরোহণীর সোপানাবলীর ন্যায়, ইহারাও পরস্পর আপেক্ষিক, সুতরাং যুগপৎ অভ্যসনীয়। সাধকমাত্রেরই এটী সর্ব্বথা স্মরণ রাখা অবশ্য কর্ত্তব্য। ইহারা তত্ত্ব-জ্ঞানোদয়ের সুকর উপায় বা সহায়, সুতরাং ইহাদের অনভ্যাসে বা অভাবে কদাপি তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইতে পারে না। কথিত আছে যে,

---

* অধিরোহিণী ইত্যপি পাঠঃ।

বিদুর বামদেবাদি ইহজন্মেই সাধন-সম্পত্ত্যাদির অনভ্যাসে—অনুষ্ঠান ব্যতিরেকেই তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন, একথা ধ্রুব-সত্য। বর্ত্তমান সমাজেও এ প্রকার লোক বিরল নহে। জন্মান্তরীন সংস্কারই ইহার কারণ, অর্থাৎ পূর্ব্বজন্মকৃত প্রবল অনুষ্ঠান-সংস্কার পরজন্মে শিশুর স্তন্যপানাভিলাষবৎ বিনা শিক্ষায় স্বতঃই প্রকাশ পাইয়া তাহাদিগকে তত্ত্বজ্ঞানী করিয়াছিল। সুতরাং অভ্যাস বা সাধন ব্যর্থ নহে—সার্থক। কোন এক জন্মে তাহা অবশ্য অনুষ্ঠেয়। অতএব বলা যাইতে পারে যে, নিত্যা-নিত্যবস্তু-বিচারাদি এবং শ্রবণাদি সাধন-সম্পত্তির অনধিগতে কিম্বা অনভ্যাসে বা অভাবে বিবেকের উদয় হয় না। বিবেকের* অনুদয়ে তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয় না এবং তত্ত্বজ্ঞানের অলাভে বাসনা ক্ষয় ও মনোনাশ বা মনোনিরোধ অসম্ভব, সুতরাং এমতাবস্থায় অধিকারীত্বই অপূর্ণ রহিয়া যায়। আর অপূর্ণ অধিকারী কদাপি মুমুক্ষুপদবাচ্য হইতে পারে না। অপূর্ণ অধিকারী এবং অনধিকারী উভয়েরই পক্ষে স্বরূপসিদ্ধি বা জীবন্মুক্তি লাভ অসম্ভব। কেবল সাধন-সম্পত্তিযুক্ত মুমুক্ষুই ইহার একমাত্র অধিকারী।

তত্ত্বজ্ঞানের কথা—উপরে যাহা যাহা বর্ণিত হইল, তদ্দারা আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতেছি যে, স্ব-স্বরূপসিদ্ধি সাধন বা জীব-

---

* "বিবেকো নাম বিভজ্য নিশ্চয়ঃ" অর্থাৎ পঞ্চভূতাত্মক পদার্থ-মাত্রেই ব্যবহার কালে উপাধি বা শরীর বশাৎ ভিন্ন এবং সত্যবৎ বোধ হইলেও উপাধি বিশ্লেষে তাহারা অনিত্য এবং মিথ্যা বলিয়া প্রতীয়মান হয়, এক কথায় ভেদজ্ঞান মিথ্যা, এবাম্বধ নিশ্চিত জ্ঞানের নাম বিবেক।

মুক্তির জন্য অধিকারী মাত্রেরই এই দ্বিবিধ ক্রম পর্য্যায়িক সাধন সমকালীন বা যুগপৎ অনুষ্ঠেয় বা অভ্যসনীয়, যথা তত্ত্বজ্ঞান এবং মনোনিরোধ। তত্ত্বজ্ঞানের সাধন শ্রবণাদি এবং মনোনিরোধ বা নাশের সাধন যোগ এবং জ্ঞান বা সম্যক্‌দর্শন। সহজ কথায়, অধিকারী প্রথমতঃ শ্রবণাদি-সাধন অভ্যাস দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান লাভ পূর্ব্বক অল্পে অল্পে মনোনিরোধ অভ্যাস করিবে এই মনোনিরোধের পরিপাক-ফলই স্বরূপসিদ্ধি বা জীবন্মুক্তি। সবিশেষ "মনোনিরোধ স্বরূপ নির্ণয়" ৪র্থ অধ্যায় দেখ। এখন দেখা যাক্‌ তত্ত্বজ্ঞান কাহাকে বলে। রূপ রসাদিময় জগৎ মায়িক—মিথ্যা সুতরাং অবস্তু—অসার। ইহার অধিষ্ঠান সত্তা আত্মাই একমাত্র বস্তু—সার পদার্থ। এবম্বিধ নিশ্চিত বোধের নাম তত্ত্বজ্ঞান। তত্ত্বজ্ঞানোদয়ে সাধকের বোধ হয় যে, সচ্চিদানন্দময় অদ্বয় ব্রহ্মই একমাত্র বস্তু, অবশিষ্ট নামরূপাত্মক জগতাভিধেয় সমুদায়ই অবস্তু। এ বোধ বা প্রতীতি কেবল প্রতীতিমাত্র হইলে চলিবে না। ইহা কার্য্যে পরিণত হওয়া আবশ্যক। তত্ত্বজ্ঞানের অবাধ স্থিতির জন্য তদ্বৎ অনুষ্ঠান করিতে হইবে, অর্থাৎ উৎপন্ন তত্ত্বজ্ঞানের সঙ্গে অল্পে অল্পে মনোনিরোধের জন্যও প্রয়াস পাইতে হইবে। তত্ত্বজ্ঞানের অবাধ স্থিতি লাভ না হইলে, অর্থাৎ মন চঞ্চল থাকিলে "এজগতে নানা সত্য নহে, একই সত্য" কেবল মুখে এ কথা বলিলে কোন কালেও কিছু ফলোদয় হইবার সম্ভাবনা নাই। কেননা, রূপরসাদিময় জগৎ অন্তরে (মনে মনে) সত্য বলিয়া বোধ থাকায়, প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে তাহাদিগের

সহিত ইন্দ্রিয়াদির সংযোগে তোমার ইচ্ছা না থাকিলেও তোমার চঞ্চল মনে বৃত্তি আহিত হইবেই হইবে—মন বহু-সত্য-গ্রহণে পরিপুষ্ট হইবে। সাধ্য কি যে তুমি সে গতি নিরুদ্ধ কর? কাষ্ঠ প্রদানে বহ্নিজ্বালা যেমন নিবৃত্ত না হইয়া উত্তরোত্তর সম্বর্দ্ধিত হয়, মনও তদ্বৎ ইন্দ্রিয়াদির সহায়ে পুনঃপুনঃ বিষয় গ্রহণ করিয়া পরিপুষ্টবৃত্তিক বা স্থূল হইয়া থাকে। যেমন বায়ু-সঞ্চালিত দীপালোকে অধ্যয়ন করা যায় না, এবং মণিমুক্তাদির লক্ষণও অবগত হওয়া যায় না; যেমন স্থূল খণিত্রাদির দ্বারা সূচীবৎ ছিন্ন বস্ত্র খণ্ডের সংযোজন অসম্ভব, সেই মত বহু সত্যে পরিপুষ্ট-বৃত্তিক স্থূল মনের দ্বারা অর্থাৎ বহু সত্যভাবে ভাবিত মনে এক সত্য ধারণা করাও তদ্বৎ অসম্ভব। এবম্বিধ প্রকারে বহু সত্য-ভাবে ভাবিতমনা সাধক "এ সংসারে নানা সত্য থাকে, একই সত্য", কেবল মুখে এ কথা বলিলে "যজমান প্রস্তরবৎ" দুইটী প্রত্যক্ষ বিরুদ্ধ পদার্থের উচ্চারণ ন্যায়ে সাধকের আচরণ মুখে এক এবং মনে আর হওয়ায়, সাধক যত বড় বেদান্তবিদ্‌ই হউন না, কদাপি তাঁহার তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইতে পারে না, এবং তত্ত্ব-জ্ঞানের অলাভে অদ্বিতীয় ব্রহ্মতত্ত্বের উদয় হয় না, এবং ব্রহ্মতত্ত্বের অনুদয়ে বা অজ্ঞাতে কামাদি বাসনার নিমিত্তভূত মিথ্যা দৃশ্য বা জগতের সত্যত্ব প্রতীতিরূপ যে ভ্রম বা মিথ্যাজ্ঞান তাহা নষ্ট হয় না, অর্থাৎ দৃশ্য সত্য বলিয়া বোধ থাকায় বাসনারও ক্ষয় হয় না। সুতরাং "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন" রূপ গলাবাজীই স্যার হয়। ফল—স্বরূপসিদ্ধির অলাভ—পুনঃ পুনঃ জনন এবং মরণ। বলা

বাহুল্য যে, বার্ত্তমানিক প্রায় তাবৎ বেদবেদান্তবিদের অবস্থাই এইমত। শতেক বেদান্তবিদের মধ্যে একজন ব্রহ্মবিদ্ মেলা ভার।

প্রতিবন্ধ ত্রয়ের কথা—এখানে বলা আবশ্যক যে, সাধন-মাত্রেই অনুকূল এবং প্রতিকূল উভয়াত্মক। এ যাবৎ অনুকূল সাধনের কথাই বলা হইল। এক্ষণে প্রতিকূল সাধন বা প্রতি-বন্ধের বিষয় বলা যাইতেছে। স্বরূপসিদ্ধিতে বা জীবন্মুক্তিতে প্রতিবন্ধবাহুল্য প্রত্যক্ষসিদ্ধ, তাহাতে বোধ হয় কাহারও সন্দেহ নাই। বিচার দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান লাভ বা স্ব-স্বরূপ উপলব্ধি হইলেও প্রতিবন্ধ দূর না হওয়ায় পুরুষে সে জ্ঞান প্রতিফলিত হয় না—স্থিতিলাভ করে না। ভূত, ভবিষ্যৎ এবং বর্ত্তমান ভেদে এই প্রতিবন্ধ ত্রিবিধ যথা—

অতীত প্রতিবন্ধ এবং সাধনঅলব্ধ সাধকেরকথা—ভূত বা অতীতকালের যে কৃতকর্ম্মের সংস্কার বর্ত্তমানে সূক্ষ্মাকারে মনোমধ্যে স্ফূর্ত্তি পাইয়া স্বরূপসিদ্ধির অন্তরায় হইয়া থাকে তাহার নাম অতীত প্রতিবন্ধ, যেমন উপভুক্ত কামিনীবিষয়ক রাগ। এই রাগ শব্দের অর্থ উপভুক্ত সুখানুস্মৃতি এবং দুঃখানু-স্মৃতির নাম দ্বেষ। লোকে সচরাচর দেখা যায় যে, সুখ হউক বা দুঃখ হউক, ভোগ হইয়া যাওয়ার পরও তত্তৎ পদার্থে রাগাদি থাকিয়া যায়, তাহার কারণ কি? কারণ 'ভোগাভ্যাস জনিত স্মৃতি বা সংস্কার। এই স্মৃতিই সেই উপভুক্ত পদার্থকে মনে জাগরূক করিয়া দেয়। কিন্তু ভোগ ত দূরের কথা, যাহা কখনও দৃষ্ট হয় নাই, শ্রুত হইবামাত্র সে পদার্থ বা বিষয়েও জীবের রাগাদি

হইতে দেখা যায় কেন? ইহার কারণ কি? কারণ, পূর্ব্ব জন্মে সেই বিষয় উপভোগ জনিত সঞ্চিত সংস্কারের স্ফূর্ত্তি। বর্ত্তমান জন্মে ঈদৃশ স্ফূর্ত্তি-প্রাবল্যে সাধক বিক্ষিপ্ত চিত্ত হয়, কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়ে? অনেক সময় সাধককে সাধন পথ হইতে বিভ্রষ্ট হইতেও দেখা যায়। বলা বাহুল্য যে, রাগজনিত এবম্বিধ বিক্ষেপ তাহার সাধন মার্গের সমূহ অন্তরায়। এখন কথা হইতেছে যে, এমতাবস্থায় সাধকের কি করা কর্ত্তব্য? উপভুক্ত বিষয় পুনঃ ভোগ করিবার জন্য এবম্বিধ তীব্র রাগাদি উপজিত হইলে, সাধক তদ্‌বিক্ষেপ নিবারণার্থে তাহার মনকে হঠাৎ উপভোগ্য বিষয় হইতে বিচালিত কিম্বা বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিবেন না, কিয়ৎকাল নিবৃত্ত (neutral) থাকিবে এবং পুনঃ পুনঃ ভোগ্য বিষয়ের দোষাদি দর্শন, শাস্ত্রসিদ্ধ অদ্বৈত ব্রহ্ম-তত্ত্বের অনুস্মরণ এবং ভোগ্য বস্তুর অদর্শন ইত্যাদি প্রকারে বিচার করিতে থাকিবেক ; প্রবল ইচ্ছা হইলে বিচার সহিত * উপভোগ্য বস্তুর সাময়িক দর্শনাদিও করিতে পারে। এবম্বিধ আচরণে

---

* এখানে বলা আবশ্যক যে, যেমন বন এবং উপবন কিংবা নগর এবং উপনগর এক নহে—ভিন্ন। উভয়ে কিছু পার্থক্য আছে, সেইমত ভোগ এবং উপভোগ এক নহে—ভিন্ন। উভয়ে কিঞ্চিৎ বিশেষ আছে। বিচার রহিত পশ্বাদিবৎ ভোগের নামই উপভোগ, ইহাতে কদাপি তৃপ্তি হয় না। আর সবিচার হইলেই তাহাকে ভোগ বলে। আবশ্যক হইলে তৃপ্তির জন্য সাময়িক সবিচার ভোগই শ্রেয়। শাস্ত্রে ভোগের পরিবর্ত্তে "উপভোগ" শব্দের প্রয়োগ এই জন্যই হইয়াছে।

কালে রাগ বা বাসনা ক্ষয়ানন্তর মন আপনিই পুনঃ সাধনোন্মুখী বা প্রত্যকপ্রবণশীল হইবে, তাহাতে আর অনুমাত্র সন্দেহ নাই। ইহাকে মনের কষায় অবস্থা বলে। সূক্ষ্মদর্শনে ইহা বিক্ষেপেরই অন্তর্গত। সবিশেষ "মনের অবস্থা চতুষ্টয়"৪র্থ অধ্যায় দেখ। এখন এমন কথা বলিতে পার যে, দীর্ঘকাল ধরিয়া এমন কি দেহান্ত পর্য্যন্ত যদি উক্তবিধ রাগ বা বাসনা ক্ষয় না হয় তাহা হইলে উপায় কি? গত্যন্তর নাই। সে জন্মের সাধনের সেই স্থানেই ইতি দিতে হয়। এ প্রকার ঘটনাও বিরল নহে। অনেক সাধকই এইমতে অলব্ধসাধন হইয়া শেষে হা হতোস্মি করিয়া মৃত হয়।

ভবিষ্যৎ প্রতিবন্ধ এবং যোগভ্রষ্টের কথা—জীবের জীবিতাবস্থায়, বর্ত্তমান জীবনে কৃত তাবৎ কর্ম্মসংস্কার দেহান্তকালে একভবিক * হইয়া অর্থাৎ একই জন্মের কারণ হইয়া জীবকে

* (১) একটী কর্ম্ম একটী জন্মের কারণ হইতে পারে না, কেননা জন্ম গ্রহণ হইতে অসংখ্য কর্ম্ম কৃত হওয়ায় দেহান্তকালে তাহাদের ফলক্রমবিনিশ্র হেতু নিয়মিত হইতে পারে না, আর এপ্রকার হইলে কোন কালেও জীবের মুক্তি হয় না। সুতরাং ইহা অযুক্ত। (২) একটী কর্ম্ম অনেক জন্মেরও কারণ হইতে পারে না, কেননা, তাহা হইলে অবশিষ্ট কৃতকর্ম্মের বিপাক বা ফলোন্মুখতায় কালের বা সময়ের অভাব প্রসক্তি হয়, সুতরাং ইহাও অযুক্ত। (৩) অনেক কর্ম্ম অনেক জন্মেরও কারণ হইতে পারে না, কেননা, অনেক জন্মের যুগপৎ উৎপত্তি অসম্ভব। উৎপত্তি ক্রমপর্য্যায়েই হইয়া থাকে। সুতরাং ইহাও সদোষ।

দেহান্তর গ্রহণ করায়। সেই জন্মারম্ভক সংস্কার নূতন দেহে স্বরূপসিদ্ধির অন্তরায় হয় বলিয়া তাহাকে ভবিষ্যৎ প্রতিবন্ধ বলে। বামদেব ঋষির একই জন্মে এবং জড়ভরতের ক্রমান্বয়ে তিন জন্মে, এই ভবিষ্যৎ প্রতিবন্ধ পরিক্ষীণ হইয়া,তবে স্বরূপসিদ্ধি সমধিগত হইয়াছিল। অতএব বলা যাইতে পারে যে, যে কার্য্য স্বরূপসিদ্ধির অনুকুল নহে, প্রতিকুল বা প্রতিবন্ধ স্বরূপ, তাহা (বিধিপ্রতিষেধমূলক শাস্ত্রোক্ত) ধর্ম্মকার্য্য হইলেও, স্বরূপসিদ্ধি সাধনেচ্ছু কদাপি তাহার অনুষ্ঠান করিবে না, যেহেতু তাহা তত্ত্ব-জ্ঞানের বিস্মারক সুতরাং বন্ধের কারণ স্বরূপ, তবে কথা কি যে, তত্ত্বজ্ঞান কোনকালেও নিষ্ফল বা ব্যর্থ হইতে পারে না। একজন্মে না হউক, প্রতিবন্ধ পরিক্ষীণ হইবামাত্রেই তাহা সাধকে প্রতিফলিত হইবে, এবং যথাকালে তাহা মুক্তি বা সিদ্ধিফল প্রসব করিবেই করিবে। তাহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। ভাল, একটা লৌকিক দৃষ্টান্ত দিতেছি শুন, বিষয়টী সহজগম্য হইবে। মনে কর, তুমি রেলগাড়ীতে বর্দ্ধমান হইতে কাশী যাইতেছ, মধ্যপথে বৈদ্যনাথ দেখিবার জন্য অবতরণ করিলে, বৈদ্যনাথ দেখার পর, তথা হইতে কাশী দর্শনার্থ যাত্রা করিবে কি বর্দ্ধমানে ফিরিয়া আসিয়া তথা হইতে যাত্রা করিবে? আরম্ভ

---

(৪) অতএব বলা যাইতে পারে যে, জীবের আমরণ তাবৎ কৃতকর্ম্ম দেহান্তকালে একভাবিক অর্থাৎ এক জন্ম সঞ্চিত হইয়া একই জন্মের উৎপত্তি করে। সবিশেষ "জীবতত্ত্ব বিবেক"—কর্ম্মতত্ত্ব এবং আয়ুতত্ত্ব ২০০-২১৪ এবং ২৮৮ ২৯০ পৃষ্ঠা দেখ।

হইতে যতটুকু পথ অতিক্রম করিয়াছ, তাহার পর (বৈদ্যনাথ) হইতেই যাত্রা করিবে নিশ্চিত। সাধন রাজ্যের ব্যবস্থাও ঠিক এইমত। তুমি স্বরূপসিদ্ধির জন্য জন্মান্তরে যতটুকু সাধন করিয়া আসিয়াছ, যেমন লব্ধভূমিক হইয়াছ, বর্ত্তমান জন্মে তাহার পর ভূমি হইতেই আরম্ভ হইবে। কদাপি প্রথম ভূমি হইতে নহে। কেন না, অনুষ্ঠান ফল ব্যর্থ হয় না। সাধক সাধন করিতে করিতে, যদি কোন বহির্ব্যাপারে আকৃষ্ট হইয়া সাধন হইতে বিরত হয়, কিম্বা লব্ধভূমিক (অর্থাৎ স্বরূপসিদ্ধি-সাধনে সিদ্ধ) হইবার পূর্ব্বেই দেহত্যাগ হইয়া যায়, তবে পরজন্মে জন্মান্তরীণ সাধনফলস্বরূপ বুদ্ধিযোগ প্রাপ্ত হয় এবং যোগ বা স্বরূপসিদ্ধি বিষয়ে অধিকতর যত্ন করে, বলা বাহুল্য যে, পূর্ব্ব জন্মকৃত সাধনাভ্যাস তাহাকে বিষয় সুখ হইতে পরাবৃত্ত করিয়া স্বরূপসিদ্ধি-নিষ্ঠ করিয়া তুলে। ইনিই যোগভ্রষ্ট নামে অভিহিত। যোগভ্রষ্টের লব্ধফল ব্যর্থ হয় না।

বর্ত্তমান-প্রতিবন্ধ এবং বিষয়ানন্দ ও ব্রহ্মানন্দের কথা—বর্ত্তমান প্রতিবন্ধ আবার চারিভাগে বিভক্ত যথা—(ক) বিষয়াশক্তি (খ) মন্দবুদ্ধি (গ) কুতর্ক এবং (ঘ) বিপর্য্যয় অর্থাৎ মিথ্যা বিষয়ে দৃঢ় অভিনিবেশ। ইহাদের মধ্যে বিষয়াশক্তিই প্রধান। অবশিষ্টগুলি এই বিষয়াশক্তিরই অন্তর্নিবিষ্ট,—অবান্তর ব্যাপার বিশেষ। প্রথমতঃ দেখা যাক্ বিষয় কি? ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ এবং ব্যোম এই পঞ্চমহাভূতের পঞ্চগুণধর্ম্ম যথা গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ এবং শব্দ ইহাই বিষয়, সুতরাং বিষয় বলিলে, এই

পরিদৃশ্যমান প্রপঞ্চকেই বুঝায়। টাকা, কড়ি, জমিদারী ইত্যাদি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয় এই বিশাল জগৎ বিষয়েরই অন্তর্গত। ঈদৃশ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়াশক্তি-পরিবর্জ্জিত ব্যক্তি প্রকৃত বিষয়ত্যাগী নহে, তবে সে প্রবৃত্তির প্রান্তবিন্দু ত্যাগে—নিবৃত্তিতে উপনীত হইবার আয়োজন অভ্যাস করিতেছে মাত্র, প্রকৃত বিষয়ত্যাগী কে? তাহা বলি শুন। তত্ত্বজ্ঞানোদয়ে মনের নিরোধে তত্ত্বজ্ঞানের স্থিতি হেতু জগৎ মিথ্যা বলিয়া প্রতীয়মান হয়, তখন আর মনে জাগতিক সংস্কার—পদার্থাদিবিষয়কবৃত্তি নূতন করিয়া আহিত হয় না, যাহা থাকে তাহাও ক্রমে নির্ধৌত হইয়া যায়, সুতরাং তোমার জগন্ময়-মন তখন চিন্ময়রূপে প্রকাশ পায়—মন বিষয় পরিশূন্য হয়। ভবনিরোধ হয়। ইহারই নাম বিষয় ত্যাগ। তখন তোমার বোধ হইতে থাকে যে, নামরূপাত্মক এই বিশ্ব তোমার বাহিরে, তাহারা বিষয়, তুমি বিষয়ী, তাহারা জ্ঞাত, তুমি জ্ঞাতা, তাহারা কর্ম্ম, তুমি কর্ত্তা। অতএব সিদ্ধ হইতেছে যে, স্বরূপসিদ্ধি সমধিগত বা জীবন্মুক্ত পুরুষই প্রকৃত বিষয়ত্যাগী—অন্যে নহে বা হইতে পারে না। যিনি ব্রহ্মকে ঈদৃশ বিষয় ব্যতিরিক্ত বলিয়া জানিয়াছেন, তাঁহারই স্বরূপসিদ্ধি বা জীবন্মুক্তি সমধিগত হইয়াছে। ব্রহ্মানন্দ বা ভূমা (অপরিচ্ছিন্ন নিত্য) সুখ কেবল তাঁহারই ভোগ্য, আর যে ব্যক্তি তদ্বিপরীত বুঝিয়াছে, অর্থাৎ বিষয়ে বা জগতে নিমগ্ন থাকিয়া মেথরগিরি হইতে সচিবগিরিরূপ জাগতিক তাবৎ ব্যাপার সম্পাদন পূর্ব্বক স্বল্প এবং অনিত্য বিষয়ানন্দ উপভোগ করিয়া ব্রহ্মজ্ঞানে জ্ঞানী হইতে

—স্বরূপ সিদ্ধি বা জীবন্মুক্তি সমধিগত করিতে প্রয়াস পাইয়া থাকে সে নিতান্ত মূঢ়ধী। সমুদায় আনন্দের আধার সেই ব্রহ্মানন্দ কদাপি তাহার লভ্য নহে। যেহেতু, সে বিষয়-অত্যাগী। জগতে নিমগ্ন—জাগতিক বাসনায় তাহার মন পরিপূর্ণ।

বিষয়ানন্দ ব্রহ্মানন্দ হইতে ভিন্ন নহে—বস্তুতঃ এক—আত্মা যদি মনুষ্যের নিকট পূর্ণমাত্রায় প্রকাশ পাইত,তবে তাহার বিষয়-স্পৃহারূপ প্রতিবন্ধ থাকিত না। আত্মানন্দেই সে বিভোর হইয়া থাকিত, বিষয়-স্পৃহা বা বিষয়ানন্দ তাহার আদৌ থাকিত না। কোহিনুর হস্তে পাইলে কে অন্য ধনের প্রয়াসী হয়? বোধ হয় কেহই না। তবে কথা কি যে, অদৃষ্টে থাকিলে ত? প্রবাদ আছে যে, দরিদ্র পথিক পথ চলিতে চলিতে ঠিক্ পথিনিপতিত টাকার থলির নিকট গিয়া অন্ধভাণে বা অন্ধসাজিয়া তাহা অতিক্রম করিয়া চলিয়া গিয়াছিল। প্রায় লোকমাত্রেই দুই নৌকায় পা দিয়া রহিয়াছে। বিষয়ানন্দ এবং ব্রহ্মানন্দ উভয়ই তাহাদের যুগপৎ অভিপ্সীত। কিন্তু তাহা কি সম্ভবে? ইহা শ্রুতি এবং যুক্তি বিরুদ্ধ কথা। তুমি পৃথিবীতে অবস্থিত হইয়া কদাপি পৃথিবীর ঘুরণ দেখিতে পাও না, তাহা দেখিতে হইলে, তোমার গ্রহান্তরে যাওয়ার আবশ্যক। এইমতে জগতে মজিয়া, জাগতিক বা বৈষয়িক বাসনায় পরিপূর্ণ-মানস হইয়া জগৎ বা বিষয়াতিরিক্ত ব্রহ্মানন্দ কি কখন লভ্য হইতে পারে? কখনই না।· তবে এখানে এ কথা বলা আবশ্যক যে, বিষয়-সুখ ব্রহ্মানন্দের লেশ.মাত্র। একটী পরিচ্ছিন্ন, অপরটী অপরিচ্ছিন্ন।

পরিচ্ছিন্ন বিষয়সুখ অপরিচ্ছিন্ন ভূমাসুখ হইতে বস্তুতঃ ভিন্ন পদার্থ নহে। বিষয়সুখ-স্বরূপ বা ভূমা-সুখের দ্বার-স্বরূপ। বিষয়রূপ দ্বার দিয়া স্বরূপের ছুটা বাহির হয় মাত্র। বদ্ধ বা বিষয়ী তাহা বুঝিতে পারে না। সে বিষয়োপভোগ করিয়া মনে করে যে, উপভুক্ত বিষয়েই বুঝি সুখ দিল। বাস্তবিক তাহা নহে। সুখ দিলেন সুখময়-আত্মা। একটু প্রণিহিত চিত্তে—স্থিরভাবে বিচার করিয়া দেখিলেই আমাদের এ কথা-গুলির তাৎপর্য্যার্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে। ভাল, সংক্ষেপে বলি শুন, একটী বিষয়সুখ উপভোগ কালে তোমার মনে বিষয়া-ন্তরের স্মৃতি উদিত হইতে পারে না। উদয়ের অবকাশাভাব হয়, যেহেতু একমনে যুগপৎ —একই সময়ে, দুইটী বিষয় কদাপি উপভুক্ত হইতে পারে না। ইহা যুক্তি বিরুদ্ধ কথা। শতপত্র-ভেদ ন্যায়ই ইহার দীপ্যমান প্রমাণ। বিষয়োপভোগ কালে মন নিরুদ্ধবৎ হয় এবং ক্ষণকালের জন্য পরিণাম বা বিক্ষেপশূন্য হইয়া, তোমার অজ্ঞাতসারে স্থিরভাবে তাহার স্বরূপে—পরমাত্মায় অবস্থান করে, সহজ কথায়, তোমার জগন্ময়-মন (অহং বা পরিচ্ছেদাভিমানাত্মকচিৎ) তখন চিন্ময় হইয়া যায়, তাই সুখময়-আত্মার প্রকাশে সুখ অনুভূত হইয়া থাকে, এবং স্বীয় সম্মুখস্থ দর্পণে মুখপ্রতিবিম্ববৎ উপভুক্ত বিষয়রূপ দর্পণদ্বার দিয়া সুখময় আত্মচ্ছটা বাহির হয়। অতএব সিদ্ধ হইল যে, আত্মার স্বরূপাবস্থা বা তোমার অশরীরি চিন্ময় রূপই স্বরূপ সুখের উৎস। বিষযসুখ সেই উৎসের মৃদু বা কণপ্রবাহ

মাত্র। তোমার স্বরূপরূপ (দেহেন্দ্রিয়াদি রূপ) দ্বার দিয়া প্রবাহিত হইয়া থাকে।

ভোগে ভয় অভোগে অভয়। ইহা সর্ব্বজনবিদিত কথা—বদ্ধ বা অনিরুদ্ধমনা ভোগী বিষয় সুখোপভোগে যৎকথঞ্চিৎ পরিতৃপ্ত হইয়াই আপনাকে অন্ততঃ তৎকালের জন্য কৃতকৃত্য মনে করিয়া থাকে। বাস্তবপক্ষে, বিষয় বা সাংসারিক সুখ পরিণাম, তাপ এবং সংস্কার এই ত্রিবিধ দুঃখবিজড়িত, সুতরাং বিষয়সুখভোগ জনিত সংস্কারও দুঃখপ্রদ অপিচ, বৈষয়িক সুখভোগকালে ও ভবিষ্যৎ দুঃখের ভয়ে সকলকেই অল্প বিস্তর ভীত ও চকিত থাকিতে হয়। অতএব বলা যাইতে পারে যে বদ্ধ বা বিষয়ী বৈষয়িক সুখকে সুখ বলিয়া মনে করিলেও মুমুক্ষুর পক্ষে তাহা হেয় এবং বিষমিশ্রিত অন্নবৎ পরিত্যজ্য। পক্ষান্তরে, দ্বৈত বা দুই জ্ঞানই দুঃখ বা ভয়ের কারণ এবং অদ্বৈত বা এক জ্ঞানই অভয়ের কারণ, জগৎ দ্বৈতাদ্বৈতময় সুতরাং ভয়াভয়ের কারণ, আর যাহা তদ্‌বিমুক্ত তাহাই অভয়। ব্রহ্মই একমাত্র অভয়। আর ভয় কোথায় নাই! বিষয়মাত্রেই ভয়-সঙ্কুল। ভোগে রোগভয়। কুলে চ্যুতিভয়। বিত্তে চৌরভয়। মানে দৈন্য-ভয়। বলে রিপুভয়। রূপে ব্যাধিভয়। শাস্ত্রে বাদিভয়। কায়ে যমভয়। জগতে ভয় শূন্য স্থান বা বিষয় কোথায়? ব্রহ্ম বস্তুই একমাত্র অভয়। অতএব বলা যাইতে পারে যে, ভোগে ভয় এবং অভোগে অভয়। মুমুক্ষুর ইহা সর্ব্বদা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য।

বিষয়ী বা বদ্ধের কৃতকৃতত্ব—সংসারস্থ বদ্ধ বা বিষয়ী মাত্রেই জন্মান্তরীন অজ্ঞানসংস্কার প্রাবল্যে গৌণ বা সংসার-মুখীন কর্ম্মাদি জনিত অস্থির বা অনিত্য সুখোপভোগকেই পরম ঈপ্সীততমের সমাগমরূপ স্বরূপ সুখের বা ব্রহ্মানন্দের উৎস বা নিত্য সুখ মনে করিয়া—পরমশ্রেয় ভাবিয়া, তাহাতেই নিমগ্ন থাকে এবং স্বীয় যোগ্যতানুসারে কৃষি, বাণিজ্য এবং সেবাদি বিবিধ ব্যাপারে নিযুক্ত থাকিয়া ধন, মান এবং যশ ইত্যাদি অর্জ্জন পূর্ব্বক বিবিধ কর্ত্তব্যের সমাধান দ্বারা আপনাকে কৃতার্থমন্য মনে করে, প্রকৃতপক্ষে, পরমার্থতঃ সে অকৃতকৃত্যই রহিয়া যায়। এবং মাংসশূন্য শুষ্কঅস্থ্যাবলেহী কুকুরবৎ প্রবঞ্চিত হইয়া থাকে। যেমন মলিন দর্পণে মলাদি প্রতিবন্ধ বশতঃ তাহাতে কোন পদার্থই প্রতিবিম্বিত হইতে পারে না, হইলেও তাহা অত্যন্ত অস্ফুট, সেই মত এই বদ্ধ বা বিষয়ীদিগের চিত্ত বিষয়ানুরাগে সর্ব্বদা অভিভূত হেতু ইহাদিগকে তত্ত্বজ্ঞানের কিম্বা স্বরূপসিদ্ধির উপদেশ প্রদান করিলেও, ইহাদের জ্ঞানের আবির্ভাব হয় না, হইলেও তাহা বিদ্যুৎ ঝলকবৎ ক্ষণস্থায়ী। তন্মুহূর্ত্তেই ইহারা অভ্যাসবশাৎ নিজ নিজ অভিপ্সীত ব্যাপারে প্রধাবিত হয়। অতএব তাত, কেবল তুচ্ছ বিষয়ানন্দে মজিয়া তাহাকেই সার ভাবিয়া দুর্ল্লভ মনুষ্য জন্মকে গবাদিবৎ অতিবাহিত করিতেছ কেন? উঠ, শ্রোত্রীয় ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর নিদেশানুসারে মনকে বৃত্তি বিরহিত করিয়া নিরুদ্ধ করিতে শিক্ষা কর। তন্নিরোধে কি প্রকার বিমলানন্দ অনুভূত হইয়া থাকে তাহা একবার বুঝ,

এবং বুঝিয়া দেহে প্রাণ থাকিতে থাকিতে, তদনুষ্ঠানে মনোনিবেশ কর। জন্মসাফল্য লাভ কর। কর্ত্তব্যান্ত হও। বলা বাহুল্য যে, মনোনিরোধাভ্যাস দ্বারা স্বরূপসিদ্ধি সমধিগত ব্যতীত এ সংসারে কৃতকৃত্য হইবার আর দ্বিতীয় পন্থা নাই। যেহেতু, কর্ত্তব্যের সংখ্যা অগণ্য---অসংখ্য, এক জীবনে কি, শত জীবনের কৃত্য দ্বারা তাহার সমাধান অসম্ভব। সবিশেষ ২১ পৃষ্ঠা দেখ।

(খ) মন্দ বুদ্ধি—যেমন ঊর্দ্ধবিচরণশীল বায়ু পার্থিব জলে তরঙ্গ উৎপাদন করিতে পারে না, সেইমত গুরুমুখে বা শাস্ত্রমুখে বেদান্তাদির উপদেশ মন্দবুদ্ধি ব্যক্তির হৃদয়স্পর্শ করিতে পারে না। বাক্যস্ফূর্ত্তিপ্রায় বাহ্য বায়ুতেই বিলীন হইয়া যায়। সহজ কথায়, উচ্চ উপদেশ মন্দবুদ্ধি ব্যক্তির পক্ষে নিরর্থক। যেমন দূষিত মৃত্তিকায় বীজ বপন করিলে, ভাগ্যবলে বীজের অঙ্কুর উৎপাদন হইলেও, তাহা যেমন বীজানুরূপ হইতে পারে না, সেইমত দূষিত বা অকৃষ্ট-চিত্তে—বিবিধ-বৃত্তিযুক্তে বহু সত্য-ভাবে ভাবিত স্থূলমনে সদুপদেশ প্রদান করিলেও উপদেশানুরূপ জ্ঞান সমুৎপন্ন হয় না, সুতরাং তাহা নিরর্থকই বলিতে হয়।

(গ) কুতর্ক—শ্রুত্যানুসারিণী মার্গ অবলম্বন না করিয়া স্বকীয় সসীম বুদ্ধি দ্বারা অসীম অতর্ক্য এবং অচিন্ত্য বিষয় সকলের মীমাংসার জন্য শুষ্ক বাক্য যোজনা করার নাম কুতর্ক।

বিপর্য্যয় এবং তাহার অদ্ভুত প্রভাবের কথা---(ঘ) বিপর্য্যয়*—

* 'বিপর্য্যয় এবং সংশয় দুই মিথ্যা জ্ঞানের দ্যোতক হইলেও, উভয়ে কিঞ্চিৎ পার্থক্য আছে যথা—"এটা হাঁ কি না" এবম্বিধ অনিশ্চিত মিথ্যা

আত্মাতে অনাত্ম ধর্ম্মের আরোপ করিয়া যুক্তি ব্যতীত তাহাতেই আস্থাবান হওয়ার নাম বিপর্য্যয়। সহজ কথায়,বিপর্য্যয় শব্দে মিথ্যা জ্ঞান,মিথ্যা-বিষয়ে দৃঢ় অভিনিবেশ,যেমন দেহে আত্মবুদ্ধি। প্রপঞ্চে বা জগতে সত্যত্ব জ্ঞান ইত্যাদি। ইহার অপর পর্য্যায় বিপর্য্যাস। এ বিষয় সহজে বোধগম্য হইবার জন্য পৌরাণিক ঋভূ নিদাঘ সংবাদ নিম্নে সংক্ষেপে বিবৃত করা গেল। ব্রহ্মবিদ্ ঋভূ অত্যন্ত করুণাপরবশ হইয়া কর্ম্মজড় নিদাঘ গৃহে আগমন পূর্ব্বক তাহাকে নানাপ্রকারে বুঝাইয়া বলিলেন যে, কর্ম্ম অনিত্য, মোক্ষ নিত্য। অনিত্যের দ্বারা নিত্য লাভ বা কর্ম্ম দ্বারা মোক্ষ প্রাপ্তি অসম্ভব। কেন না, সংসারে যত কিছু কর্ম্ম কৃত হয়, তাহার পরিণাম ফল চতুর্ব্বিধ, পঞ্চবিধ নাই যথা—উৎপাদ্য, আপ্য, বিকার্য্য, এবং সংস্কার্য্য। যেমন কৃষ্যাদি দ্বারা শস্যোৎপত্তি, অগ্নি সংযোগে

জ্ঞানের নাম সংশয়। সংশয়ে না ভোগ সুখ হয়, না মোক্ষলাভ বা স্বরূপ সিদ্ধি হয়। অতএব মুমুক্ষু এককালে সংশয় ত্যাগ করিবে। আর নিশ্চিত মিথ্যা জ্ঞানের নাম বিপর্য্যয়। বিপর্য্যয় থাকিতেও কদাপি স্বরূপসিদ্ধি বা মোক্ষলাভ হইতে পারে না। তাই স্মৃতিতে উক্ত হইয়াছে "অজ্ঞশ্চাশ্রদ্দধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্যতি।" এখানে অশ্রদ্ধা শব্দের অর্থ বিপর্য্যয়। আর এই বিপর্য্যয়, প্রমাণ (শাস্ত্রাদি) এবং বিকল্প লইয়াই জীবের ব্যবহারিক জাগ্রদাবস্থা। ভেদদর্শনহেতু ইহার নাম জাগ্রদাবস্থা। কিন্তু ভেদদর্শন মিথ্যা সুতরাং এ জাগরণও মিথ্যা, প্রকৃত নহে। প্রকৃত জাগরণে প্রবুদ্ধ হইলে কিন্তু অভেদ দর্শন হয়। তখন প্রমাণাদি সব মিথ্যা বলিয়া বোধ হয়, যেহেতু তাহা মনোধর্ম্ম-মূলক; ৩য় অধ্যায়ে টিপ্পনীতে "প্রকৃত জাগ্রৎ" দেখ এবং ৪র্থ অধ্যায় "বৃত্তি সংখ্যা" দেখ।

ধাতুমল সংস্কার। গমনাদির দ্বারা স্থানাব্যাপ্তি এবং অম্লাদি যোগে ক্ষীরাদির দধ্যাদিরূপ বিকার। আত্মা কিন্তু অনুৎপাদ্য, অসংস্কার্য্য, অনাপ্তব্য বা অগ্রাহ্য এবং অবিকার্য্য। এইমতে চতুর্ব্বিধ গুণধর্ম্ম ব্যতিরিক্ত অকৃত আত্মা কদাপি চতুর্ব্বিধ গুণ-ধর্ম্মাত্মক কৃত-কর্ম্মদ্বারা লভ্য নহেন। এবম্বিধ প্রকারে বহুধা বুঝাইয়া, জ্ঞানান্মুক্তি বলিয়া, ব্রহ্মবিদ্যা বিষয়ে উপদেশ প্রদান পূর্ব্বক গমন করিলেন। কিন্তু নিদাঘ তাহা বুঝিয়াও পূর্ব্ব সংস্কার বশাৎ উপদিষ্ট বিষয়ে অশ্রদ্ধা পূর্ব্বক কর্ম্মাদি পরম পুরুষার্থের হেতু, এবম্বিধ বিপর্য্যয়ের বশবর্ত্তী হইয়া যথাপূর্ব্বক কর্ম্মানুষ্ঠানেই প্রবৃত্ত হইল। শিষ্য স্বীয় অজ্ঞানতা বা মিথ্যাজ্ঞান বশতঃ স্বরূপ-সিদ্ধি বা আত্মলাভরূপ পরমপুরুষার্থ হইতে ভ্রষ্ট হয় এই ভাবিয়া ব্রহ্মবিদ্ গুরু ঋভু পুনর্ব্বার কৃপাকরিয়া শিষ্যগৃহে আগমন পূর্ব্বক তাহাকে বিশেষ করিয়া বুঝাইলেন, তাহাতেও নিদাঘের বিপর্য্যয় দূর হইল না। গুরুকর্ত্তৃক এবম্বিধ প্রকারে তৃতীয় বার প্রবুদ্ধ হইয়া নিদাঘ স্বকীয় সংশয় দূর করিয়া স্ব-স্বরূপোপলব্ধির দ্বারা চিত্তে স্থৈর্য্য লাভ করিয়াছিল। প্রশান্ত মানস হইয়াছিল। বিপর্য্যাসের প্রভাব দেখ! ব্রহ্মবিদ্ গুরুর উপদেশও ব্যর্থ হইতেছিল। ভাল একটা লৌকিক দৃষ্টান্ত দিতেছি শুন—এক খণ্ড কাষ্ঠে সুরাসার (spirit) মাখাইয়া প্রজ্বলিত অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলেও, অগ্নি তাহাকে দগ্ধ করিতে পারে না, সুরাসার রূপ প্রতিবন্ধই তাহার কারণ। প্রতিবন্ধ দূর হইলেই কাষ্ঠখণ্ড দগ্ধ হইতে আরম্ভ হয়।

বিপর্য্যয় নাশ—এই প্রপঞ্চ বা জগৎ যতদিন পর্য্যন্ত জীবের মনে সত্যবৎ প্রতিভাত হইতে থাকে, যতদিন পর্য্যন্ত জাগতিক সংশয় বিপর্য্যয়োৎপন্ন অসম্ভাবনা এবং বিপরীত ভাবনারূপ কার্য্যাদি যেমন পৃথিবীর অচলত্ব, শবের সচলত্ব, প্রেতের বাক্যকথন, মনুষ্যের সমুদ্রশোষণ সহস্রবাহুবত্ব এবং কর্ম্মের মুক্তি-দাতৃত্ব ইত্যাদি প্রকৃত বলিয়া বোধ হইয়া থাকে, এবং তদনুসারে ব্যবহারিক কার্য্যাদি বা সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে থাকে, ততদিন তাহার পক্ষে সংশয়চ্ছেদ এবং বিপর্য্যয় নাশ অসম্ভব। কিন্তু যাহার নিকট জগৎ ব্যবহারতঃ সত্য হইলেও পরমার্থতঃ মিথ্যা, সেই তত্ত্বজ্ঞানীর নিকট, এই সকল ব্যাপার তুচ্ছ—অলীক বলিয়া বোধ হয়, যেহেতু ইহারা মিথ্যা জগতেরই অন্তর্গত।

কথিত আছে যে, শুকদেব তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া চিত্তে স্থৈর্য্য লাভ করিতে না পারায়, অর্থাৎ মনোনিরোধ করিতে অসমর্থ হইয়া অত্যন্ত বিমর্ষভাবে উপবিষ্ট আছেন, তাঁহাকে এ প্রকার উন্মনা দেখিয়া তদীয় পিতামহ মহর্ষি পরাশর তাঁহার শান্তির জন্য বলিয়াছিলেন, তাত, সংশয় এবং বিপর্য্যয়োৎপন্ন অসম্ভাবনা এবং বিপরীত ভাবনারূপ প্রতিবন্ধসত্বে ব্যক্তিতে প্রদীপ্ত জ্ঞানাগ্নি সঞ্জাত হইলেও, সে জ্ঞান তাহার চিত্তমল দগ্ধ করিতে পারে না। বিপর্য্যয়াদি নাশ হয় না। তত্ত্বজ্ঞানফল—স্ব-স্বরূপোপলব্ধি প্রতিবদ্ধ রহিয়া যায়---প্রকাশিত হইতে পায় না। অতএব, তাত, অগ্রে তাহা বিনষ্ট কর, চিত্তচাঞ্চল্য দূর হইবে।

সহজেই মন, নিরিন্ধন অগ্নিবৎ স্বযোনিতে উপশান্ত হইবে।

অতএব বলা যাইতে পারে যে, সংশয় এবং বিপর্য্যয় নাশ না হইলে তত্ত্বজ্ঞান লাভ সুদুপরাহত। এবং তত্ত্বজ্ঞানের অনধিগত্তে মনোনিরোধও সম্ভবপর নহে। এবং মনোনিরোধের অভাবে স্ব-স্বরূপোলব্ধি সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পাবে না। ইহারা পরস্পর আপেক্ষিক এবং যুগপৎ সহ অভ্যসনীয়। কদাপি এক একটী করিয়া নহে। যেহেতু, ভোজন ব্যাপারে শাক, সূপ এবং ওদনাদি অন্নব্যঞ্জনের মধ্যে প্রত্যহ এক একটী করিয়া ভক্ষণ করিলে, যেমন ভোজনসিদ্ধ হয় না, তদ্বৎ তত্ত্বজ্ঞান, মনোনাশ প্রভৃতি সাধন এক একটী করিয়া আমরণ অভ্যাস করিলেও কোন ফললাভ হয় না। সাধক মাত্রেই ইহা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিয়া অনুষ্ঠানাদি করিবে। সবিশেষ ৯র্থ অধ্যায়ে "তত্ত্বজ্ঞানাদি সাধনত্রয় যুগপৎ অভ্যসনীয়"—দেখ।

সমূহ প্রতিবন্ধ নাশের উপায়—সাধন চতুষ্টয় এবং শ্রবণ চতুষ্টয় যথাবিধি অভ্যাস করিলে, তত্ত্বজ্ঞানের উদয়ে এবং মনো-নিরোধের প্রভাবে, প্রোক্ত সমুদায় প্রতিবন্ধ একে একে অন্তর্হিত হইয়া যায়, তখন দিব্য আত্মজ্ঞান শৈত্যাপগমে জল শৈত্যপ্রতিবন্ধ তেজ প্রকাশবৎ স্বতঃই প্রকাশিত হইয়া পড়ে। তজ্জন্য আর সাধনান্তরের অপেক্ষা থাকে না। স্ব-স্বরূপোলব্ধি সুপ্রতিষ্ঠিত এবং সুরক্ষিত হয়। ইহারই নাম স্বরূপসিদ্ধি বা জীবন্মুক্তি। অবশ্য ইহা দু দশদিনে সাধ্য নহে। *পরাবৈরাগ্যের তারতম্যানুসারে ইহার

* পরা এবং অপরা ভেদে বৈরাগ্য দ্বিবিধ। বৈরাগ্যের

অধিকারী প্রধানতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত যথা—মৃদুসংবেগা, মধ্যসংবেগা এবং তীব্রসংবেগা। সংবেগ শব্দে বৈরাগ্য। তীব্রসংবেগা প্রহ্লাদ বীতহব্যাদি অল্পকাল বিচার দ্বারা স্বরূপসিদ্ধি সমধিগত করিয়াছিলেন। কিন্তু মৃদুসংবেগা উদ্দালকাদি চিরপ্রয়াস দ্বারা তাহা লাভ করিরাছিলেন। অতএব বলা যাইতে পারে যে, অভ্যাস বৈরাগ্যাদি যোগ্যতার তারতম্যানুসারে অন্যান্য সাধকেও ন্যূনাধিককালে এইমতে সিদ্ধি সমধিগত হইয়া থাকে, বুঝিতে হইবে। এতদনুশাসনম্।

ইতি শ্রীপরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমৎ স্বামী আত্মানন্দ-
সরস্বতী-শিষ্য শ্রীমৎস্বামী যোগানন্দ সরস্বতী বিরচিত
স্বরূপসিদ্ধিগ্রন্থে উপাসনাকাণ্ডে সাধনস্বরূপনির্ণয়
নামক দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

সবিশেষ বিবরণ ৪র্থ অধ্যায়ে "নিরোধ উপায়" দেখ। যে জ্ঞানের পরিপাকে আব্রহ্ম স্তম্ব পর্য্যন্ত সমুদায় পদার্থ তুচ্ছীকৃত হইয়া যায়, তাহার নাম পরাবৈরাগ্য। অপরা বৈরাগ্যই সাধকে প্রথম সঞ্জাত হইয়া থাকে। অপরার পরিপাকাতিশয়রূপ অবস্থান্তরই পরাবৈরাগ্য।
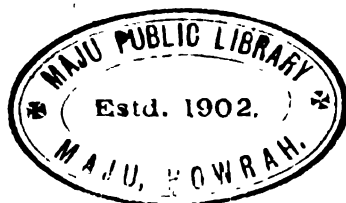
তৃতীয় অধ্যায়।

মনোস্বরূপ নির্ণয়।

কোন বিষয়ের অস্তিত্ব সংস্থাপন করিতে হইলে অগ্রে নাস্তিত্ব পক্ষ অবলম্বন করা উচিত, কেন না, পূর্ব্বপক্ষ উত্থাপন দ্বারা তাহার খণ্ডন করিয়া মীমাংসা করিলে, সে সিদ্ধান্ত স্থূণা-নিখনন ন্যায়ে* দৃঢ় এবং নিঃসন্দিগ্ধ হয়, কদাপি তাহাতে বিপর্য্যয়বুদ্ধি আসিতে পারে না, সহজকথায়, একবার "না পক্ষ" আবার "হাঁ পক্ষ" অবলম্বনপূর্ব্বক বিচার করিলেই বিচার্য্য বিষয়ের সত্যার্থ স্বতঃই নিষ্কাশিত হইয়া পড়ে। ভাল, প্রোক্তন্যায়ানুসারে প্রথমতঃ "উভয়াত্মকং মনঃ" ইহার বিচার করা যাক্।

উভয়াত্মক মনের কথা।—উভয়াত্মক মনের অর্থ কি?

---

* ভারতের অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা পূর্ব্ববঙ্গবাসী এ বিষয়ে বিশেষ পরিচিত। কারণ, তাহাদিগকে বৎসরের মধ্যে প্রায় পাঁচ মাস কাল নৌকা যোগে যাতায়াত করিতে হয়। মাঝি, লগি (বাঁশ) পুতিয়া তাহাতে নৌকা বাঁধিবার সময় লগি পুতে আবার তুলে। কয়েকবার এই মত করিয়া লগি খুব দৃঢ় পোত করিয়া লয়। ইহারই নাম "স্থূণা নিখনন। স্থূণা (স্থাধাতু ণ, ডে, আপ) শব্দে খোঁটা বা লগি ইতি ভাষা।

কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং জ্ঞানেন্দ্রিয় এতদুভয় ইন্দ্রিয়ই কি মন ? না, ইহার অপর কোন অর্থ আছে ? সবিশেষ বলিতেছি শুন। যেমন একই মনুষ্য বিবিধ সংকল্প বশতঃ নানারূপ ধারণ করে, অর্থাৎ কখন কামিনী সঙ্গে কামুক হইয়া বিবিধ রস ভোগ করে, কখন বা সেই কামিনী সঙ্গে বিরক্ত হইয়া তাহা পরিত্যাগ করে, কখন বা অন্যান্য বিষয়ে আসক্ত হইয়া তাহা উপভোগ করে, সেইমত মন, চক্ষু প্রভৃতির সঙ্গ বশতঃ তাহাদিগের সহিত একীভাব প্রাপ্ত হইয়া দর্শনাদি ক্রিয়া সম্পাদন করে, কর্ণের সঙ্গ বশতঃ শ্রবণ ক্রিয়া সাধন করে, এইরূপে মনুষ্যাদির ন্যায় মনও নানারূপ হয়। মনের এবম্বিধ বিশেষ বিশেষ সামর্থ্য বা রূপ ধারণের কারণ গুণ ত্রয়ের (সত্ত্ব, রজঃ এবং তমের) পরিণাম ভেদ। গুণত্রয়ের কথা যথাস্থানে বলিব। অতএব সিদ্ধ হইল যে, মনই জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং কর্ম্মেন্দ্রিয়, এতদুভয় ইন্দ্রিয়ের সমুহ ব্যাপার সাধনের হেতু হইয়াও তদ্‌ব্যতিরিক্ত। * অর্থাৎ মন জ্ঞানেন্দ্রিয় নহে এবং কর্ম্মেন্দ্রিয়ও নহে। অথচ তাহাদের নিয়ামক। লোকে বলে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণ স্বীয় স্বীয় বিষয় অবলোকন করিয়া থাকে, তাহা অমুলক, যেহেতু ইন্দ্রিয়গণ কোন ক্রমেই স্ব স্ব বিষয় প্রত্যক্ষ করিতে সক্ষম হয় না, কেবল মনই প্রত্যক্ষ করিয়া থাকে। দেখ, চক্ষু, মন সংযোগেই রূপ সকল দেখিতে পায়, কেননা, মন ব্যাকুল হইলে—বিষয়ান্তরে ব্যাপৃত থাকিলে, রূপাদি বিষয় সকল চক্ষুর

---

* দশের মধ্যে তুমি শ্রেষ্ঠ লোকে তোমায় কয় রাজাজী।
সদা নিচ সঙ্গে থাক তুমি রাজা বট রীতি পাজী॥

অভিমুখীন হইলেও চক্ষু তাহা গ্রহণ করিতে সমর্থ হয় না। অপিচ সুষুপ্তি এবং সমাধি সময়ে মন উপরত হইলে, ইন্দ্রিয়বর্গের উপরতি হয়, তাহারা নিরাশ্রয় ভাবে কার্য্যহীন হইয়া থাকে। মনই ইন্দ্রিয়বর্গের প্রাধান্য এবং প্রভব বর্দ্ধন করিয়া থাকে। অতএব মনই ইন্দ্রিয় সমুহের ঈশ্বর। মনই ইন্দ্রিয়গণের সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয়ের কারণ। অতএব সিদ্ধ হইল যে, মনই সর্ব্ববিধ বিষয়োপলব্ধির কারণ এবং জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং কর্ম্মেন্দ্রিয় এতদুভয়ের নিয়ামক হইয়াও তদ্ব্যতিরিক্ত পদার্থ।

মন দেহেন্দ্রিয়াদি ব্যতিরিক্ত—তাহা প্রকারান্তে প্রদর্শিত হইতেছে—কি শারীরিক কি মানসিক, কোন একটী ক্রিয়ার রূপ চিন্তা করিলে তাহাতে দুইটা শক্তির সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায় যথা—একটী কর্ত্তৃশক্তি, অপরটী করণ শক্তি। কর্ত্তৃশক্তি চেতন, করণ শক্তি জড়। কর্ত্তৃশক্তিরূপ চেতনের (আত্মার) অধিষ্ঠান বশতঃই জড় করণাদি ক্রিয়াশীল হয়। যেমন ছেদন কার্য্যে দাত্রাদি করণ এবং ছেদক দেবদত্ত। উভয় শক্তির সমাবেশে ছেদন কার্য্য সম্পাদিত হইয়া থাকে। করণের ক্রিয়া নিষ্পাদকত্ব থাকিলেও,তাহা কখনই অকর্ত্তৃক প্রযুক্ত হইতে পারে না অর্থাৎ কর্ত্তৃশক্তি তাহার নিয়ামক। অতএব করণ, পরতন্ত্রশক্তি এবং কর্ত্তা স্বতন্ত্রশক্তি। সকল কার্য্যেই এই উভয়বিধ শক্তির স্ফূর্ত্তি দেখা যায়। সেই স্বতন্ত্র শক্তিই আত্মা। তিনি দেহেন্দ্রিয়াদিযুক্ত হইয়া ব্যবহারিক জীব বা ভোক্তাদি স্বরূপে প্রতীয়মান হন। এই ভোক্তা জীবের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বিষয়াদির সংযোজন হয় না,

বিষয় বা অর্থের সহিত প্রথমতঃ ইন্দ্রিয়ের, ইন্দ্রিয়ের সহিত মনের এবং মনের সহিত আত্মার সংযোজন হইয়া ভোগাদি নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। এই ভোগ, দেহাদি চেতন পর্য্যন্ত সমুদায় পদার্থের সাধারণধর্ম্ম। ইহার বিশেষ এই যে, আত্মা অপরিণামী বিধায় প্রতিবিম্বগ্রহণ মাত্রই তাহার ভোগ। আর দেহাদি পরিণামী পদার্থের পুষ্টি সাধনকেই ভোগ বলে। অতএব বলা যাইতে পারে যে, দেহেন্দ্রিয়াদি সমুদায় করণ, এক মনের প্রভাবেই বা মন হইতেই—ইন্দ্রিয়গণ, ইন্দ্রিয়গণ হইতে স্থূলদেহ, নামরূপ প্রাপ্ত হইয়াছে, অস্তিত্ব লাভ করিয়াছে। অর্থাৎ এক মনই বিবর্ত্তাকারে স্থূল, সূক্ষ্ম, এবং কারণ দেহরূপে এবং ইন্দ্রিয়াদিরূপে প্রতীয়মান হইয়া থাকে।

মন মস্তিষ্ক কি তাহার কার্য্য ? এবং এক কি বহু ?—সাংখ্যশাস্ত্রে সৃষ্টি ক্রিয়া চারি পর্ব্বে বিভক্ত করিয়াছেন যথা—স্থূলভূত বা বিশেষ পর্ব্ব—সূক্ষ্মভূত বা অবিশেষ পর্ব্ব। মন (ব্যক্তাবস্থা) বা লিঙ্গ পর্ব্ব এবং মনরূপ ব্রহ্মপ্রকৃতি—অব্যক্তাবস্থা—অলিঙ্গ পর্ব্ব। সবিশেষ যথাস্থানে বলিব। মস্তিষ্ক বিশেষপর্ব্ব সুতরাং স্থূলভূতের অন্তর্গত, স্থূলভূতনির্ম্মিত। যাহা স্থূলভূতনির্ম্মিত, চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের বিষয়, অন্নরসের বিকার, তাহা মন হয় কেমনে ? তবে সত্তা লক্ষণযুক্ত ব্রহ্মস্বভাব আকাশাদিতে অনুবর্ত্তনেমানবৎ সত্তা লক্ষণ মনেরস্বভাব মস্তিষ্কমধ্যে অতি সূক্ষ্মভাবে অনুস্যূত থাকায়, মস্তিষ্ককে মন না বলিয়া মনের বিকাশভূমি মাত্র (Vehicle or passage) বলিতে পারি। কোন প্রকার স্মৃতির উদ্বোধ করিতে

হইলে সকলকেই এইজন্য মস্তিকের দিকে কতকটা লক্ষ্য করিতে দেখা যায়, এবং এইজন্যই অনেকে মস্তিকে—আজ্ঞাচক্রাখ্যে মনের স্থান নির্দ্দেশকরিয়া থাকে, কিন্তু সে নির্দ্দেশও, হৃদ্‌কমলে বিষ্ণ্বাদির অধিষ্ঠান কল্পনাবৎ কল্পিত বা মিথ্যা। মন মস্তিষ্ক কিম্বা তাহার কার্য্য, এ দুয়ের একটীও নহে, তবে মস্তিষ্ক মনের বিকাশভূমি মাত্র, নিম্নে কয়েকটী দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহা বিশদভাবে বলিতেছি শুন—

(১) বালক কিম্বা অজ্ঞজনগণ যেমন আকাশে নিলীমাদির আরোপ করিয়া থাকে, এবং ধূলি ধূমাদি মলাবনদ্ধ কাচগোলকস্থ স্ফটিক স্বচ্ছ আলোককে মলিন—এবং অস্বচ্ছ দেখে, সেইমত মনের ক্রিয়াদি প্রতিফলনের যন্ত্র বা বিকাশভূমিস্বরূপ মস্তিষ্কের বিকৃতত্ব হেতু তদ্ প্রতিফলিত ক্রিয়াদিরও বিকারিত্ব দেখিয়া, মনেরই বিকার নিশ্চয় করিয়া থাকে, সুতরাং অজ্ঞদিগের এ ধারণা সর্ব্বথা মিথ্যা। অতএব মন মস্তিষ্ক নহে—এতদ্ব্যতিরিক্ত।

(২) যেমন সূর্য্য ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতৃ দেবতা বা আলোকরূপে সমূহ প্রাণী জগতের চক্ষুগত হইলেও, তাহাদের চাক্ষুষ দোষাদি তাঁহাতে সংস্পর্শিতে পারে না, কেননা, প্রাণীদিগের চক্ষুর সহিত আলোকরূপে সূর্য্যের এ সংযোগ অস্ফুট বা অতি সূক্ষ্ম; সেইমত মনোদেব ও স্মৃতি বা সংস্কাররূপে সমূহ প্রাণীজগতের মস্তিষ্কে প্রতিফলিত হইলেও, তাহাদের মস্তিষ্কগত গুণ দোষাদি, তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। কারণ, প্রাণীদিগের মস্তিষ্কের সহিত স্মৃতি বা সংস্কাররূপে মনের এ সম্বন্ধ অতি সূক্ষ্ম, অতএব বলা

যাইতে পারে যে, মনদেব অন্নরসের বিকার মস্তিষ্কও নহে কিম্বা মস্তিষ্কের ক্রিয়া ও (Function) নহে। মন এতদ্ব্যতিরিক্ত।

(৩) তুল্যবয়বীর্য্য বিশিষ্ট মাদকসেবনে অনভ্যস্ত চারিজন যুবককে তুল্য পরিমাণে কোন মাদক দ্রব্য সেবন করাইলে, দেখা যায়, চারিজন চারিপ্রকার কার্য্য করিয়া থাকে। কেহ নাচে, কেহ গায়, কেহ পাঠ করে, কেহ বা কাঁদিতে থাকে। তুল্য বা সমান কারণ হইতে সমান বা সমজাতীয় কার্য্যই উদ্ভূত হইয়া থাকে, কদাপি বিষম বা বিভিন্ন জাতীয় হইতে পারে না, ইহাই প্রাকৃতিক নিয়ম। তারাদি সংলগ্ন টেলিফো যন্ত্রবৎ মস্তিষ্ক ও মনের বিকাশযন্ত্র, দ্বার বা পথস্বরূপ। এই পথ দিয়া মনোভাব সকল (সংস্কার রাশি) স্নাবাদি ক্রমে সঞ্চালিত হইয়া ইন্দ্রিয়পথে বহির্বিষয় যোগে ক্রিয়াশীল হয়। এবম্বিধ প্রকারে বাহ্য পদার্থাদির সংযোগবিয়োগ জনিত মনোভাব বা সংস্কার সমুদায় সকলের একরূপ নহে, বা হইতে পারে না। বৃত্তিভেদই ইহার কারণ। এই বৃত্তি*ভেদ বশতঃই ব্যক্তি মাত্রেরই মন ভিন্ন বলিয়া প্রতীতি হইয়া থাকে। প্রকৃত পক্ষে মন কিন্তু একটী। যেমন একই আকাশ ঘটাদি উপাধির ভিন্নতা বশতঃ ভিন্ন বা অনেক বলিয়া বোধ হয়, মনও সেইমত এক হইলেও, বৃত্ত্যাদিরূপ উপাধির ভিন্নতা বশতঃ বহু বলিয়া অনুমিত হয়, বাস্তবিক তাহা নহে, কারণ, উপাধিভেদে তদ্বানের

---

* বৃত্তি মনেরই ধর্ম্ম। সবিশেষ ৪র্থ অধ্যায় "বৃত্তি মানস ধর্ম্ম"—দেখ।

অর্থাৎ উপাধি বিশিষ্টের ভেদ হয় না, বলা বাহুল্য যে, এই মতে যুবক চতুষ্টয়ের মধ্যে যাহার যে বৃত্তি বা সংস্কার প্রবল—জীবনে অধিককাল অভ্যস্ত,তাহাই তাহাদের অজ্ঞাতসারে—অবাধে মাদক-বিকৃত মস্তিষ্করূপ পথ দিয়া স্নাবাদি ক্রমে ইন্দ্রিয় সহায়ে বাহিরে বিভিন্ন ক্রিয়াফল প্রদর্শন করিয়া থাকে। অতএব বলিতে হয় যে, বিকৃত আহারে কিম্বা অনাহারে মনের দ্বারস্বরূপ অন্নরসময় এই মস্তিকই—বিকৃত হইয়া থাকে। মন নহে—মন এতদ্ব্যতি-রিক্ত, অতএব সিদ্ধ হইল যে, মন মস্তিষ্ক—কিম্বা মস্তিষ্কের ক্রিয়া এ দুয়ের একটীও নহে। (neither brain nor function of the brain, but beyond it)। এবং মন বহুও নহে—এক।

(৪) মন অন্নময় না হইলে অন্নময় শ্রুতির অর্থ কি?—যদি কোন সদ্য প্রসূত শিশুকে নির্জ্জন প্রদেশে রক্ষা করা যায়, এবং তাহার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য মূক ধাত্রী নিযুক্ত করা যায়, শিশু ধাইমা ব্যতীত যদি আর কাহাকেও দেখিতে না পায়, তাহা হইলে দেখিবে যে, সেই শিশু কালক্রমে বয়োপ্রাপ্ত হইয়াও,পূর্ব্ব-বৎই রহিয়াছে। পশ্বাদি অপেক্ষা তাহার মানসিক অবস্থা কদাচিৎ উৎকৃষ্ট বলিয়া বোধ হইবে।" মন অন্নরসের বিকার হইলে শিশুর শারীরিক উৎকর্ষ বিধানের সঙ্গে সঙ্গে, মনেরও উৎকর্ষ সংসাধিত হইত, কিন্তু তাহা হইল কি? শিশু ত বয়োপ্রাপ্ত হইয়াও বর্ত্ত-মানে পশু অপেক্ষাও অধম। তবে শ্রুতিতে যে মনকে অন্নময় বলা হইয়াছে কেন, তাহা বলি শুন—উদ্দালক স্বীয় পুত্র শ্বেত-কেতুকে বলিতেছেন, "অন্নময়ং হি সৌম্য মন"। হে প্রিয়-

দর্শন! ভুক্ত অন্ন জাঠরাগ্নি দ্বারা পচ্যমান হইয়া ত্রেধা বিভক্ত হয়। যথা—স্থূলভাগ পূরীষরূপে নির্গত হয়, মধ্যম বা সূক্ষ্মভাগ রস-রক্তাদিক্রমে মাংসরূপ ধারণ করে এবং অনিষ্ঠ বা সূক্ষ্মাদপি-সূক্ষ্মভাগ,হৃদয়ে নীত হইয়া সূক্ষ্ম হিত্যাখ্য নাড়ীমধ্যে অনুপ্রবেশ-পূর্ব্বক বাগাদি করণের অর্থাৎ জিহ্বা, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকাদি ইন্দ্রিয়গোলকের স্থৈর্য্য সম্পাদন দ্বারা প্রকারান্তরে মনেরও উপচয় করিয়া থাকে। সুতরাং মন অন্নরসময়। প্রকৃতই কি মন অন্নরসময়? অধ্যাত্মদৃষ্টিতে অসঙ্গত বা অসম্ভব নহে। কেননা, প্রোক্ত শ্রুতি ত্রিবিৎকরণেরই অবান্তরপ্রকরণে উক্ত হইয়াছে। সেই মূল প্রকরণের অধ্যাত্ম ত্রিবিৎকরণ—এই হিসাবে, মন এই অবান্তরপ্রকরণের অধ্যাত্ম। তাই অধ্যাত্মভাবে অর্থাৎ ভূতপঞ্চকের বিধারক, সমূহ করণাদির নিয়ামক বলিয়া সর্ব্বব্যাপক সেই মনেরই ভুক্ত অন্নরসের দ্বারা উপচয় হইয়া থাকে বলিয়া শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে,বুঝিতে হইবে। এই মন চিজ্জড়াভাসাত্মক,তাহা ইতপূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, সুতরাং মন পরিচ্ছিন্ন এবং অনিত্য।* শ্বেতকেতুর মনে সন্দেহ নিরাকরণের জন্য পুনরায় বলিতেছেন,—সেই ভুক্ত অন্ন উপচিত সামর্থ্য ষোড়শধা বিভক্ত হইয়া কার্য্যকারণ সঙ্ঘাত লক্ষণ জীববিশিষ্ট দেহে যুক্ত হইয়া ষোড়শকলা আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। অন্নাদির উপযোগাভাবে কলাক্ষয়ে দেহেন্দ্রিয়াদির সামর্থ্য হীনি হয় এবং উপযোগে বা সদ্ভাবে কলাস্থৈর্য্যে তাহাদের সামর্থ্য সিদ্ধ বা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়, সুতরাং ভৌতিক দেহেন্দ্রিয়াদির বীর্য্যই

---

* মন নিত্য, নিরবয়ব এই বৈশেষিক মত খণ্ডিত হইয়াছে।

অন্নকৃত। মনেও জড়াভাস আছে, এই উপলক্ষণে—অধ্যাত্মভাবে মানসবীর্য্য অন্নকৃত বা মন অন্নরসময় শ্রুতিতে এইমত উদাহৃত হইয়াছে, বুঝিতে হইবে। প্রকৃতপক্ষে, লক্ষ্যার্থে—অধিদৈবতভাবে মন অন্নরসময় নহে—এতদ্ব্যতিরিক্ত। সৎ এবং অসৎ বা চিৎ ও জড় হইতে বিশিষ্টত্ব বা বিলক্ষণত্বই মনের স্বরূপ। সবিশেষ "মনের স্বরূপ—সৎ কি অসৎ" দেখ।

(৫) এই সমুদায় প্রত্যক্ষ প্রমাণ সত্ত্বেও, যদি তুমি মনকে মস্তিষ্ক কিম্বা তাহার কার্য্য বল, তাহা হইলে দেহান্তের পর দেহের সঙ্গে মন ও ভূম্যাদিতে প্রলীন হইয়া যায় বলিতে হয়। সহজ কথায়, এক জন্মেই সব মিটিয়া যায়—ধ্বংসশীল হয়, সুতরাং সৃষ্টি বন্ধ, মোক্ষ এবং সংসারের উচ্চাবচ দর্শন ইত্যাদি প্রশ্নসমূহ অমীমাংসিতই রহিয়া যায়। সুতরাং এ পক্ষেও অনেক গোল-যোগ। পক্ষান্তরে, যদি বল যে, মন দেহান্তের পর দেহান্তরে সঞ্চারিত হয়, তাহা হইলে আমাদিগের পক্ষই অর্থাৎ মন দেহে-ন্দ্রিয়াদি ব্যতিরিক্ত, তাহাই সমর্থিত হয়, এক কথায়, সব গোল-যোগই মিটিয়া যায়। অতএব বলা যাইতে পারে যে, মন অতি সূক্ষ্মভাবে সর্ব্বদেহে 'আনখাগ্রেভ্যঃ আলোমেভ্যঃ' অর্থাৎ মস্তকের কেশাগ্র হইতে পাদাঙ্গুষ্ঠের অগ্রভাগ পর্য্যন্ত সর্ব্ব দেহে ব্যাপক ভাবে অবস্থানপূর্ব্বক দেহেন্দ্রিয়াদির নিয়ামক হইয়াও তদ্-ব্যতিরিক্ত।

বলা বাহুল্য যে এতক্ষণ "নাপক্ষ" অবলম্বন—পূর্ব্বক বিচার করা গেল, এইক্ষণে "হাঁপক্ষ" অবলম্বন করা যাক্। সত্য

আপনিই নিষ্কাশিত হইয়া পড়িবে—মনের স্বরূপ সহজেই বুঝা যাইবে।

মনের স্বরূপ কি? -সৎ কি অসৎ?—বাশিষ্ঠে লিখিত আছে "মনোহি পুরুষঃ" অর্থাৎ মনই পুরুষ। পুরুষই বিবর্ত্তাকারে মনরূপে প্রতীয়মান। পুরুষ পুরুষই আছেন, অতি গূঢ়—অব্যক্ত। মন তাঁহাকে ভিন্নরকমে ব্যক্ত বা প্রকাশ করিতেছে। অতএব মনই তাহার প্রকৃতি—কার্য্যাত্মভাব বা কার্য্য জগৎ। প্রকৃতি আর মন একই বস্তু। প্রকৃতি সাধারণতঃ বাহিরের নাম এবং মন ভিতরের নাম। ইহাও ব্যবহারিক। সূক্ষ্মদর্শনে উভয়েই তুল্য—এক বপু। কেবল নামেমাত্র ভেদ। এই মন পুরুষ বা নির্গুণব্রহ্মের বা ভূমাচৈতন্যের সহিত অভেদ ভাবে—একদেহে অবস্থিত হইলে অর্থাৎ সাম্যাবস্থায় কোন শব্দদ্বারা বাচ্য হয় না—তাহার কোন নাম থাকে না বলিয়া তখন তাহাকে নিরাখ্যাত, অবপদেশ্য বা অব্যক্ত বলে। ব্যক্ত হইলে—ঈশচৈতন্যে বা সগুণ ব্রহ্মে কার্য্যরূপে প্রকাশ পাইলেই, তাহার নাম হয় প্রকৃতি এবং জীবচৈতন্যে তাহার নাম মন। (মনের সরূপ এবং অরূপ রূপ বিরহিত) অলিঙ্গ মনই নির্গুণ. ব্রহ্ম। সমষ্টি মনই ঈশ্বর বা সগুন-ব্রহ্ম এবং ব্যষ্টি মনই জীব। মন সমষ্টি ভাবে প্রকৃতিরূপে জগন্নিয়ামক এবং ব্যষ্টিভাবে জীব-দেহের নিয়ামক। সমষ্টি শক্তি—কারণ এবং ব্যষ্টি শক্তি—কার্য্য অতএব ব্যষ্টি সমষ্টিরই অন্তর্ভূত। সমষ্টি দর্শনে ব্যষ্টি—সমষ্টি শরীরেই বিলীন হইয়া যায়, তখন আর তাহার পৃথক্ অস্তিত্ব

থাকে না। সমষ্টি ব্যষ্টি উভয়েই বস্তুতঃ অভিন্ন—এক। ভিন্নতা কল্পনা ব্যবহারিক। কনকের ধর্ম্ম কটকের ন্যায় কিম্বা পুরুষের ধর্ম্ম প্রকৃতির ন্যায়, মন আত্মারই (জ্ঞানেরই) ধর্ম্ম। ধর্ম্ম বা গুণেরই বিপরিণাম হইয়া থাকে। ধর্ম্মী কিন্তু এক ভাবেই থাকে, তাহার কোন বিকার হয় না। ধর্ম্মী বা আত্মা যেমন তেমনই থাকে, তাহার ধর্ম্মরূপ মনের—কার্য্যাত্মভাবের ক্রিয়াভেদে বিভিন্ন অভিব্যক্তি হয় মাত্র। তাই জগতের এত বৈচিত্র্য। কারণের আত্ম-ভূত শক্তি, এবং শক্তির আত্মভূত কার্য্য, সুতরাং কার্য্যের পূর্ব্বভাব শক্তি এবং শক্তিরই অপর ভাব কার্য্য। এক ভাব বা সত্তাই পৌর্ব্বাপৌর্য্যানুসারে শক্তি এবং কার্য্য নামে অভিহিত। এত গেল ব্যবহারিকের কথা। পরমার্থভাবে দেখিতে গেলে, এক পুরুষ বা আত্মাই নির্ব্বিকার ভাবে সর্ব্বত্র বিদ্যমান। মন তাহাতে কল্পিত বা অধ্যাসিত। কল্পিত বলিয়া মিথ্যা, সুতরাং মিথ্যা মনের গুণ দোষাদি সত্তে সংস্পৃষ্ট হইতে পারে না। তাহার পর, অসৎ ঘট পটাদির ন্যায়,মন লোকের দৃষ্টিগোচরীভূতও হয় না, সুতরাং তাহাকে অসৎ বলিতে পার না। আর কারণ রূপ আত্মার বা সত্তের সাক্ষাৎকারে মনকে আর পৃথক্ পদার্থ বলিয়া বোধ হয় না। মন তখন উত্তপ্ত লৌহপিণ্ডে-প্রক্ষিপ্ত জলবিন্দুবৎ বা অগ্নি দর্শনে ভয়োৎক্ষিপ্তভাবৎ কারণশরীরে বিলীন হইয়া যায় সুতরাং তাহা সৎও নহে। তবে কথা কি যে, মন পদার্থ সৎ এবং অসৎ হইতে বিলক্ষণ এবং অদৃষ্ট ও অনিরূপ্য হইলেও, বন্ধ্যাপুত্রবৎ বা নরবিষাণবৎ এককালে মিথ্যা নহে। কিন্তু

বটে, যেহেতু ইহা আত্মা বা জ্ঞানেরই ধর্ম্ম বা প্রকার ভেদবিশেষ। তবে বাগাদির গোচরীভূত নহে, বলিয়া অনির্ব্বচনীয় বলে। তার জীবচৈতন্য দেহেন্দ্রিয়াদিযুক্তহেতু পরিচ্ছিন্নবৎ প্রতীয়মান হওয়ায়, শালগ্রামে বিষ্ণু কল্পনাবৎ জীবের হৃৎকমল, আজ্ঞাচক্র প্রভৃতি স্থানে মনের অধিষ্ঠানরূপে পরিকল্পিত হইয়াছে, সুতরাং ইহা স্থূল দর্শনের কথা—ব্যবহারিক—মিথ্যা। পরমার্থতঃ, মন দেহাদি ব্যতিরিক্ত হইয়াও দেহের সর্ব্বত্রে অতি সূক্ষ্মভাবে অবস্থিত। অতএব সিদ্ধ হইল যে, সৎ এবং অসৎ হইতে বিশিষ্টত্ব বা বিলক্ষণত্বই মনের স্বরূপ। 'মনসঃ স্বরূপস্থ সদসত্ত্বাভ্যাং বিশেষাৎ।'

মনই এই প্রপঞ্চ বা জগৎ—লৌকিক দৃষ্টান্তে দেখা যায় যে, যাবৎ অগ্নি বর্ত্তমান থাকে, তাবৎ তাহার উষ্ণতার উৎপত্তি বিষয়ে কারণান্তরের অপেক্ষা হয় না, এই জন্য লোকে উষ্ণতাকে অগ্নির স্বাভাবিক ধর্ম্ম বলে। যতদিন অগ্নি আছে, ততদিন উষ্ণতাও আছে বলিতে হয়, কারণ ধর্ম্ম বিরহিত ধর্ম্মীর অস্তিত্ব অসম্ভব। অপিচ, অগ্নিদর্শনে উষ্ণতাকে আর পৃথক্ পদার্থ বলিয়া বোধ হয় না। ইহা দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, যে পদার্থ বিদ্যমান থাকিতে, যে ধর্ম্মের উৎপত্তি বিষয়ে কারণান্তরের অপেক্ষা করে না, সেই ধর্ম্মই সেই পদার্থের স্বভাব বা স্বাভাবিক ধর্ম্ম। মন বা জগৎও এই হিসাবে—এই মতে কারণের অর্থাৎ আত্মার বা ব্রহ্মের স্বাভাবিক ধর্ম্ম বলিতে হয়। স্বভাব এই শব্দার্থে তাহা দ্যোতিত হইতেছে, যথা—স্ব শব্দে আত্মা + ভাব শব্দে

বিকাশ বা উৎপত্তি, অর্থাৎ আত্মার জীবাদিরূপে বা জগদাকারে উদ্ভব বা উদ্ভাসনের নামই স্বভাব। যেহেতু আত্মাই জগতের নিমিত্ত এবং উপাদান উভয় কারণ। সহজ কথায়, আত্মার বা ব্রহ্মের জগদাকারে উদ্ভাসনের বা বিকাশের নামই মন। অতএব মন বা জগৎ ব্রহ্মস্বভাব। 'স্বকীয়ো ভাবঃ স্বভাবঃ,' সুতরাং ইহা নৈমিত্তিক কহে। আত্মার বা ব্রহ্মের এ স্বভাব অর্থাৎ মন বা জগৎরূপে প্রভাসমান হওয়া স্ফটিকের শুক্লতার ন্যায়, মণির ঝলকের ন্যায়, কিম্বা দৈত্যের হাসির ন্যায় স্বাভাবিক বা স্বতঃসিদ্ধ। সেই আত্মা বা ব্রহ্ম আপ্তকাম, তাঁহাতে কোন প্রকার স্পৃহাদি বা ভোগাদি সম্ভবে না, সুতরাং জগৎবিকাশ-কার্য্য তাঁহার স্বভাব—মনেরই ধর্ম্ম। যতদিন তিনি আছেন, ততদিন মন বা জগৎ আছে, আবার তাঁহার দর্শনে মনের বা জগতের পৃথক্ অস্তিত্ব থাকে না। তিনি কূটস্থ নিত্য,জগৎ বা মন প্রবাহরূপে নিত্য। সুপ্ত পুরুষের সম্বন্ধে জগৎ ও তদ্ব্যাপারাদি উপলব্ধি না হইলেও, তাহার পার্শ্বোপবিষ্ট দ্বিতীয় জাগ্রৎ ব্যক্তির সম্বন্ধে তখনও জগদাদি উপলব্ধি হইয়া থাকে। যেমন শিলামধ্যস্থ চক্র পদ্মাদি রেখা অব্যক্ত অবস্থায় শিলামধ্যে বিদ্যমান থাকে, বহির্ব্যাপার দ্বারা তাহা ব্যক্তাবস্থা প্রাপ্ত হয়, সেইমত সুষুপ্তাবস্থায় মনের মধ্যে এই জগদাবলী অতি সূক্ষ্মভাবে বিদ্যমান থাকে, জাগরণে—অহং জ্ঞানের স্ফূরণে (পরিচ্ছেদাভিমানাত্মক চিৎস্বরূপের বা মনের প্রকাশে) তাহা স্ফূর্ত্তি পায়—ভাসমান হয়। ইহা দ্বারা প্রমাণীত হইতেছে যে, জগৎ মনোময়—মনেরই বিকার, কিন্তু অনিরুদ্ধমনা

বদ্ধকে তাহা বুঝান কঠিন। কিঞ্চিৎ বুঝিলেও, বিরুদ্ধসংস্কার বশাৎ—জগৎ সত্য বলিয়া দৃঢ় ধারণা থাকায়,তাহা তাহার প্রতীতি হয় না। যেমন অঙ্কুর হইতে নির্গত হইয়া বৃক্ষ পত্রাদি বাহিরে স্বীয় ভাব ধারণ করিতেছে, সেইমত পৃথ্বাদি সম্বলিত এইজগৎ সংস্কার রঞ্জিত মন হইতে মনের বিসর্গ * ধর্ম্মহেতু অধ্যাস বশাৎ উদ্ভূত হইয়া, বাহিরে তত্তৎ পদার্থাকারে ভাসমান হইতেছে। সুবর্ণে যেমন সুবর্ণত্ব এবং কটকত্ব উভয় ধর্ম্মই অবস্থিত, সেইমত মনে দৃশ্যত্ব এবং ব্রহ্মত্ব (চিৎ ও জড়) উভয় ধর্ম্মই বিদ্যমান, অর্থাৎ মন চিৎ ও অচিৎ উভয়াত্মক। যেমন সাগর হইতে উৎপন্ন তরঙ্গ একরূপে জলময়, অন্যরূপে জলময় নহে—বায়্বাদি উদ্ভূত সঞ্চালনময়। এ মনও সেইমত চৈতন্যদৃষ্টিতে ব্রহ্মময় এবং মনদৃষ্টিতে ব্রহ্মময় নহে—জগন্ময়। যাহারা জলের সত্তা বুঝিয়াছে, তাহাদের নিকট সমুদ্রতরঙ্গ, জলের অতিরিক্ত নহে, আর যাহারা তাহা বুঝে নাই, তাহাদের নিকট জল ও তরঙ্গ দুইটী বিভিন্ন পদার্থ। এই মতে, যাহারা মনের সত্তা বুঝিয়াছে, তাহাদের নিকট জগৎ মনোময়—মনের বিসর্গ ধর্ম্ম বা অধ্যাস মাত্র। যাহারা তাহা না বুঝিয়াছে, তাহাদের নিকট মন ও জগৎ দুইটী ভিন্ন পদার্থ। বদ্ধজীবের ইহা উপলব্ধির অবিষয়। কাজেই তাহারা ইহা অসম্ভব বলিয়া বোধ করে। বদ্ধ এবং পামর স্বর্ণ-সিংহাসনস্থ স্বর্ণ-প্রতিমা দেখিয়া প্রতিমা ও সিংহাসন

* বিসর্গ—বি (বিপরীত) + সর্গ (সৃষ্টি) সবিশেষ এই অধ্যায়ে "অধ্যাস বা বিসর্গের কথা"—দেখ।

দুইটী পৃথক্ বস্তু মনে করে, কিন্তু মুমুক্ষুর চক্ষে উভয়েই এক সুবর্ণ ধাতু বলিয়া প্রতিভাত হয়, সেইমত ব্রহ্মসত্তাক দ্বৈত প্রপঞ্চে জড়চেতনেরসমাবেশে—চেতন ও জড় নামক দুইটী পৃথক পদার্থরূপে আপাততঃ দৃষ্ট হইলেও, নিরুদ্ধমনা ব্যক্তির চক্ষে, একমাত্র নির্গুণ ব্রহ্ম—নিরাখ্যাত বা অনামক মনই বিসর্গ ধর্ম্ম বশাৎ—বিবর্ত্ত পরিণামে সরূপে—জগদাকারে ভাসমান বা উদ্ভাসিত। চন্দ্রাদি প্রতিবিম্বের জলাদির অপেক্ষাবৎ, মনের সঙ্কোচ বিকাচের অপেক্ষায় তুমিও জাগ্রদাদি আখ্যা প্রাপ্ত হও। এই জাগ্রদাদি অবস্থাত্রয় যে, তোমার মনেরই ভাব বিকার-বিশেষ হইতে সময়মতে উদ্ভূত হইয়া থাকে, তাহা কি তুমি কখন উপলব্ধি করিয়াছ? বোধ হয় না। জাগ্রতের সময় নিদ্রারূপ আবল্য আসিতে আরম্ভ করিলে, প্রথমতঃ তোমার দেহেন্দ্রিয়াদি অস্থির হইয়া পড়ে, তাহাদের প্রকাশ বা কার্য্য-কারিতা কমিয়া যাইতে থাকে,—কি যেন একটা পদার্থ আসিয়া ঝটিতি তাহাদের শক্তি হরণ করে, তাহারা যেন অভিভূত হইয়া অন্ধকারে লুকাইয়া যায়। ইহা মনের তমোভাব বিকার, মন যে দেহেন্দ্রিয়াদি ব্যতিরিক্ত হইয়াও, তাহাদের নিয়ামক এবং ব্যাপক তাহা ইহাদ্বারা বুঝিয়া লও। কিন্তু দেহাদি ব্যতিরিক্ত তুমি সদা জাগ্রৎ। অতএব জাগ্রৎ স্বপ্ন এবং সুষুপ্তি এ তিনই কল্পিত বা মিথ্যা। "তস্যত্রয় আবসথা স্ত্রয়ঃ স্বপ্নাঃ।" সুতরাং বলিতে হইতেছে যে, জগৎ থাকিলেই মন থাকিল। মন থাকিলেই ইন্দ্রিয়াদিও রহিল, কাজেই জাগতিক পদার্থাদির

দিকে মন অল্প বিস্তর আকর্ষিত হইবেই হইবে। অতএব সিদ্ধ হইল যে, এই ভাসমান প্রপঞ্চ বা জগৎ ব্রহ্ম স্বভাব। ব্রহ্ম স্বভাবই প্রপঞ্চ। মনই সেই স্বভাব বা প্রকৃতি। অতএব মনই এই জগৎ বা প্রপঞ্চ।

শিষ্য—ভাল, আপনি বলিতেছেন যে, এই প্রপঞ্চ বা মনই ব্রহ্ম প্রকৃতি, কিন্তু নির্গুণ ব্রহ্মে প্রকৃতিত্ব সিদ্ধ হয় কেমনে?

গুরু—মনই ব্রহ্ম প্রকৃতি—তাহা হইতে পারে, অসম্ভব নহে। সবিশেষ বলিতেছি শুন। কার্য্যরূপে বিক্রিয়মান অবস্থার নাম প্রকৃতি, সহজ কথায়, যাহা কার্য্যরূপে পরিণত হয়, তাহার নাম প্রকৃতি, যেমন ঘটের প্রকৃতি মৃত্তিকা, যেহেতু ঘট মৃত্তিকারই বিকার। এই প্রকৃতি বা বিক্রিয়মানত্ব, পরিণাম এবং বিবর্ত্ত ভেদে দ্বিবিধ। পরিণাম—পরি সর্ব্বতোভাবে নম্ ধাতুর অর্থ নমন বা অবতরণ, সর্ব্বতোভাবে অবতরণ অর্থাৎ সূক্ষ্মাবস্থা হইতে স্থূল বা দৃশ্যমান অবস্থায় আগমনই পরিণাম শব্দের অর্থ। যেমন দুগ্ধ হইতে দধি ইহা পরিণামবিকার। আর বিবর্ত্ত—বি অর্থ বিশেষ বা বিরুদ্ধভাব বৃৎ ধাতুর অর্থ বর্ত্তন (to exist) অতএব যাহা বিশেষরূপে বা বিরুদ্ধভাবে অবস্থিত তাহার নাম বিবর্ত্ত বিকার, যেমন রজ্জুতে সর্পদর্শন। ইতপূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, “মনোহি পুরুষঃ” অর্থাৎ সেই পুরুষ বা ব্রহ্ম মনোরূপে বিবর্ত্তিত হইয়াছেন। যেমন রজ্জু, রজ্জুই আছে, কিন্তু সর্পরূপে পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে, সেইমত ব্রহ্ম যেমন তেমনিই আছেন, অথচ মনরূপে—জগদাকারে ভাসমান। অতএব এই

ক্ষণে বলা যাইতে পারে যে, নির্গুণ ব্রহ্মে পরিণাম বিকার সম্ভব না হইলেও বিবর্ত্ত-বিকার অসম্ভব নহে। যেহেতু বিবর্ত্তবিকারে ব্রহ্মপ্রকৃতি মনেরই বিক্রিয়মানত্ব—জগদাকারে ভাসমানত্ব প্রদর্শিত হইল, অতএব সেই মনই ব্রহ্মপ্রকৃতি।

মন সূক্ষ্ম অহং শক্তি—চিজ্জড় উভয়াত্মক—পুরুষ হইতে মন বিবর্ত্তাকারে প্রকাশ পাইলে তাহা অপূর্ণ এবং পরিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। অপূর্ণ এবং পরিচ্ছিন্ন হইলেই, অর্থাৎ মন সম্বন্ধ-হেতু পরিচ্ছিন্ন চিৎ স্বরূপের অভিব্যক্তি প্রযুক্ত অথবা পুরুষের বা আত্মার পরিচ্ছেদাভিমান হেতু চিতে জড় দেখা দেয়। চিজ্জড়ের সমাবেশ হয়। ইহা মনের একটী বিশেষ ধর্ম্ম, ইহার নাম বিসর্গ বি (বিপরীত) + সর্গ (সৃষ্টি) অর্থাৎ বিপরীত সৃষ্টি। এবং ইহাই বিবর্ত্ত বা অধ্যাসের সামর্থ্য। সবিশেষ পরে বলিতেছি। এই আমি চিদাত্মা, জ্ঞানস্বরূপ, এইরূপ, যে কর্ত্তৃত্বাভিমান বা পরিচ্ছেদাভিমান, তাহাই মনোরূপ বৃক্ষের বীজ। চিদচিৎ অংশযুক্ত, সৃষ্টির প্রথম-সোপান বা বিকাশ। কারণ, আত্মার পরিচ্ছেদাভিমান বা অহং ভাবই সৃষ্টির কারণ, আর লোকেও দেখা যায় যে, সাংসারিক সমুদায় প্রবৃত্তির বীজ বা নিদানই অহংকার। অতএব বলিতে হয় যে, পরিচ্ছেদা-ভিমানাত্মক চিৎস্বরূপের অভিব্যক্তিই মন, সহজ কথায়, মন সূক্ষ্ম অহংশক্তি বিশেষ, মুলাজ্ঞান নামে অভিহিত এবং তাহা চিদচিৎ বা চিজ্জড় উভয়াত্মক। এবম্বিধ মনই জগদাকারে ভাসমান, তাই জগতে চিজ্জড়ের সমাবেশ দেখ, যেমন

বিষমিশ্রিত-অন্ন বিষ-নামেই অভিহিত হয়, সেইমত সমুদায় প্রবৃত্তিমূলক অহংকারকারণ মনকেই সমূহ জগতের কারণ বলিতে হয়। আত্মাভাসে মনের বিকাশ, মনের আভাসে ইন্দ্রিয়গণ এবং ইন্দ্রিয়াভাসে এই স্থূল দেহ। সহজ কথায়, আত্মা হইতে বিবর্ত্তাকারে মনের সৃষ্টি, মন হইতে সূক্ষ্মভূত এবং সূক্ষ্মভূত হইতে স্থূলভূত উৎপন্ন হইয়া জগদাকারে ভাসমান। সংক্ষেপতঃ 'অহং' এবং 'মম' এই দুই শব্দেই জগৎ ভাসমান এবং তুমিও ভাসিত। মনাদি দেহান্ত তাবৎ পদার্থই আত্মচৈতন্যে উদ্ভাসিত, তাই লোকে অগ্নিপ্রবিষ্ট লৌহকে অগ্নিবৎ গ্রহণ করার ন্যায়, এই স্থূল দেহকেই আত্মা বা আমি বলিয়া মানিয়া লয়। ইহাই দেহে আত্মভ্রান্তির কারণ, জগৎ বিকাশের হেতু। অহংকাররূপী মনই ইহার অব্যবহিত কারণ।

চৈতন্য এবং জড়ের পার্থক্য কথন ?—এই মনরূপী জগৎ চিজ্জড় বা চিদচিৎ উভয়াত্মক হইলেও চিৎ বা চৈতন্যই ইহার পূর্ব্বরূপ অর্থাৎ আগে চৈতন্য = চেতন। পশ্চাৎ জড়-জগৎ। চেতন সত্তায় জড়ের প্রতীতি। অতএব চেতন বা অধিষ্ঠান সত্তা নির্নিমিত্তক বা অনাপেক্ষিক, আর জড় নৈমিত্তিক বা আপেক্ষিক। জড় এবং চৈতন্যে যে বিরুদ্ধধর্ম্ম উপলব্ধি করিতেছ, উহা পারমার্থিক নহে, ব্যবহারিক। ব্যবহারক্ষেত্রে—সংসারদশায় অর্থাৎ প্রবুদ্ধ হইবার আগে, মন নিরুদ্ধ হইবার পূর্ব্বে, এই প্রকার উপলব্ধি হইয়া থাকে। মন নিরুদ্ধ হইলে, একমাত্র চৈতন্যই অবশিষ্ট থাকে। তৎকালে জড় থাকিলেও, নিরুদ্ধমনার

সম্বন্ধে অগ্রহণহেতু তাহার পৃথকত্ব কিছু উপলব্ধি হয় না। সুতরাং থাকিয়াও নাই বলিয়াই বোধ হয়। প্রকৃতপক্ষে জড় ও চৈতন্যে যে কি ভেদ,বন্ধ বা বিষয়ী তাহা বিনির্ণয়ে সম্যক অনুপযুক্ত। জ্ঞানের বিপরীত অজ্ঞান এই লৌকিক সংজ্ঞাবৎ, চৈতন্য জড়ের বিপরীত,এ কথা বলা ধৃষ্টতা এবং বিড়ম্বনামাত্র। তুমি কেমনকরিয়া জানিলে যে, চৈতন্য জড়ের বিপরীত বস্তু ? আত্মার (চৈতন্যের) অস্থি মাংসাদি নাই এবং মানবচক্ষুর অগোচর, কেবল ইহাদ্বারা আত্মার পূর্ণ অজড়ত্ব প্রমাণীত হয় না,কারণ অস্থিমাংসাদির অসদ্ভাব এবং চর্ম্মচক্ষুর অগোচরত্ব গুণ সকল বায়ু এবং তড়িৎ সম্বন্ধে পূর্ণভাবেই প্রযুক্ত হইতে পারে, অথচ তাহারা জড় বলিয়াই প্রথিত। আর 'কারণভাবাৎ কার্যাভাবঃ' অর্থাৎ জগৎকারণ-রূপ চৈতন্যের সহিত জড়ের বা কার্য্যজগতের নিত্য সত্তা সামান্যের অভেদ রহিয়াছে অর্থাৎ উভয়ে সমান কারণতঃ—একই চৈতন্য নিত্য বিরাজিত। জড়ের মধ্যে নিত্য চৈতন্যসম্বন্ধ বিদ্যমান। অপিচ, জড়ের একটা পর্য্যায়িক নাম প্রকৃতি অর্থাৎ প্র (পূর্ব্ববর্ত্তী)+কৃতি (কারণ), এমতাবস্থায় জড় চৈতন্যের যে কি ভেদ,অনিরুদ্ধমনা তোমার পক্ষে তাহা নিরূপণ করা দুঃসাধ্য। ভেদ বুঝিতে চাও, মন নিরুদ্ধ কর। উভয়ের পার্থক্য অনায়াসে উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইবে। অন্যথা নহে। গুণ (সত্ত্ব, রজঃ এবং তমঃ) বা শক্তিরই সত্তা তুমি উপলব্ধি করিয়া থাক এবং ঐ গুণ বা শক্তি হইতে উহার আধারস্বরূপ জড় পদার্থের কল্পনা কর। অতএব জড় জ্ঞান লৌকিক। যদি তুমি কাষ্ঠ পাষাণাদি

জড় বিধায় ব্রহ্ম হইতে অতিরিক্ত বোধ কর, তাহা হইলে উহারা চেতন কিম্বা জড় দুয়ের একটীও হইতে পারে না। চৈতন্য না থাকিলে, আবার কাষ্ঠ পাষাণাদির উপলব্ধি হয় না, কেননা, পরস্পর সাদৃশ্য সম্বন্ধ না থাকিলে অর্থাৎ উভয় পদার্থে চৈতন্য না থাকিলে উপলব্ধিই অসম্ভব। যেহেতু চৈতন্য স্বয়ংই জ্ঞান স্বরূপ এবং বস্তু জ্ঞানের নিদান। পাষাণাদিকে কেবল জড় বলিয়া স্বীকার করিলে, উহাতে চৈতন্য নাই বলিতে হইবে, সুতরাং উহার জ্ঞান কিরূপে হইবে? পক্ষান্তরে, কাষ্ঠ পাষাণাদি ত লোকে প্রত্যক্ষ করিতেছে, লোকের জ্ঞানগোচর হইতেছে। আর জড়ের সহিত চৈতন্যের সত্তা সামান্যের অভেদ রহিয়াছে, অর্থাৎ উভয়ে সমান কারণতা রহিয়াছে, সহজ কথায়, একটী মৃত্ত পদার্থে যে জড়চেতনের সমাবেশ দেখ, তাহাদের উভয়ের কারণ ভূমা বা ব্যাপক চৈতন্য, কেননা, চৈতন্যই জগতের পূর্ব্বরূপ, জড় পররূপ, অর্থাৎ ভূমা চৈতন্যে, তোমার মনের বিসর্গধর্ম্মবশাৎ বা অধ্যাসবলে তুমি জড় দেখিয়া থাক। অতএব সাদৃশ্য সম্বন্ধে সাম্যভাবাপন্ন বস্তুদ্বয়ের যখন উপলব্ধি স্থির হইল অর্থাৎ উভয় পদার্থে চৈতন্য না থাকিলে যখন উপলব্ধি অসম্ভব হয়, তখন উপলব্ধির বিষয় নিখিল পদার্থই অজড় বলিয়া জানিবে—চৈতন্যই একমাত্র বস্তু বলিয়া বুঝিবে। যখন চিৎ বা চৈতন্য চৈত্যরূপে (পরিচ্ছিন্নরূপে) কল্পিত হইয়া মন হয়, তখনই উহার চিদংশ অজড় ও চেত্যাংশ জড়। এই চিদংশই—বোধাংশ—বস্তু উপলব্ধির কারণ এবং চেত্যাংশ জড়রূপে দৃষ্ট হয়, অতএব নিরুদ্ধা-

বস্থায়—সম্যক্ দর্শনে জড় বলিয়া পদার্থ থাকে না, এক চৈতন্যই সর্ব্বত্র বিরাজিত; অতএব সিদ্ধ হইল যে, পদার্থের জড়ত্ব এবং দ্বিত্ব বোধ সাজ্ঞান বিজৃম্ভিত—অনিরুদ্ধ মনের কার্য্য।

মনই মুল অজ্ঞান বা মায়ার স্বরূপ—ইতিপূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, মন আত্মাভাসে উদ্ভাসিত, সুতরাং তাহা অপূর্ণ এবং পরিছিন্ন। যাহা অপূর্ণ এবং পরিছিন্ন তাহা বিনাশশীল, তাহা মিথ্যা। পক্ষান্তরে ঔপাধিক, পরিছিন্ন শক্তিই মিথ্যাজ্ঞানের কারণ, সুতরাং পরিছিন্ন শক্তি এবং মিথ্যা জ্ঞান একই কথা। মন পরিছিন্ন শক্তি, সুতরাং তাহা এই মিথ্যা জ্ঞানের বা অজ্ঞানের কারণস্বরূপ। এই মিথ্যা জ্ঞানের অপর পর্য্যায় বৃত্ত্যধীন জ্ঞান। জাগতিক বা সাংসারিক যাবতীয় জ্ঞানই এই বৃত্ত্যধীন জ্ঞান বা মন হইতে সম্ভূত। সুতরাং বলিতে হয় যে, মনই সমুদায় ভেদ-জ্ঞানের কারণ—দ্বৈত বুদ্ধির হেতু। মনোমূলক এই মিথ্যা জ্ঞান তাত্ত্বিক এবং প্রাধানিক ভেদে দ্বিবিধ। অনিত্য এবং অনাত্ম স্থুল ভূতাদির জ্ঞান—জাগতিক ভেদ জ্ঞান এই তাত্ত্বিক মিথ্যাজ্ঞানমূলক। এই জ্ঞান আরও কিঞ্চিৎ পরিছিন্নত্ব বা স্থূলত্ব প্রাপ্ত হইলে, শুক্তিতে রজৎ দর্শন, স্থাণুতে (মুড়াগাছে) পুরুষ ভ্রম হয়। ইহা প্রাধানিক বা প্রসিদ্ধ মিথ্যা জ্ঞান—অধ্যাস নামে খ্যাত। এই অধ্যাসের কথা পরে বলিতেছি। এবম্বিধ মন লইয়াই জীব জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, জগতের জন্ম হইয়াছে, সুতরাং বলিতে হয়, জাগতিক সমুদায় জ্ঞানই মনোমূলক —মন হইতে উদ্ভূত। ইহা (মনোমূলক অজ্ঞান) অদ্বৈত

জ্ঞানের তুলনায়, পরমার্থতঃ মিথ্যা হইলেও, জাগতিক বুদ্ধিতে অর্থাৎ বদ্ধাবস্থায় বা মনের অনিরুদ্ধাবস্থায় এই মিথ্যাজ্ঞান-কেই সত্য বলিয়া গ্রহণ করাই জীবের প্রকৃতি। তাই অনিরুদ্ধ-মনা বা বদ্ধ তুমি, ইহার যাথার্থ্য নিরূপণ করিতে পার না, সহজ কথায়, মিথ্যা জ্ঞানকে মিথ্যা বলিয়া বুঝ না। অথচ এবম্বিধ অজ্ঞানের বা অজ্ঞানযুক্ত মনের বলে, তুমি সমুদায় সংসার কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাক। বিচারপতিরূপে—সত্যমিথ্যার বিচার কর! প্রচারকরূপে সত্যধর্ম্মের উপদেশ কর। যাজকমূর্ত্তিতে যজমানকে স্বর্গে তুল! আরও কত কি করিয়া থাক, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। কিন্তু যে দিন, এই মিথ্যাজ্ঞান বহুজন্মের সুকৃতি বলে—গুরু প্রসাদাৎ মনোনিরোধ দ্বারা প্রকৃতই মিথ্যা বলিয়া বোধ হইবে, সে দিন তাবৎ জাগতিক ব্যবহার অচল হইয়া যাইবে। সব ক্রিয়াদি স্থগিত হইবে। তাহাই পারমার্থিক সত্য জ্ঞান, মনের বা মিথ্যাজ্ঞানের আশ্রয়রূপে লুক্কায়িত এবং অদ্বৈতজ্ঞান নামে অভিহিত। তাহা জাগতিক যাবতীয় দ্বৈত জ্ঞানের নিবর্ত্তক এবং পরমানন্দপ্রদ। যে পর্য্যন্ত জীবে স্বরূপসিদ্ধিরদ্বারা এই অদ্বৈত জ্ঞানের স্থিতিলাভ না হয়, তাবৎ মনোমূলক মিথ্যা জ্ঞানকেই সত্য ভাবিয়া সংসার যাত্রা নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে। ইহাই জীবের স্বভাব, তাহার জীবত্ব এবং সংসারিত্বের হেতু। পক্ষান্তরে, কোন নিরুদ্ধমনা বা সমাহিত-মনা ব্যক্তি কৃপা পরবশ হইয়া তোমার এবম্বিধ আচরণের দোষ দেখাইয়া দিলেও, তোমার প্রমত্ত মন তোমাকে তাহা বুঝিবার

অবসর দেয় না। অতএব সিদ্ধ হইল যে, মনোহ্যবিদ্যা ভব বন্ধ হেতুঃ অর্থাৎ মনই মুল অজ্ঞান, মায়া বা অবিদ্যা নামে কথিত এবং সংসার বন্ধনের হেতু।

অধ্যাস বা বিসর্গের কথা—মনের বিসর্গধর্ম্ম এবং অধ্যাস একই অর্থের দ্যোতক, পার্থক্য কেবল শব্দ বিন্যাসে। সবিশেষ বলিতেছি শুন। মহাভারত মোক্ষধর্ম্ম প্রকরণে মনের এই দশটী পর্য্যায়িক নাম লিখিত আছে যথা—(১) মহান বা প্রকৃতি, (২) মতি (৩) ব্রহ্মা (৪) পূর্ব্ববুদ্ধি (৫) খ্যাতি (৬) ঈশ্বর (৭) প্রজ্ঞা (৮) সংবিৎ (৯) চিতি এবং (১০) স্মৃতি, একই মন এই দশটী বিভিন্ন নামে শাস্ত্রাদিতে অভিহিত হইয়াছে। তাই কেহ মনকে ব্রহ্মা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, কেহ ঈশ্বর বলিয়াছেন, কেহ বা প্রকৃতি নামে আখ্যাত করিয়াছেন। আর এই মনের নয়টী গুণ বা ধর্ম্মের কথাও মহাভারতে উল্লিখিত আছে যথা—(১) ধৈর্য্য (২) উপপত্তি (৩) ব্যক্তি (স্মরণ বা আমি চিদাত্মা বলিয়া বোধ) (৪) বিসর্গ অর্থাৎ বিপরীত সৃষ্টি বা ভ্রান্তি (৫) কল্পনা (৬) ক্ষমা (৭) সৎ (বৈরাগ্যাদি) (৮) অসৎ (রাগাদি) এবং (৯) আশুতা (চঞ্চলতা)। এক পদার্থে অন্য পদার্থের ও তৎ ধর্ম্মের অবভাসকেই অধ্যাস কহে। যেমন রজ্জুতে সর্প দর্শন। স্থাণুতে (মুড়াগাছে) পুরুষভ্রম ইত্যাদি। রজ্জু থাকিলেই, যেমন সংস্কার বা কল্পনা বলে তাহাতে সর্পাদির জ্ঞান সমুপস্থিত হইয়া থাকে, সেইমত মনের যে শক্তি পরিকল্পনা দ্বারা ব্রহ্মরূপ সদায়তনে বা সৎপ্রতিষ্ঠায় জগৎরূপ বিকার সংস্থানাদির

প্রতীতি হইয়া থাকে তাহার নাম অধ্যাস। সুতরাং এই অধ্যাস মনেরই একটী ধর্ম্ম। ইহার অপর নাম বিসর্গ বি (বিপরীত)+সর্গ (সৃষ্টি) অর্থাৎ বিপরীত সৃষ্টি। বলা বাহুল্য যে, ঈদৃশ বিকারসংস্থান প্রতীতি হেতু সতে (ব্রহ্মপদার্থে) কোন দোষ সংস্পৃষ্ট হয় না, কেননা, বিকার জাত পদার্থমাত্রেই বাক্যের অবলম্বন মাত্র, ব্যবহার কালে সত্যবৎ প্রতীতি হইলেও পরমার্থতঃ মিথ্যা। সৎই একমাত্র সত্য, অতএব জগৎ ব্যবহারিক সত্য—পরমার্থতঃ মিথ্যা। জগৎ মিথ্যা—একথা স্থূল দৃষ্টিতেও ভ্রমাত্মক বলিয়া বোধ হয়। কার্য্যতঃ হয়ও তাই। তাই বদ্ধ বা বিষয়ী ব্যক্তিগণ জগৎকে অনিত্য বলে, কিন্তু মিথ্যা বলিতে প্রস্তুত হয় না। অপিচ, জগৎ আদিতেও ছিল না এবং অন্তেও থাকে না। কেবল মধ্যবর্ত্তী কালে বিকশিত মাত্র। একই পদার্থের আদি এবং অন্ত মিথ্যা হইলে, মধ্য সত্য হয় কেমনে? মনের বিসর্গ বা অধ্যাস ধর্ম্মবশাৎ ব্যবহারকালে সত্যবৎ বোধ হইলেও পরমার্থতঃ মিথ্যা।

এই অধ্যাস বা বিসর্গ মনোমূলক—মনেরই অবান্তর ব্যাপার বিশেষ। মিথ্যাজ্ঞান নামে কথিত। ইহা সর্ব্বানর্থের মূল, সংসার প্রবর্ত্তের কারণ, জগৎ সত্যত্ব প্রতীতির হেতু। এবং অজ্ঞান, মায়া, অবিদ্যা ইত্যাদি বিবিধ নামে আখ্যাত। ইহা মনোমূলক বলিয়া মনের স-রূপ (জড় বা জগন্ময় রূপ) উদ্ভিন্ন হইলে, মন নিরোধ করিলে, দ্বৈত প্রপঞ্চের প্রবিলয়ে—জগৎ বিকাশের অভাবে, একাত্মসত্বার প্রকাশে, ইহার প্রভাব সহজেই

মন্দীভূত বা লুপ্তবৎ হইয়া যায়, তখন জগৎরহস্য ভিন্ন হয়। সহজ কথায়, অধ্যাস পদার্থটী কি এবং কেন হয়? ইহা সম্যক অবগত হইতে হইলে মনোনিরোধ প্রয়োজন। তাই অনিরুদ্ধ-মনা বদ্ধ ইহার বিষয় কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া, জগৎবৈচিত্র্য দেখিয়া কেবল চকিত হয় মাত্র। সুতরাং সৃষ্টিরহস্য তাহার নিকট রহস্য রূপেই রহিয়া যায়—উদ্ভিন্ন হয় না। তবে এখানে একথা বলা আবশ্যক যে, এই অধ্যাস বা মিথ্যা জ্ঞানের আধারটী সত্য, কিন্তু প্রতীতি মিথ্যা। মনে কর, যেমন রজ্জুতে সর্পজ্ঞান। এখানে রজ্জুরূপ আধারটী সত্য, কিন্তু সর্প প্রতীতি মিথ্যা। প্রতীতি মিথ্যা হইলেও, সর্প দ্রষ্টার কিন্তু সর্পদর্শনজনিত ভীতি হেতু স্বেদ কম্পাদি হইয়া থাকে, অর্থাৎ দর্শন মিথ্যা হইলেও, দর্শন ফলে, সত্যবৎ কার্য্যাদি কিন্তু হইতে দেখা যায়। বলা বাহুল্য যে, মিথ্যাদর্শীর এইমতে স্বেদ কম্পাদি রূপ ভোগ হইয়া থাকে, কিন্তু সম্যকদর্শী, যাহার বস্তু জ্ঞান সত্য, অর্থাৎ যে রজ্জুকে রজ্জুই দেখে, তাহার স্বেদ কম্পাদিরূপ দুঃখভোগ অসম্ভব। অতএব বলা যাইতে পারে যে, মিথ্যাদর্শনজনিত উপভোগ সম্যক্‌দর্শনে সংস্পৃষ্ট হয় না, সহজ কথায়, মিথ্যা দর্শীর ভোগ সম্যকদর্শীকে লাগে না। এই রজ্জু সর্প অধ্যাস ন্যায়ে বলা যাইতে পারে যে, অনিরুদ্ধ মনা বদ্ধ এবং পামর ব্যক্তিগণ ব্রহ্মাধ্যস্ত মনোময় জগৎ দেখিয়া হা হতোস্মি করিয়া মরে, যেহেতু তাহারা মিথ্যাদর্শী। আর নিরুদ্ধমনা মনোময় জগদাধার ব্রহ্মবস্তুকে সন্দর্শন করিয়া নিরতিশয় সুখানুভব করিয়া থাকে,

যেহেতু তাহারা সম্যকদর্শী। সম্যকদর্শী, সমাহিত বা নিরুদ্ধ-মনা—সুতরাং অমনা। সম্যকজ্ঞানে একত্ব বা অভেদ-দর্শন হেতু নিরূপভোগ, আর মিথ্যা জ্ঞানে বহুত্ব বা ভেদদর্শন হেতু উপ-ভোগ। অতএব বলা যাইতে পারে যে, সাংসারিক সমস্ত অনর্থের হেতু এই অধ্যাস বা বিসর্গের কারণ মন। এবম্বিধ অধ্যাস বা মিথ্যা জ্ঞানযুক্ত মন লইয়া জীব জন্মগ্রহণ করিয়াছে। এই মনের জন্যই জীবের জীবত্ব, সুতরাং অধ্যাস জীবের সহজাত। যাহার মন আছে, তাহার অধ্যাস আছে; আর যাহার মন নাই যে অমনা হইয়াছে—উপায় বলে অমনীভাব* সম্পাদন করিয়াছে, মন ধাতু যাহার প্রসন্ন হইয়াছে, তাঁহার অধ্যাস দূর হইয়াছে। তিনি বীতশোক হইয়াছেন। সুতরাং তাঁহার সম্বন্ধে (জগৎ উপলব্ধি রূপ) ভোগাদি অসম্ভব। তাঁহারই স্বরূপসিদ্ধি সমধিগত হইয়াছে। তিনি ভূদেব বা বিশ্বদেব নামে খ্যাত এবং সতত পূজার্হ। ঐশ্বর্য্যকামী গৃহীগণ পাদপ্রক্ষালন, নমস্কার এবং শুশ্রুষাদিয় দ্বারা সতত ইঁহাদের পূজা করিবে।

শিষ্য—লোকে দেখা যায় যে, দৃষ্ট বা প্রত্যক্ষীভূত পদার্থেই অধ্যাস হইয়া থাকে। যে পদার্থের কোন সংস্কার নাই, যাহা কখনও প্রত্যক্ষীভূত হয় নাই, এ প্রকার অপ্রত্যক্ষীভূত আত্ম বস্তুতে অধ্যাস হয় কেমনে?

---

* অমনীভাব কাহাকে বলে? সবিশেষ ৪র্থ অধ্যায়ে "বৃত্তি-নিরোধোপায়ের" টিপ্পনী দেখ।

গুরু—তাহা হইতে পারে। অসম্ভব নহে। সবিশেষ বলিতেছি শুন। আত্মা অবিষয় সত্য, কিন্তু যে প্রকারে তাঁহাতে বিষয়ের বা বিষয়ধর্ম্মের অধ্যাস হইয়া থাকে, তাহা বলিতেছি—আত্মা যে নিতান্ত অবিষয়, কোন প্রকারে বিষয় বা জ্ঞান গোচর নহেন, তাহা বলিতে পার না। আত্মজ্ঞান আছে, তাহা অস্মৎ প্রত্যয়ের গোচর অর্থাৎ এই জীবাবস্থায় তাহাতে আমি এই মত ভাবের গোচরতা আছে, আর প্রত্যাগাত্মা বা অন্তরাত্মারূপে প্রসিদ্ধ বা ভাসমান—বলিয়া অপরোক্ষতা ও আছে। সহজ কথায়, আত্মা যখন "অহং" আমি এইমত জ্ঞানের বিষয়, তখন আর তাঁহাকে একান্ত অবিষয় বল কেমনে? এবং তাহা উৎপন্ন জ্ঞান ও নহে; অধিকন্তু আত্মা পরোক্ষ বা অপ্রত্যক্ষ, একথা ও বলিতে পার না। কারণ চৈতন্যমাত্র স্বভাব আত্মা প্রকৃতপক্ষে নিরুপাধিক এবং অবিষয় হইলেও, মন (অজ্ঞান) কল্পিতে "অহং" উপাধির দ্বারা বিষয়ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন—অহং জ্ঞানের গোচরীভূত হইয়াছেন। জীবের সমাহিত অবস্থায়—বিবেককালে— অনধ্যাস সময়ে, তিনি নিরু-পাধিক বা নিরংশ,—কিন্তু অবিবেককালে—ব্যুত্থান বা অসমাহিত অবস্থায়—অধ্যাস সময়ে, তিনি সোপাধিক এবং সাংশ। ইহা দ্বারা আরও বুঝা যাইতেছে যে, আত্মা "অহংজ্ঞানগম্য" কদাপি ইদং জ্ঞানগম্য নহেন। কারণ, অহং জ্ঞানের গোচর এক এবং ইদং জ্ঞানের গোচর বহু। আর সেই অসঙ্গআত্মা অহং জ্ঞানের যোগেই জীবরূপে প্রতীয়মান, এটা ও স্মরণ রাখা উচিত।

আর এক কথা, যাহা চক্ষুরাদির দ্বারা প্রতীতি বা গ্রাহ্য হয়, তাহাই প্রত্যক্ষ, এবং এইমত প্রত্যক্ষেই বিষয়ান্তরের অধ্যাস হইয়া থাকে, অন্যত্র হয় না। এমন কিছু নিয়ম নাই। মনেকর, আকাশ। আকাশ পদার্থ চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ না হইলেও, তাহাতে অজ্ঞজনগণ নিলীমাদির আরোপ করিয়া থাকে। তোমার এই স্থূল দেহ পরিচ্ছিন্ন, ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ। ইহা বুঝাইবার জন্য যেমন প্রমাণান্তরের আবশ্যক হয় না, সেইমত আত্মা সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ না হইলেও তোমার অন্তরতমত্ব বিধায় একবারে অপ্রত্যক্ষ নহেন, তবে তাহা বুঝা অবশ্য অনুষ্ঠান সাপেক্ষ। অনায়াস গম্য নহে। শ্রোত্রিয় ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর নিদেশমতে কতকদিন যথামত অনুষ্ঠান করিলেই তাহা তুমি উপলব্ধি করিতে পারিবে। তোমার সামান্য স্মৃতি জাগরিত বা উদ্রিক্ত হইবে বিশেষ স্মরণে পরিণত হইবে। তুমি কৃতার্থ হইবে। কারণ, সকলেরই আত্মবিষয়ক সামান্য স্মরণ আছে, যেহেতু সামান্যের বাধ্ কখন হয় না।

জাগতিক সমূহশাস্ত্রের অধ্যাসমূলকত্ব কথন—দেহেন্দ্রিয়াদির উপর অহং মমাদি ভাব ন্যস্ত না হইলে, সহজ কথায়, দেহেন্দ্রিয়াদির অভিমান পরিত্যক্ত হইলে,—জীবভাব ও তৎ কর্তৃত্বাদি কিছুই থাকে না। জীবভাব না থাকিলে, চক্ষুরাদির বিষয় গ্রহণে প্রবৃত্তি হয় না। ইন্দ্রিয়গণ নিরাশ্রয়ে—দেহাদির আশ্রয় ব্যতীত কার্য্য করিতে পারে না। ইন্দ্রিয়দিগকে ছাড়িয়া দিলে অর্থাৎ অহং মমাদি জ্ঞান

বর্জ্জিত হইলে, কি দিয়া কেমন করিয়া দেখিবে এবং শুনিবে? সহজ কথায়, স্থূলদেহের অস্তিত্ব (জ্ঞান) ভুলিয়া গেলে, ইন্দ্রিয়গণ কোথায় থাকিয়া, কি করিয়া আপনাপন কার্য্যাদি করিবে? যেদেহে অহং মমাদি জ্ঞান নাই—নিবৃত্ত হইয়াছে, সে দেহের দ্বারা কোন জীব কি কোন কার্য্য করিতে পারে? কথনই না। তাদৃশ দেহ নিশ্চেষ্ট বা নির্ব্ব্যাপার থাকে। সমাধি, সুষুপ্তি এবং মূর্চ্ছাকালে দেহাদিতে "অহং" মমাদি জ্ঞান থাকে না, সে জন্য তৎকালে জীবভাব ও লুপ্ত থাকে। সুতরাং ইন্দ্রিয়-গণ ও সে সময় নিশ্চেষ্ট এবং নির্ব্ব্যাপার থাকে। ইহা দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছ যে, অসঙ্গ-আত্মা অহংবৃত্তির যোগে জীব হইয়াছেন, এবং ইন্দ্রিয়াদিতে অধ্যাসিত হইয়া তদাশ্রিত অঙ্গদিগকে পরিচালন করিয়া থাকেন। অতএব বলা যাইতে পারে যে, অধ্যস্ত ভাব ব্যতীত অসঙ্গস্বভাব আত্মার কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্বাদি সম্ভব হয় না। আর কর্তৃত্ব বোধ ব্যতীত যথন প্রমাণাদির প্রবৃত্তি দেখা যায় না, তথন ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য যে, প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ ও বেদাদি শাস্ত্র সমুদায়ই অজ্ঞান (মন) আশ্রিত জীবের বিষয়—জীবভাবের অন্তর্গত। অনুষ্ঠান দ্বারা দেহে অহং মমাদি জ্ঞান নিবৃত্ত জীব বা জ্ঞানী স্বীয় সমাহিত অবস্থার স্মৃতিবলে, ব্যুত্থান কালে, অহং মমাদির যোগে, সংক্ষেপতঃ জীবভাবে সমাধি স্মৃতি ফল সমূহ ইচ্ছা হইলে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিতে পারেন বা করিয়া থাকেন, তাই সমাজে সত্য গ্রন্থের প্রচার। সুতরাং বলিতে হয় যে, ভূগোলস্থ অখিল সদ্‌শাস্ত্র সমাহিতের

ব্যুত্থানকালে পরিকল্পিত বা লিখিত। অতএব বলা যাইতে পারে যে, শাস্ত্রীয়, অশাস্ত্রীয় সমুদায় ব্যবহারই জীবাশ্রিত হেতু অজ্ঞান মূলক বা মনকল্পিত। সুতরাং উহাদের ব্যবহারিক ব্যতীত পারমার্থিক সত্যতা নাই। তবে পারমার্থিক সত্যের কতকটা দ্যোতক বলিতে পার। পারমার্থিক সত্যজ্ঞানের উদয়ে বা প্রকাশে (যেহেতু এ জ্ঞান জন্মেনা, মনের পরিণামে বা নিরোধ জন্য অভিব্যক্তিতে) বেদ অবেদ হইয়া যায়। তত্র বেদা অবেদা ভবন্তীতি। কবির বলিয়াছেন—বেদ নকল কহে যো জানে"। ঈদৃশ সমাহিত ব্যক্তিই ব্রহ্মবিদ। ব্রহ্মবিদ্ ও ব্রহ্মে অভেদ বপু—এক। ব্রহ্মবেদ ব্রহ্মৈব ভবতি ই ইহার প্রমাণ। জ্ঞানী ও আমি উভয়ে অভিন্নদেহ—এক। জ্ঞানী ত্বাত্মৈব মে মতং। এবম্বিধ জ্ঞানী বা আপ্তপুরুষের বাক্যই বেদ। তাই বেদ ব্রহ্ম বাক্য। কেবল বেদ কেন? সমাহিতের বাক্যই ব্রহ্মবাক্য, বেদ, বাইবেল, কোরাণ, পুরাণ স্থানীয়। তবে বেদে কিম্বা বাইবলে কি অসমাহিতের বাক্য নাই? এই জন্যই সকল সমাজে সমাহিতের বা আপ্ত পুরুষের বাক্যের এত সমাদর। তা হওয়াই উচিত। কিন্তু বর্ত্তমানে—এই বিংশ শতাব্দীর সভ্য সমাজে, অধিকাংশ স্থলেই এ বিধির বিপর্য্যয় দেখা যায়। এখন সমাহিত জ্ঞানীগণ, ঋষি, মুনি আচার্য্যগণ "old fool" এর মধ্যে পড়িয়াছেন বলিলেই হয়। শিশ্নোদর পরায়ণ অসমাহিতমনা বদ্ধ বা বিষয়ী রাম শ্যাম, হগ্ ডগ্, হিদার দিদার প্রভৃতি এখন সমাহিত জ্ঞানীদিগের আসন গ্রহণ করিয়াছে, প্রায় সকলদেশের

সর্ব্বত্রেই,এই মত দেখা যায়। এবং তাহাদিগের লিখিত পুস্তকাদিই এখন সমাজে সমধিক সমাদৃত।

ব্রহ্মবিদ্যা এবং ব্রহ্মবিদ্‌গুরুর কথা—ব্রহ্মবিদ্যা লাভার্থ মনোনিরোধের পূর্ব্বে আত্মসংস্থ হওয়া আবশ্যক, যেহেতু ইহা নিরোধযোগের, রাজযোগের * বা স্বরূপসিদ্ধির প্রশস্ত রাজপথ। আবার আত্মসংস্থের জন্য অর্থাৎ তাহার ক্রমটী যথাযথভাবে অবগত হইবার জন্য দেহাদি ব্যতিরিক্ত প্রত্যক চৈতন্যকে জানা আবশ্যক, আর এই প্রত্যক চৈতন্যকে নিঃসংশয়িতভাবে বিদিত হইবার জন্য গুরুকরণ অবশ্যপ্রয়োজনীয়, কেননা, ব্রহ্মবিদ্ গুরু দেহাদির আত্মত্ব প্রত্যাখ্যান করিয়া, যাহা অবশিষ্ট থাকে সেই প্রত্যক (সর্ব্বদেহ ব্যাপী) চৈতন্যকে দেখাইয়া দেন। নারদই ইহার দীপ্যমান প্রমাণ। শাস্ত্রজ্ঞ নারদ অশেষ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া ও দেহাদি ব্যতিরিক্ত অথচ সর্ব্বদেহব্যাপী সেই প্রত্যক চৈতন্যকে জানিতে পারেন নাই, ব্রহ্মবিদ্ হইতে পারেন নাই। যেহেতু মন্ত্রবিদ্ (বহু শাস্ত্রজ্ঞ) হইলেই ব্রহ্মবিদ্ হয় না। অতএব মূর্খের কথা কি বলিব, শাস্ত্রজ্ঞ ও কদাপি স্বতন্ত্রভাবে (গ্রন্থ পড়িয়া নিজে নিজে) ব্রহ্মতত্ত্বান্বেষণ করিবে

---

* রাজযোগের বিশেষ বিবরণ ৪র্থ অধ্যায়ে "বৃত্তিনিরোধেস্বরূপের প্রকাশ বা রাজযোগ" দেখ।

না। ব্রহ্মবিদ্ আচার্য্যের নিকট হইতেই তাহা জ্ঞাত হইবে। ইহাই বিধি। ইহাই বেদোপনিষৎ। সেই ব্রহ্মবিদ্ ঋষি, মুনি এবং আচার্য্যদিগের ক্রমে ক্রমে অন্তর্ধান হেতু, আচার্য্য পরম্পরাগত ব্রহ্মবিদ্যা ছিন্নসম্প্রদায় হইয়া কালে লুপ্তবৎ হইয়া যাইবে, তাহা অনুমান করিয়াই আচার্য্য যাস্ক তাঁহার নিরুক্ত গ্রন্থে ইহার ঈঙ্গিত করিয়া গিয়াছেন, গ্রন্থ বাহুল্য হেতু তাহা আর এখানে উদ্ধৃত করা গেল না। আচার্য্যের বহুশতাব্দী পূর্ব্বে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার সময়ে অনেক ঋষি, মুনি জীবিত থাকিলেও গীতায় (৪র্থ অধ্যায় দেখ) ঠিক্ আচার্য্য প্রোক্ত অভিমতই প্রকাশ করিয়াছেন, সুতরাং বলিতে হয় যে, আজ প্রায় পাঁচ হাজার বৎসর হইল গুরু বা আচার্য্য পরম্পরাগত ব্রহ্মবিদ্যা সমগ্রভারতে ছিন্ন সম্প্রদায় হইয়াছে। বলা বাহুল্য যে, তাৎকালিক সমাজেও ব্রহ্মবিদ্‌গুরু বিরল হইয়াছিল। ইহা শ্রীভগবানের শ্রীমুখেরই উক্তি। কিন্তু বর্ত্তমান ভারতে,এই বিংশ শতাব্দীর সুসভ্য সমাজে, ইহার বিপরীত দেখা যাইতেছে। এখন হাটে ঘাটে, মাঠে পুলপিঠে, গুরু গড়াগড়ি যাইতেছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সমধিক আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, বর্ত্তমান সমাজে যিনি ব্রহ্মচারী বলিয়া পরিচয় দেন, তিনিও গুরু। যিনি গৃহী তিনিও গুরু। বনী থাকিলে তিনিও নিশ্চিত এ কাঞ্চন সুযোগ ছাড়িতেন না। যত আশ্রমী সকলেই সুযোগমতে গুরু সাজিয়া বসিয়াছে। এবং শিষ্য সংগ্রহার্থে বিবিধ কৌশল অবলম্বন করিতেছে। শাস্ত্র কিন্তু বলেন, যিনি

কোন আশ্রমীই নহেন—অত্যাশ্রমী বা অতিবর্ণাশ্রমী, তিনিই উত্তম গুরু। *

শ্রোত্রিয়ব্রহ্মনিষ্ঠই প্রকৃতি গুরু—মুণ্ডকোপনিষদে লিখিত আছে যে, এই সংসার অনিত্য, ঈদৃশ সংসারের কৃত-কর্ম্মাদির দ্বারা অকৃত পরমাত্মা কদাপি লভ্য হন না। ইহা পুনঃ পুনঃ বিচার করিয়া বৈরাগ্য দৃঢ় কর। শমদমাদি সম্পন্ন হও, তদনন্তর ব্রহ্মবিদ্যা লাভার্থে সমিৎপাণি হইয়া (যেহেতু রিক্ত হস্তে গুরু সমীপে যাওয়া নিষিদ্ধ) শ্রোত্রিয় ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরু সমীপে গমন কর। গুরু তোমায় যথাবৎ ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ প্রদান করিবেন। এই শ্রুত্যোপদেশ দ্বারা নিম্নলিখিত অবশ্য বিজ্ঞাতব্য বিষয়গুলি প্রতিপাদিত হইয়াছে, যথা (১) গুরুকরণ অবশ্য প্রয়োজনীয় (২) সেই গুরু শ্রোত্রিয় এবং ব্রহ্মনিষ্ঠ, এই দ্বিবিধ বিশেষণে বিশিষ্ট হইবেন, কারণ সংসারে কেবল শ্রোত্রিয় অর্থাৎ শাস্ত্রজ্ঞানযুক্ত অনেক ব্রাহ্মণ দেখা যায়, পাছে শিষ্য বা মুমুক্ষু কেবল শ্রোত্রিয়কেই গুরু পদে বরণ করে, এই আশঙ্কায় দ্বিতীয় বিশেষণ "ব্রহ্মনিষ্ঠ" বলিয়া শ্রোত্রিয়সাধারণকে প্রত্যাখ্যান করিতে বলিয়াছেন। (৩) কোন ব্যক্তি শাস্ত্রজ্ঞ হইলেও, বিনা

---

* সবিশেষ বিবরণ "তত্ত্বদর্শন নামক গ্রন্থে দীক্ষা এবং গুরু মাহাত্ম্য নামক অধ্যায় দেখ। সমুদায় সন্দেহ নিরাকৃত হইবে। ১৪৩ পৃষ্ঠা হইতে ২১৮ পৃষ্ঠা।

গুরুকরণে, স্বয়ং, স্বতন্ত্র বা স্বাধীনভাবে যেন ব্রহ্মবিদ্যা লাভের চেষ্টা না করে। (৪) যাহার এককালেই অধ্যয়নাদি নাই, কিম্বা স্বল্প অধ্যয়ন আছে, এবং ধ্যান বৈরাগ্যাদি কিছুই নাই, এপ্রকার ব্যক্তিকে কদাপি গুরু বলিয়া গ্রহণ করিবে না। প্রমাদবশতঃ গৃহীত হইলেও, তাহাকে পুনঃ বর্জ্জন করিবে। তাহাতে কিছুমাত্র প্রত্যবায় নাই। (৫) সাধন চতুষ্টয় সম্পন্ন বিরক্ত শিষ্যেরই কেবল ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার আছে, অন্যের নহে। (৬) ব্রহ্মবিদ্যা অনন্ত মুখ বা অসীম বিধায় গুরুকারুণ্যরহিত শিষ্যে কেবল বেদাদি শাস্ত্রাধ্যয়ন মাত্রেই তাহার বিকাশ বা প্রকাশ সম্ভবে না। ন বহুনা শ্রুতেন ইত্যাদি! সূর্য্য যেমন বিশ্বস্থ তাবৎ তেজের আকর, বারিধি যেমন ভূগোলস্থ নিখিল জলের আশ্রয়, আকাশ যেমন স্থূলাদি সমগ্র ভৌতিক পদার্থের অবকাশ, সেইমত ব্রহ্মবিদ্যা জগতস্থ তাবৎ বিদ্যার প্রতিষ্ঠা বা আশ্রয়। সুতরাং ব্রহ্মবিদ্—সর্ববিদ্—সকল বিদ্যায় বিদ্বান। অতএব, বলা যাইতে পারে যে, সমগ্র ভূগোল জ্ঞানের তুলনায়, বঙ্গদেশের কোন এক জেলার জ্ঞান যেমন তুচ্ছাদপি তুচ্ছ, তেমনি সমগ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্ঞান (university learning) ব্রহ্মবিদ্যার তুলনায় তুচ্ছাদপি তুচ্ছ—অ-জ্ঞান নামেই অভিহিত। উপাধিধারি, তুমি কি তাহা বুঝ! যদি বুঝিতে চাও, অভিমান ত্যাগ করিয়া যাজ্ঞবল্ক্যপদে জনকের ন্যায়, তুমিও ব্রহ্মবিদের পদতলে মস্তক অবলুণ্ঠিত কর।

মন ত্রিগুণ—ত্রিগুণের ব্যাখ্যা—যেমন শিলা মধ্যস্থ প্রতিমা এবং তিলস্থ তৈলের উপাদান শিলা ও তৈলে স্বনিষ্ঠ গুণ

ত্রয়াত্মকত্ব আছে,সেইমত জগৎ উপাদান মনেও (মনাখ্য প্রকৃতিতে) গুণ ত্রয়াত্মকত্ব আছে। সে গুণত্রয় সত্ব, রজঃ এবং তমঃ। তাই ত্রিগুণ মনে গুণত্রয়ের ভাব আছে বলিতে হয়। ত্রিগুণের ভাব থাকিলেও সত্বই মনের মুখ্য উপাদান ; রজঃ এবং তমঃ উপাদান সহকারী সুতরাং উপষ্টম্ভক বিশেষ। সহজ কথায়, সত্বই বিবর্ত্তাকারে রজঃ ও তমোরূপে ভাসমান। সত্বগুণেস্থিতি, রজে জন্ম বা আবির্ভাব এবং তমে বিনাশ বা তিরোভাব। একই শক্তির ত্রিধা স্ফুরণ—ত্রিমূর্ত্তি নামে কল্পিত। এই ত্রিমূর্ত্তি হইতেই ব্রহ্মাদি দেবত্রয়ের কল্পনা। ইহা উপাসনার জন্য নহে, এটী স্মরণ রাখিবা। এই গুণত্রয় অনন্য মিথুন (universally co-existant), জাগতিক তাবৎ পদার্থে নূন্যাতিরেকভাবে বিদ্যমান। এই গুণ-ত্রয়ের পরিণামে জাগতিক নিখিলভূত ভৌতিক পদার্থ মুর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কিন্তু কথা হইতেছে যে, একরূপ কারণ হইতে বিবিধ বা বিচিত্র কার্য্যের উৎপত্তি হয় কেমনে? কারণ গুণ পূর্ব্বকই কার্য্য গুণ হইয়া থাকে। কারণের বৈচিত্র্য বশতঃ কার্য্যের ও বৈচিত্র্য হয়, অর্থাৎ কারণ নানারূপ হইলে কার্য্যও নানারূপ হইয়া থাকে। ইহাই প্রকৃতির নিয়ম। কিন্তু জগদাদি সৃষ্টির কারন রূপ মন এক হইলেও, তাহার গুণত্রয়ের সাধর্ম্ম্য এবং বৈধর্ম্ম্য রূপ পরিণামের বৈচিত্র্য বশতঃ, জগৎ কার্য্যের বিচিত্রতা পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। মনে কর, যেমন চঞ্চলত্ব, ইহা রজঃ গুণের সাধর্ম্ম্য কিন্তু সত্ব ও তমো গুণের বৈধর্ম্ম্য। লঘুত্ব, ইহা সত্ব গুণের সাধর্ম্ম্য, কিন্তু রজ এবং তমো গুণের বৈধর্ম্ম্য ইত্যাদিবৎ সাধর্ম্ম্য বৈধর্ম্ম্য

পরিণাম দ্বারা জগৎ বৈচিত্র্যের উৎপত্তি। এখন কথা হইতেছে যে, এই গুণত্রয়ের গুণ পদার্থটী কি? এই গুণকে কেহ পারিভাষিক বলিয়াছেন, কেহ বা পুরুষপশুবন্ধনের রজ্জু স্থানীয় বলিয়াছেন,কিন্তু এ সকল কেবল বাক্ পারিপাট্য ভিন্ন আর কিছুই নয়। গুণ শব্দের প্রকৃত অর্থ কি? আকাশের যেমন শব্দ গুণ, তেমনি মনের গুণ সত্বাদি। গুণপদার্থ কার্য্যাত্মভাব বা মূর্ত্ত ক্রিয়া বিশেষ। ক্রিয়া বলিলে, শক্তিরই বিকশিত অবস্থামাত্র বুঝিতে হয়। অতএব দৃশ্য পদার্থ বা দ্বৈতমাত্রেই সত্বাদি গুণ পদার্থের মূর্ত্ত ক্রিয়া বিশেষ। সহজ কথায়, দ্বৈত মাত্রেই মনোমূলক। তাহা ক্রমে প্রদর্শিত হইতেছে।

দ্বৈতমাত্রেই সত্বাদি দ্রব্যের আণবিক সঞ্চালনোদ্ভূত মূর্ত্ত ক্রিয়া-ইতপূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, আত্মাভাসে মনের সৃষ্টি হইয়াছে, মন হইতে সূক্ষ্ম ভূত। সেই মন ত্রিগুণ, অতএব ত্রিগুণ অর্থাৎ সত্বাদি গুণত্রয় হইতে সূক্ষ্ম ভূত বা শব্দ স্পর্শাদি তন্মাত্র। এবং এই সূক্ষ্ম ভূত বা শব্দাদি তন্মাত্র হইতে স্থূলভূত বা এই স্থূল জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে। ঈদৃশ সৃষ্টির প্রথম পর্ব্ব হইল মন বা প্রকৃতি, দ্বিতীয় পর্ব্ব, প্রকৃতির বিকৃতি বা পঞ্চতন্মাত্র, তৃতীয় পর্ব্ব, বিকৃতির বিকৃতি পঞ্চ স্থূলভূত। বিকৃতির বিকৃতি স্থূল ভূতোৎপন্ন এই দেহকে আমি ভাবিয়া যথাবৎ পালন করিয়া, সহজ কথায়, তৃতীয় পর্ব্বে অবস্থিত হইয়া, বিনা অনুষ্ঠানে, বিনা গুরূপদেশে, প্রথম পর্ব্বের বিষয় বা পর্ব্বাতীতের বিষয় অবগত হইবার চেষ্টা, প্রাংশু (লম্বা মানুষ) লভ্য ফলগ্রহণে বামনের

হস্ত প্রসারণবৎ ব্যর্থ। এবম্বিধ দেহাত্মজ্ঞান লইয়াই লোকে জাগতিক তাবৎ ব্যাপার নির্ব্বাহ করিতেছে, সব বিষয় জানিতে ইচ্ছা করে। ফল ও তদ্বৎ হইতেছে। যত দিন দ্বৈত প্রপঞ্চ জীবের মনে বর্ত্তমান থাকে, ততদিন তাহার সংশয় নিবর্ত্তিত হয় না। সুতরাং ব্রহ্মতত্ত্বাববোধও হয় না। অতএব দ্বৈত প্রপঞ্চের প্রবিলয় আবশ্যক। ঐ যে বৃক্ষটী দেখিতেছ,* উহা কি? উহা কেবল শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রসাদি গুণের সমবেত ফলমাত্র। শব্দ স্পর্শাদি প্রসিদ্ধ গুণপদার্থ। অর্থাৎ মূর্ত্ত ক্রিয়া বিশেষ। ইহারা সূক্ষ্মভূত, তন্মাত্রাত্মক এবং সত্বাদি হইতে উদ্ভূত। জাগতিক পদার্থ বা জগৎরচণাবিষয়ে শব্দ স্পর্শাদির পৃথক উল্লেখ না করিয়া, ইহাদের উৎপত্তি কারণ সত্বাদিত্রয়েরই বিচার করা যাইতেছে। অর্থাৎ এই সত্বাদি ত্রিগুণের বিপরিণামে জাগতিক পদার্থ সমূহ কেমনে মূর্ত্ত বা সংপিণ্ডিতা-কারে প্রতীয়মান হইয়া থাকে, ক্রমে তাহাই বলা যাইতেছে। সত্ব, রজ এবং তমের মধ্যে তমই প্রধান। এই তমোগুণের পরিণাম প্রাবল্যে পদার্থাদি জড়রূপে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যাবস্থা প্রাপ্ত হয় এবং ভেদজ্ঞানের কারণ হয়। এই ভেদ জ্ঞানই দুঃখের হেতু, এইজন্য তমঃ মোহ বা দুঃখাত্মক বলিয়া উক্ত

---

* We freely admit that what we mean by a tree is merely a congeneries of qualities that are visual, tactual and perhaps adorous, sapid and sonorous.

(Fiskis Cosmic Philosophy Vol. I, Page 80)

হইয়াছে। গুণ পরিণামের প্রাবল্যে মন যতই বিকৃত হয় বা বিকার ভাব প্রাপ্ত হয়, ততই তমোগুণের বৃদ্ধি পায়। ফল—জড় বা স্থূল উপাধির প্রতীতি হেতু ভেদ জ্ঞান—সংসারের সত্যত্ব প্রতীতি এবং তদাসক্তির দাঢ্যতা। ইহাই জীব সাধারণের জাগ্রদাবস্থা। ভেদ সত্যত্ব বুদ্ধি অনিবারকত্ব হেতু অর্থাৎ মনুষ্য, পশু, পক্ষ্যাদি রূপ ভেদজ্ঞানই সত্য—মিথ্যা নহে। এই ভেদ সত্যত্ব প্রতীতি হেতু, ইহাকে জাগ্রদাবস্থা বলে, সুতরাং ইহা তোমার পারমার্থিক বা প্রকৃতজাগ্রৎ * নহে—ব্যবহারিক। এই ব্যবহারিক জাগ্রদাবস্থায়, মন স্থূলদেহে যুক্ত থাকিয়া,ঐন্দ্রিক সুখ দুঃখাদি উপভোগ দ্বারা. কখন হর্ষিত কখন বা ক্ষোভিত হয় এবং অনুক্ষণ সবেগে বহির্ব্যাপারে ধাবিত হয়। কদাপি দমিত বা নিগৃহীত হয়। ইহার নাম স্থূলাভিমানী বহির্মুখীন মন। পামর এবং বদ্ধ ব্যক্তিদিগের মনই এইমত। নিরোধযোগ বা স্বরূপসিদ্ধি ইহাদের পক্ষে এককালে অসম্ভব। অতএব বলা যাইতে পারে যে, ভ্রান্তিকল্পিত অনাত্ম স্বরূপ স্থূল পদার্থাকারের হেতুই হইল তমো। সুতরাং দৃশ্য পদার্থ সকল বা

---

* ইন্দ্রিয়াদি জাগ্রৎকালের ন্যায় স্ব স্ব গোলকেই থাকিবে। সুষুপ্তির ন্যায় গোলক পরিত্যাগ করিবে না, অথচ তাহাদিগের দ্বারা বিষয়াদি গৃহীত হইবে না, চক্ষু উন্মিলিতই থাকিবে, অথচ তাহা বস্তু (ব্রহ্ম) ভিন্নঅবস্তু (বিষয় বা জগৎ) দর্শন করিবে না এবং দেহাদিতে সংহতত্ব বুদ্ধি পরিশূন্য হইবে। ইহারই নাম প্রকৃত জাগ্রৎ। সবিশেষ জীবতত্ত্ব বিবেক—"জাগ্রদাদি অবস্থাতত্ত্ব" দেখ—১৯১ পৃষ্ঠা।

জড়বর্গ উপেক্ষিত হইলে—মিথ্যা বলিয়া প্রতীতি জন্মিলে,তমো ক্রমে অভিভূত হইতে থাকে, তমের অভিভবে,স্থুলমন সূক্ষ্মত্ব প্রাপ্ত হয়। রজঃ—পদার্থাদির এবম্বিধ মুর্ত্তিনির্ম্মাণের বা আবির্ভাবের প্রথম স্ফূরণ বা সহায়। তাই রজ রাগ বা দুঃখাত্মক। রজের অভিভবে মনের চাঞ্চল্য বিনষ্ট হইয়া মন একাগ্র হয়। এবং সত্ব কেন্দ্র বা সন্ধিস্থান, স্থিতির জ্ঞাপক এবং সুখাত্মক। আবির্ভাব এবং তিরোভাবাত্মক রজো এবং তমোগুণদ্বয়ের ধারক। সত্বরূপী এই অবিলোপী পদার্থের আশ্রয়ে রজ এবং তম ক্রিড়া করিয়া থাকে—অর্থাৎ বিবিধ পরিণামে পরিণত হইয়া থাকে। সহজ কথায়, জগৎবৈচিত্র্য উৎপাদন করিয়া থাকে। বলা বাহুল্য যে,এই সত্বাদিত্রয় জড়পদার্থ, জড় চিরকালই পরতন্ত্র এবং নিয়ম্য। সুতরাং ইহারা স্বতন্ত্র বা স্বাধীনভাবে কোন কার্য্য করিতে পারে না। চৈতন্য বা আত্মাই ইহাদের নিয়ামক এবং স্বতন্ত্র কর্ত্তা। নিখিল জড়শক্তি এই আত্মাধীনে ক্রিয়াশীল হয়। এটী সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবে।

মনেব স-রূপ এবং অরূপের কথা—এই সত্বাদি গুণত্রয়ের পরমরূপ দৃষ্টিগোচরীভূত নহে। যাহা কিছু দেখা যায়, তাহা মায়িক, সুতরাং পরমের তুলনায় অতীব তুচ্ছ। নিম্নে সংক্ষেপে তাহার কিঞ্চিৎ আভাস প্রদত্ত হইল। ইতপূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, সত্বে স্থিতি, রজে আবির্ভাব এবং তমে তিরোভাব। বিশ্বের সকল পদার্থেই এই ত্রিবিধ প্রবৃত্তি নিত্য বিদ্যমান। আমরা যাহা কিছু অনুভব করি, তাহা এই প্রবৃত্তি (সত্বাদি গুণ)

ত্রয়ের পরিণামভাববিকার। অতএব ভাববিকার মাত্রেই ত্রিগুণাত্মক। তবে সকল ভাব বিকারে গুণত্রয়ের পরিণাম সমান নহে, বা হইতে পারে না। ন্যূনাতিরেক আছে। কোথায় রজো বহুল, কোথায় তমো বহুল এবং কোথায় বা সত্ব বহুল পরিণাম। এই মাত্র ভেদ। আর এক কথা, রজে আবির্ভাব বা জন্ম। "জন্মে" বলিলেই পূর্ব্ব বিদ্যমান পদার্থের অস্তিত্ব উপলব্ধি হইয়া থাকে। কারণ, অবিদ্যমানের জন্ম বা আবির্ভাব অসম্ভব। সুতরাং বলিতে হয় যে, মৃত্তিকায় ঘটাদি-ভাব বিকারের অস্তিত্বৎ, জন্মাদিভাব বিকার (রজঃ এবং তমঃ), সর্ব্বার্থপ্রসবশক্তিমান এবং সর্ব্বাগ্র্যগুণাধার সত্বে সতত বিদ্যমান, সুতরাং সর্ব্বার্থপ্রসবশক্তিমান সত্বই, ক্রমে রজ এবং তমোরূপে স্ফূর্ত্তি পায়। তখন স্থূল সৃষ্টি আরম্ভ হয়। মনের স-রূপ বা জগৎ বিকাশ রূপ প্রকাশ পায়। দ্বৈত বুদ্ধি উপস্থিত হয়। ইহাই বন্ধের অবস্থা। পক্ষান্তরে, রজঃ এবং তমের অবিভবে কেবল সত্বেরই বিকাশ অবশিষ্ট থাকে, ইহাই সূক্ষ্ম সংস্কারশিষ্ট মন, বা মনের অরূপ। তখন স্থূলসৃষ্টি লোপ পায়, মনের স-রূপ নাশ হয়। অদ্বৈত বুদ্ধি উপস্থিত হয়। ইহা জীবন্মুক্তের বা স্বরূপসিদ্ধের অবস্থা। আবার বিদেহ মুক্তিকালে সেই সূক্ষ্ম সংস্কার শিষ্ট মন (সত্ব মাত্র) বা মনের অরূপ অর্থাৎ দগ্ধ রজ্জুর ভস্মাকার রূপবৎ শিষ্টজগৎরূপ ও উত্তপ্ত লৌহপিণ্ডে প্রক্ষিপ্ত জলবিন্দুর শোষণবৎ স্বতঃই স্বকারণরূপ ভূমা চৈতন্যে বিলীন হইয়া যায়। ইহারই নাম মনের অরূপনাশ,

তখন দেহ ধৃত হয় না এবং পাতে ও পুনঃ লাভ হয় না। ইহারই নাম "পরান্তকাল বা নিদানকাল।" "পরান্তকালে পরিমুচ্যন্তি সর্ব্বে। অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি বিজ্ঞাপক যোগশাস্ত্র এইখানেই পর্য্যপসিত হইয়াছে। ইহাই স্বরূপসিদ্ধির বা রাজযোগের পরমঅবধি এবং পরাগতি।

জগৎ ভাবাভাবময় হইল কেন?—সত্বাদির বিশেষ ভাব বিকারই তাহার কারণ। সবিশেষ বলিতেছি শুন। ভাব বিকার মাত্রেই আপেক্ষিক বা সপ্রতিযোগিক অর্থাৎ ভাব থাকিলেই অভাব ও আছে স্বীকার করিতে হয়। "হাঁ" থাকিলেই "না" ও আছে, সুতরাং এই দৃশ্য বা জগৎ ভাবাভাবময় সদসদাত্মক। কিন্তু ইতপূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, মন সদসদ হইতে কিঞ্চিৎ বিশিষ্ট; জগৎ কিন্তু সদসদাত্মক, সুতরাং জগৎ মনেরই ধর্ম্ম—মনান্তর্গত, তদ্অতিরিক্ত নহে। এখন কথা হইতেছে যে, এপ্রকার হইল কেন? ইহার কি উত্তর করিবে? যদি কেহ তোমায় জিজ্ঞাসা করে যে, ব্যাকরণে তিনটী লিঙ্গের কথাই আছে। তিনের অধিক ও নাই কমও নাই। ইহার কারণ কি? তদুত্তরে তাহাকে কি বলিবে? এখানে বলা আবশ্যক যে, ব্যাকরণের লিঙ্গত্রয় সত্বাদিগুণত্রয় হইতেই হইয়াছে। গুণ তিনটী, সুতরাং লিঙ্গও তিনটী। নচেৎ স্ত্রীত্ব কিম্বা পুংস্ত চিহ্ন দেখিয়া পদার্থের লিঙ্গ নির্ণয় হয় নাই। আর তাহা হওয়াও অসম্ভব। তবে স্থূলদর্শী অনভিজ্ঞ ব্যক্তি তাহা মনে করিতে পারে। মনেকর, খট্টা কি বৃক্ষ শব্দ। ব্যাকরণ মতে, খট্টা শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ

এবং বৃক্ষ পুংলিঙ্গ। কিন্তু খট্টাতে কি স্ত্রীত্ব চিহ্ন দেখিয়া বৈয়াকরণ ইহাকে স্ত্রীলিঙ্গ বলিয়াছেন, এবং বৃক্ষতে পুংস্ত চিহ্ন দেখিয়া কি পুংলিঙ্গবলিয়াছেন ? কখনই না ! এলিঙ্গ নির্ণয় গুণত্রয়ের ভাব বিকার দেখিয়া কথিত হইয়াছে। পতঞ্জলিকৃত ব্যাকরণ মহাভাষ্যে লিখিত আছে যে,সূতে পুমান ইতি অর্থাৎ যিনি প্রসব করেন, যিনি প্রবৃত্তিধর্ম্মযুক্ত, তিনি পুরুষ। পুরুষ কর্ত্তৃসাধন। আর স্ত্যায়ত্যস্যাং গর্ভ ইতি অর্থাৎ যাহাতে গর্ভ সংঘাত প্রাপ্ত হয়—পদার্থ মূর্ত্তরূপে প্রতীয়মান হয়, তাহা স্ত্রী। স্ত্রী অধিকরণ সাধন। অতএব অধিকরণসাধন স্ত্রী বা তমো এবং কর্ত্তৃসাধন পুরুষ বা রজঃ, উভয়েই ত্রিগুণ মনের ভাবসাধন এবং যথাক্রমে সংস্ত্যান ও প্রবৃত্তি এই অর্থদ্বয়ের দ্যোতক। ইহারা অনন্যমিথুন—যুগলরূপ। দম্পতীবৎ নিত্য একত্রাবস্থিত। একটী ছাড়া অপরটী থাকেনা। আর এই রজো এবং তমো, ভাব ও অভাব,অথবা জন্ম ও বিনাশ,এতদুভয়ের অন্তরালাবস্থাকে স্থিতি কহে। ইহা সত্ব, সত্ব সুতরাং নপুংসক লিঙ্গ। তাই ব্যাকরণে ত্রিবিধ লিঙ্গের কথাই শুনা যায়, তিনের অধিক ও নাই কমও নাই। বলা বাহুল্য যে, যেমন স্বত্বাদিগুণ ত্রয়ের ভাব বিকার দেখিয়া ব্যাকরণের লিঙ্গ নির্ণীত হইয়াছে, সেইমত নির্গুণব্রহ্ম মন (মায়া) প্রভাবে সগুণব্রহ্ম, বা ঈশ্বররূপে যত প্রকার ভাব বিকারে বিবর্ত্তিত হন, জগদাকার ধারণ করেন, ভাবে ততই অভাব প্রতীয়মান হয়। ইহা মনের বিসর্গ ধর্ম্মের স্বভাব। অতএব বলিতে হয় যে, জগৎ ভাবাভাব-

ময় রূপে প্রকাশ পাইবার কারণ, সগুণ ব্রহ্মের স্বভাব, যেহেতু স্বভাব—মন—ত্রিগুণময়, ভাবাভাব যুক্ত।

মনের সংগ্রহ সার কথন—ইতপূর্ব্বেই মনের স্বরূপ নির্ণয়-কালে বলিয়াছি যে, মন সূক্ষ্ম অহং শক্তি, পরিচ্ছেদাভিমানাত্মক চিৎ স্বরূপ অর্থাৎ অহং বৃত্তিরূপ উপাধিযোগে বিবর্ত্তাকারে উদ্ভাসিত চিৎই মন। সহজ কথায়, আমি চিদাত্মা এবম্বিধ বোধই মন। মনের এ গুণের বা ধর্ম্মের নাম ব্যক্তি বা সংজ্ঞান। মনসর্ব্বপ্রাণী দেহে ওতপ্রোতভাবে অবস্থিত হইয়াও তৎব্যতিরিক্ত এবং তাহার নিয়ামক। তাই ইহার একটী নাম মহান বা মহত্তত্ব। ইহাই সামান্য অহংকারের স্ফূর্ত্তি বা প্রকাশ। এই সামান্য অহংকার অর্থাৎ "আমি মাত্র বোধই" কিঞ্চিৎ স্থূলত্ব প্রাপ্ত হইয়া "আমার বোধে" বিশেষ অহংকাররূপে প্রতীত হয়। দ্বৈত বুদ্ধি উপজিত হয়। আর ও কিঞ্চিৎ স্থূলত্ব প্রাপ্ত হইয়া তোমায় দেহেন্দ্রিয়াদিযুক্ত—সাড়েতিনহস্তপ্রমাণ করিয়া তুলে, সুতরাং দ্বৈত জগৎ প্রকাশিত হয়। ইহা দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, সামান্য এবং বিশেষ অহংকার সমষ্টি বা মনই তোমাকে দেহবানরূপে প্রতীয়মান করাইয়াছে, এইজন্য মনকে ধাতু বলে—শরীরস্য ধারণাৎ। জগৎ প্রকাশ পাইয়াছে। যেহেতু ব্যষ্টি তুমিই সমষ্টিভাবে জগৎ। এখন কথা হইতেছে যে, এই সামান্য এবং বিশেষ অহংকার * দ্বয় (মন—কেননা, ইহাদের সমবায়ই মন)

* ইহার প্রণালী চতুর্থ অধ্যায়ে "প্রকারান্তর নিরোধ উপায়" দেখ।

উপায় বা সাধনবলে নিরুদ্ধ করিতে পারিলেই—তুমি স্বস্বরূপে-অদেহরূপে অবস্থিত হইতে পারিবে। তোমার পূর্ণত্ব উপলব্ধি করিবে, যেহেতু স্বাতিরিক্ত অবচ্ছেদকের অভাবই পূর্ণত্ব। স্বরূপসিদ্ধি তোমার করতলস্থ হইবে। সে উপায় বা সাধনের নাম মনোনিরোধ। তাই সাধন অধ্যায় উপাসনাকাণ্ড এবং নিরোধ অধ্যায় মোক্ষকাণ্ড নামে অভিহিত হইয়াছে। এইক্ষণে মোক্ষ বা স্বরূপসিদ্ধি প্রতিপাদক সেই নিরোধের বিষয়ই বলা যাইবে। ইতি বেদানুবচনম্।

ইতি শ্রীপরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমৎস্বামী আত্মানন্দ-সরস্বতী শিষ্য শ্রীমৎ স্বামী যোগানন্দ সরস্বতী বিরচিত স্বরূপসিদ্ধিগ্রন্থে উপাসনাকাণ্ডে মনোস্বরূপ নির্ণয় নামক তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত

চতুর্থ অধ্যায়।

(মোক্ষ কাণ্ড)

নিরোধ স্বরূপ নির্ণয়।
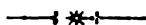
স্বরূপসিদ্ধি বা জীবন্মুক্তির সাধন—মনোনিরোধ বা মনোনাশই জীবন্মুক্তি বা স্বরূপসিদ্ধির মুখ্যসাধন। সমুদায়বাসনা ক্ষয়েও তাহা সমধিগত হয়। সর্ব্ববাসনাক্ষয়াত্তল্লাভঃ। সেই বাসনাক্ষয় আবার মনোনাশ বা মনের বৃত্তিনিরোধ দ্বারা সুসংসাধিত হইয়া থাকে, কেননা, বাসনামাত্রেই মনোমূলক। পূর্ব্ব পূর্ব্ব অভ্যাসেনচিত্তে বাস্যমানত্বাৎ বাসনা, অর্থাৎ পূর্ব্ব পূর্ব্ব অভ্যাস জনিত চিত্তগত সংস্কারের নামই বাসনা। অতএব মন অধিষ্ঠান, বাসনা প্রত্যধিষ্ঠান। যেমন অঙ্গ নিরপেক্ষ হইয়া প্রত্যঙ্গ থাকিতে পারে না, সেইমত অধিষ্ঠান নিরপেক্ষ হইয়া প্রত্যধিষ্ঠান ও কখন থাকিতে পারে না। সহজ কথায়, মনের নিরোধে বা অভাবে বাসনার ও অভাব হয়। ভাল, তাহাই যদি হইল, তবে অনেক স্থলে বাসনাক্ষয়ের পৃথক্ উপন্যাস দেখা যায় কেন? তদুত্তরে আপাততঃ এই বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে যে,

বাসনামাত্রেই কামনা বা মনোমূলক সুতরাং মনোনিগ্রহ দ্বারা তাহারা নিঃশংসয়িত রূপে ক্ষয় হইলেও, মনোনিগ্রহ অতীব দুঃষ্কর বিধায়, প্রথমতঃ বিবেকোদয়ে তত্ত্বজ্ঞান লাভ দ্বারা—আদৌ কতক বাসনা ক্ষয় করিতে পারিলে, কালে স্বতন্ত্রভাবে মনোনিরোধ দ্বারা বাসনাক্ষয় সুরক্ষিত হয় এবং মনোনিরোধের অনুষ্ঠান প্রণালীও অপেক্ষাকৃত সুগম হয়। এইজন্যই কেহ কেহ স্বরূপসিদ্ধি বা জীবন্মুক্তির সাধন স্বরূপ বাসনা ক্ষয় এবং মনোনিরোধ এতদুভয়েরই উল্লেখ করিয়া থাকেন। বলা বাহুল্য যে, জীবন্মুক্তির মুখ্য সাধন কিন্তু মনোনিরোধ। ভাল, অগ্রে বাসনার স্বরূপ এবং তৎক্ষয়ের কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া, পশ্চাৎ মনোনিগ্রহের বিষয় বলা যাইবেক।

বাসনার সংক্ষেপ বিবরণ—বাসনা সাধারণতঃ দ্বিবিধ যথা—শুদ্ধ বাসনা এবং মলিন বাসনা। শুদ্ধ বাসনা জন্ম বিনাশিনী এবং মলিনা পূনর্জ্জন্মের কারণ। এই মলিনা বাসনা আবার ত্রিবিধ যথা—(১) লোক বাসনা (২) শাস্ত্র বাসনা এবং (৩) দেহ বাসনা। ক্রমে সবিশেষ বলিতেছি—

(১) লোক বাসনা—কেহ যেন আমার নিন্দা না করে, সকলেই যেন আমার প্রশংসা করে, ইত্যাদি প্রকার অভিনিবেশ বা মিথ্যা জ্ঞানযুক্ত হইয়া সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করার নাম লোক বাসনা; কিন্তু ঈদৃশ ব্যবহার প্রাপ্তি কি কাহারও পক্ষে সম্ভবপর? যেহেতু জগৎকে সন্তুষ্ট করা কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে বা হইতে পারে না। অন্যের কথা কি বলিব, পুরুষসিংহ মহারাজ রাম-

চন্দ্রের পতিব্রতা শিরোমণি সহধর্ম্মিণী সীতার ও শ্রবণাশক্য জনাপবাদ শুনা যায়। পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের ও নিন্দুক ছিল। এইজন্যই মোক্ষশাস্ত্রে নিন্দা এবং স্তুতি তুল্য * বলিয়াছেন অর্থাৎ জ্ঞানী এতদুভয়ের পরিণাম একই দেখিবেন। উভয়েই বাক্য স্ফূর্ত্তি, বায়ুতে লীন হইয়া যায়। অভিমানী তাহাতে ব্যথিত হয়, আর নিরভিমানীর তাহাতে কিছুই হয় না।

(২) শাস্ত্র বাসনা—ইহা আবার ত্রিবিধ যথা (ক) পাঠ ব্যসন (খ) শাস্ত্র ব্যসন এবং অনুষ্ঠান ব্যসন। ব্যসন ব্যসতি শ্রেয়োমার্গাৎ ব্যসনং দোষঃ। দুষ্ক্রিয়া, কামজ এবং ক্রোধজ ভেদে এই দোষ অষ্টাদশ প্রকার। সবিশেষ "স্মৃতি শাস্ত্র দেখ।

(ক) পাঠ ব্যসন—ইংরাজিতে ইহাকে Bookworm বলে।

---

* লোকে বলে "চন্দন বিষ্ঠায় সমজ্ঞান। এ প্রবাদের প্রকৃত অর্থ কি? চন্দন সুগন্ধ পদার্থ এবং বিষ্ঠা দুর্গন্ধ। এরূপ বিরুদ্ধ ধর্ম্মী পদার্থদ্বয় সম বা এক হয় কেমনে? উভয়ের পরিণাম এক মৃত্তিকা ইহাই বুঝা অর্থাৎ চন্দনই কালে বিষ্ঠা (মৃত্তিকার রূপে পরিণত) হইতেছে এবং বিষ্ঠা (মৃত্তিকার) হইতে চন্দন হইতেছে। ইহারই নাম সম বা এক জ্ঞান। অথবা "সম" শব্দে নির্ব্বিশেষ বস্তু—ব্রহ্মকে বুঝায়। সেই নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মবস্তুই জগৎ এবং জগতস্থ তাবৎ পদার্থের সত্তা। পদার্থাদির নিজের কোন পৃথক সত্তা নাই, তাহারা ব্রহ্ম সত্তায় কেবল ভাসমান মাত্র। ব্যবহারতঃ—উপাধিবশাৎ পৃথক দেখাইলেও, পরমার্থতঃ নিরুপাধিক এবং হেয় উপাদেয় পরিশূন্য সুতরাং "সম"।

তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে—লিখিত আছে যে, ভরদ্বাজ মুনি ৭৫ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করিয়া ও তাঁহার অধ্যয়ন—পিপাসা নিবৃত্ত হয় নাই। পরিশেষে ইন্দ্রদেব করুণাপরবশ হইয়া তাঁহার অধ্যয়নের অশক্যত্ব বুঝাইয়া দিয়া ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ প্রদান পূর্ব্বক তাঁহাকে অধ্যয়ন ব্যসন হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিয়াছিলেন। (খ) শাস্ত্র ব্যসন—কাবেশেয় গীতায় লিখিত আছে যে, দুর্ব্বাশা নামে কোন মুনি বহুবিধ শাস্ত্র পুস্তকের ভার লইয়া মহাদেবকে নমস্কার করিবার জন্য তাঁহার সভায় সমাগমন করিলে, নারদ মুনি কর্ত্তৃক তিনি ভারবাহী গর্দ্দভ বলিয়া তিরস্কৃত হইয়াছিলেন। নারদ বাক্যে দুর্ব্বাশা অত্যন্ত কুপিত হইয়া সমুদায় শাস্ত্র পুস্তকের ভার, ভাবীকে সমুদ্র জলে নিক্ষেপ করিতে বলিয়া স্বয়ং মহাদেব সমীপে ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষার্থে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

(গ) অনুষ্ঠান ব্যসন—যোগবাশিষ্টে লিখিত আছে যে, দাসুর অত্যন্ত শ্রদ্ধাজাড্য হেতু অনুষ্ঠানাদি করিবার জন্য কোথায় ও মনোমত শুদ্ধভূমি বা স্থান প্রাপ্ত হন নাই। বিষ্ণু পুরাণের "ঋভু নিদাঘ সংবাদ" ও অনুষ্ঠান ব্যসনের দীপ্যমান প্রমাণ। সবিশেষ ২য় অধ্যায়ে—"বিপর্য্যয়ের প্রভাব" ৪১ পৃষ্ঠা দেখ।

(৩) দেহবাসনা—ইহা ত্রিবিধ যথা (ক) দেহাত্মবুদ্ধি অর্থাৎ এই স্থূল দেহই আত্মা এবম্বিধ বোধ। (খ) গুণাধান এবং (গ) দোষাপনয়ন। এই গুণাধান এবং দোষাপনয়ন লৌকিক এবং শাস্ত্রীয় ভেদে দ্বিবিধ যথা—গান করিবার সময়, কিম্বা অধ্যয়ন বা বক্তৃতার সময়, কণ্ঠস্বর সুমধুর করিবার জন্য

লোকে মরিচাদি ভক্ষণ করিয়া থাকে। বলা বাহুল্য যে, এবম্বিধ আচরণে অতি অল্প সংখ্যক লোকই—ধ্বনি সৌষ্ঠব লাভ করিতে পারে। মৃদুস্পর্শ (sensitive) লোক দেহের পুষ্টি বিধানার্থে নানাবিধ পুষ্টিকারী ঔষধ ভক্ষণ করিয়া থাকে। কিন্তু তাহাতে কয়জনের দেহপুষ্টি হইয়া থাকে। এ গুলিলৌকিক গুণাধান। আর শাস্ত্রীয় গুণাধান যথা—গঙ্গাস্নান। তীর্থপর্য্যটনাদি শৌচ এবং আচমনাদি শাস্ত্রীয় দোষাপনয়ন।

এখানে বলা আবশ্যক যে, লোকবাসনা, শাস্ত্রবাসনা এবং দেহবাসনা রূপ এই মলিন বাসনাত্রয়, অবিবেকি মূর্খ জনগণের উপাদেয় স্বরূপ প্রতীয়মান হইলেও, বিবেকি এবং মুমুক্ষুর পক্ষে ইহারা হেয়,যেহেতু ইহারা মুমুক্ষুর বেদানোৎপত্তির এবং বিদ্বানের জ্ঞান প্রতিষ্ঠার নিতান্ত বিরোধী। রজোগুণের আতিশয্যে অর্থাৎ চঞ্চলমনে এই মলিন বাসনাত্রয় সতত সমধিক ক্রিয়াশীল হইতে দেখা যায়,অতএব যে কোন সুগম উপায়ে হউক,সর্ব্বাগ্রে ইহাদের ক্ষয় বা বিনাশ সাধন করা মুমুক্ষুর অবশ্য কর্ত্তব্য, কেননা, ইহারা জ্ঞান বিকাশের সুতরাং স্বরূপসিদ্ধির বা জীবন্মুক্তির সমূহ অন্ত-রায় বা প্রতিবন্ধ। নিম্নে বাসনাক্ষয়ের সুগম উপায়ের কথা বলা যাইতেছে।

বাসনাক্ষয় প্রযত্ন সাধ্য—আন্তর এবং বাহ্য ভেদে বাসনা দ্বিবিধ। ইহা ভিন্ন তৃতীয় প্রকার বাসনা নাই। কিন্তু তাহাদের অবান্তর ভেদ সংখ্যায়, তাহারা অনন্ত এবং তাহারা অমূর্ত্ত। এখন কথা হইতেছে যে, এবম্বিধ অনন্ত এবং অমূর্ত্ত বাসনা সকলকে

গৃহস্থ আবর্জ্জনাদিবৎ সমার্জ্জনী দ্বারা কেমনে দেহগৃহ হইতে উদ্ধৃত করিয়া দূরে নিক্ষেপ করিবে? এমতাবস্থায় কোন ব্যক্তি এক জীবনে প্রযত্ন সহকারে কি তাহার সমগ্র বাসনা ক্ষয় করিতে সমর্থ হয়? কখনই না। সুতরাং প্রযত্ন ব্যর্থ বলিতে হয়। সমগ্র প্রযত্ন কদাপি ব্যর্থ হইতে পারে না। আংশিক ফলোদয় হইবেই হইবে। ভাল, তোমায় জিজ্ঞাসা করি, বল দেখি, আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রোক্ত তাবৎ ঔষধ কি একই ব্যক্তি সেবন করিতে সমর্থ? কিম্বা একই দেহের সমুদায় ব্যাধি কি তাহা দ্বারা আরোগ্য হয়? কখনই না। ব্যর্থ বলিয়া রোগ নিবারণার্থে কি রোগী কখন কোন ঔষধ সেবন করিবে না? অতএব বলা যাইতে পারে যে, ফল সমগ্র বা আংশিক যাহাই হউক, প্রযত্ন সহকারে বাসনা ক্ষয় এককালে অসম্ভব নহে বা হইতে পারে না। সবিশেষ বলিতেছি শুন। উপবাস এবং জাগরণ ন্যায়ে ইহার উপপত্তি হইয়া থাকে। মনে কর, ভোজন ক্রিয়া এবং নিদ্রার কোন প্রকার মূর্ত্তি না থাকিলে—অমূর্ত্ত হইলেও, কোন ব্রত কি কোন পর্ব্বোপলক্ষে সংকল্প করিয়া, লোকে যেমন উপবাস এবং জাগরণরূপ উপায় বলে, আহার নিদ্রা অনায়াসে পরিত্যাগ করিয়া থাকিতে পারে, বাসনা ত্যাগ ও সেইমত সংকল্প করিয়া করিতে হইবে। উপবাস হেতু শাক, সূপ এবং ওদনাদির সন্নিধিত্যাগের ন্যায়, সংকল্প করিয়া স্রক চন্দন বনিতাদির সন্নিধিত্যাগ করিতে হইবে। আর রাত্রি জাগিয়া পুরাণ ও গীতাদি শ্রবণে চিত্ত আকৃষ্ট হেতু যেমন তাহাতেই তুষ্ট থাকায়, লোকে তৎকালের জন্য ক্ষুধা, তৃষ্ণা,

নিদ্রাদি একবারে বিস্মৃত হইয়া যায়, মৈত্রাদি * ভাবনা দ্বারা তোমার চিত্ত বা মনকেও সেইমত ভাবে গঠিত করিয়া তোমাকেও তোমার মনের স্ব—পর (বিপরীত) কতকগুলি বৃত্তি বিস্মৃত হইয়া যাইতেহইবে। ইহা কিছু অসম্ভব নহে। ঔৎসুক্যের প্রাবল্যানু-সারে একদিন, এক মাস, কি এক বর্ষ পরে, এবম্বিধ আচরণের প্রভাব বুঝিতে পারিবে। তখন দেখিবে যে, মনোনাশের পূর্ব্বে, অনেক বাসনা ক্ষয় হইয়া তোমায় কতকটা শান্তি প্রদান করিবে এবং তদ্‌ফলে পরে, মনোনিরোধ বা নিগ্রহ প্রণালীও অনেকটা সুগম বা সুখসাধ্য হইবে।

বাসনাক্ষয় তত্ত্বজ্ঞান সাধ্য—প্রতিকূল বাসনা উৎপাদনের দ্বারাও বাসনাক্ষয় হয়। যেমন ক্রোধের উদয় হইলে অক্রোধ বৃত্তি উপজিত করিতে হয়। কামে—অকাম। লোভে—অলোভ ইত্যাদি। মনে কর, তুমি সশরীরী এবং অশরীরী উভয় রূপেই বিদ্যমান। স-শরীরীরূপে তুমি কামময়, তুমি ক্রোধময়, তুমি লোভময় ইত্যাদি এবং অশরীরীরূপে তুমি অকামময়, তুমি অক্রোধময়, তুমি অলোভময় ইত্যাদি। বৃত্তি সমূহের স্ব—পর (বিপরীত) উভয় ভাবই তোমাতে বিদ্যমান অর্থাৎ উভয় ভাব সংশ্লিষ্ট সংস্কারই তোমাতে অবস্থিত। আর এই স্ব ও পর ভাব

* সুখ সম্ভোগাপন্ন ব্যক্তির সহিত মিত্রতার নাম মৈত্রী। দুঃখিত ব্যক্তির প্রতি দয়া করাকে করুণা বলে। পুণ্যশালী ব্যক্তির প্রতি হৃষ্ট থাকার নাম মুদিতা এবং অপুণ্যশালী বা পাপীর প্রতি মধ্যস্থ ভাবে (কিছুই না বলিয়া) অবস্থানের নাম উপেক্ষা।

সকল অনন্যমিথুন—যুগলরূপ অর্থাৎ একটী ছাড়া অপরটী থাকিতে পারে না। ধর্ম্মায় নমঃ, অধর্ম্মায় নমঃ। বৈরাগ্যায় নমঃ, অবৈরাগ্যায় নমঃ। ঐশ্বর্য্যায় নমঃ, অনৈশ্বর্য্যায় নমঃ ইত্যাদি বাক্যোচ্চারণপূর্ব্বক যাজক তোমাকে যে মন্ত্রটী পাঠ করাইয়া থাকেন, তাহার তাৎপর্য্যটী একবার স্মরণ কর। বৃত্তি সমূহের স্ব এবং পর উভয় ভাবই যে তোমাতে বিদ্যমান, তাহা সহজেই বুঝিতে পারিবে। এমতাবস্থায়, বিক্ষিপ্তচিত্ত প্রাকৃতবুদ্ধি তুমি সাধারণতঃ বাহিরে (Superficially) কাম ক্রোধাদিকে হেয় জ্ঞান করিলেও, উদ্বোধক কোন কারণ উপস্থিত হইলে, সঞ্চিত সংস্কারবশাৎ তাহারা তোমার মনকে অধিকার করিয়া তৎক্ষণাৎ প্রকাশিত হইয়া পড়ে। অনুষ্ঠান-পরিশূন্য-তুমি তৎকালে তাহা প্রতিনিবৃত্ত করিতে পার না,সহজ কথায়,বৃত্তিনিচয়ের স্ব-ভাব স্থানে—পর ভাবের উদয় করিতে পার না! তাই তোমার কাম কি ক্রোধ উপজিত হইলে অকাম, কি অক্রোধ আসে না, কিন্তু যদি অনুষ্ঠান দ্বারা তোমার বিক্ষিপ্তচিত্তের সর্ব্বার্থতা (সকল বিষয়ে লাগা) নষ্ট করিয়া একাগ্রতা (এক + অগ্র (শ্রেষ্ঠ) এক বিষয় বা একতত্ত্ব-প্রবণশীলতা বৃদ্ধি করিতে পার, সকল সময়েই যদি চিত্তের সেই একতত্ত্ব বিষয়ক একাগ্রতা নিশ্চল হয়, সহজ কথায়, যদি তত্ত্বজ্ঞান বা অদ্বৈত জ্ঞানের আবির্ভাব হয়, তখন দেখিবে যে, ক্রোধাদির কারণ উপস্থিত হইলেও, তাহারা উদিত হয় না—এবং হইলেও, কিঞ্চিৎকাল আভাসবৎ প্রতীয়মান হইয়া তখনই অস্তমিত হইয়া থাকে, যেহেতু অনুষ্ঠান

দ্বারা তাহারা দগ্ধবীজবৎ হইয়া গিয়াছে। তাহাদের ক্ষয় বা বিনাশ সংসাধিত হইয়াছে। ভৃষ্ট (ভাজা) ব্রীহ্যাদি বীজ যেমন রুচিকর অন্ন-সমাধানে কিম্বা শস্যোৎপাদনের অনুপযুক্ত, কেবল লোকদেখানি স্বরূপ কুশূলপূর্ণ (গোলাজাত) হইয়া থাকে, এই সমুদায় বৃত্তিও সেইমত কেবল দেহযাত্রানির্ব্বাহোপযোগীরূপে তখন তোমাতে অবস্থান করিবে। তাহাদিগের দ্বারা তখন ধর্ম্মাধর্ম্মাদি উৎপত্তির কোনই সম্ভাবনা থাকিবে না, যেহেতু অভিমানীরই ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ কর্ম্ম লেপ হয়—নিরভিমানীর নহে। সুতরাং জন্মান্তরেরও হেতু হইবে না। এ বিষয়ে একটী লৌকিক দৃষ্টান্ত দিতেছি শুন, তোমার প্রতীতি দৃঢ় হইবে। কোন প্রান্তরে একটী প্রকাণ্ড বিষধর সর্প বাস করিত, সে ক্রোধাদি বৃত্তিবিজ্ঞাপকরূপ ফণা-উত্তোলন কার্য্য এককালে পরিত্যাগ করিয়াছিল, তাহা শুনিয়া সেই পথ দিয়া যাইবার সময়ে, প্রায় সকলেই, এমনি গরুটা বাছুরটা পর্য্যন্ত, তাহাকে অল্প বিস্তর প্রহার করিয়া চলিয়া যাইত। ক্রমে প্রহারের আতিশয্যে তাহার দেহযাত্রা নির্ব্বাহ ভার হইয়া উঠিল, এমন কি তাহার দেহান্ত হইবার উপক্রম হইল। ইতিমধ্যে দৈবাৎ সেই পথ দিয়া একদিন একজন মহাপুরুষ যাইতেছিলেন। তিনি সর্পের ঈদৃশ দুরাবস্থা দেখিয়া এবং তাহার কারণ শুনিয়া বলিলেন, বাবা, ক্রোধাদির প্রকাশরূপ ফণা-উত্তোলন-কার্য্য এককালে পরিত্যাগ করিলে চলিবে না, দেহযাত্রা নির্ব্বাহ কঠিন হইবে। এমন কি দেহান্ত হইবারও সম্ভাবনা, অতএব দেহযাত্রা সুখসাধ্য করিবার

জন্য দেহান্ত পর্য্যন্ত,এক একবার সময় মতে ফোঁস ফোঁস্ করিও। বলা বাহুল্য, যে জ্ঞানী পুরুষে কাম ক্রোধাদি বৃত্তিনিচয়ও এইমতে আভাসমাত্ররূপে—ভৃষ্টবীজবৎ—লোকদেখানিস্বরূপে দেহগোলায় অবস্থিত, যথাকালেই প্রোক্ত সর্পবৎ কেবল ফোঁস্ ফোঁস্ করে মাত্র। কিন্তু অজ্ঞ বা মূর্খ তাহা বুঝিতে না পারিয়া, তাঁহাকেও নিজের মত, কাম ক্রোধাদিবান ভাবিয়া, অবজ্ঞা করিয়া থাকে।

তত্ত্বজ্ঞানাদি সাধনত্রয় যুগপৎ অভ্যসনীয়—তত্ত্বজ্ঞান, বাসনা ক্ষয় এবং মনোনাশ, এ তিনটী সমকালে বা এক সময়ে অভ্যসনীয়, কদাপি বিচ্ছিন্ন ভাবে নহে। কেননা—বিচ্ছিন্নভাবে অর্থাৎ এক একটী করিয়া চিরকাল অভ্যাস করিলেও অনুষ্ঠান বৃথা হয়, তাহারা সিদ্ধিপ্রদানে সমর্থ হয় না। মনে কর, মন্ত্রের সমস্ত ভাগ অর্থাৎ সন্ধ্যাবন্দনায় মার্জ্জনের সহিত "আপো হিষ্ঠেতি" করিয়া যে তিনটী মন্ত্র বা ঋক্ আছে, তন্মধ্যে এক একটী মন্ত্র প্রত্যহ পাঠ করিলে, মন্ত্র-সঙ্কীর্ণতা হেতু যেমন শাস্ত্রানুষ্ঠান সিদ্ধ হয় না, অথবা লৌকিক শাক, সূপ ওদনাদি সংমিশ্রণে যে ভোজনব্যবস্থা আছে, প্রত্যহ ভোজনকালে তাহার এক একটী করিয়া আহার করিলে যেমন ভোজন সিদ্ধ হয় না, সেইমত তত্ত্বজ্ঞান, বাসনাক্ষয় এবং মনোনাশ এককালে অভ্যস্ত না হইলে ফলপ্রদ হয় না। শত বৎসরেও, স্বরূপসিদ্ধি বা জীবন্মুক্তি সমধিগত হয় না, তাই বলিতেছি যে, এই তিনটী সহ অভ্যসনীয়। মৃণাল ছেদন করিলে যেমন তদভ্যন্তরস্থ সূত্র সকল ছিন্ন হইয়া

যায়, সেইমত তত্ত্বজ্ঞানাদি সাধনত্রয় যুগপৎ সুদীর্ঘকাল অভ্যস্ত হইলে, তবে, বহু বহু জন্মের সঞ্চিতসংসারভোগ-বাসনাদি সংস্কার পরিক্ষীণ হইতে পারে, কালে স্বরূপসিদ্ধি সমধিগত হয়। অতএব সৌম্য, তুমিও সাধন চতুষ্টয় সম্পন্ন হইয়া পুরুষকার দ্বারা ভোগ বাসনাদি দূরে নিক্ষেপপূর্ব্বক যুগপৎ তত্ত্বজ্ঞানাদি ত্রিবিধ সাধনের অনুষ্ঠান করিতে থাক, যথাকালে স্বরূপসিদ্ধি সমধিগত হইবে, তাহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। তত্ত্বজ্ঞানের বিষয় ত ইতিপূর্ব্বেই বলিয়াছি, বাসনাক্ষয়ের কথা ত এই বলিলাম, এক্ষণে মনের নাশ বা তাহার নিরোধ-প্রণালী এবং তাহার প্রয়োজনীয়তা বলা যাইবে। প্রথমতঃ নিরোধ-প্রয়োজনীয়তা নিরূপণ করা যাইতেছে।

মন নিরোধের প্রয়োজন কেন?—মনের নিরোধ-প্রণালী বলিবার পূর্ব্বে, কয়েকটী কথা আবশ্যক বোধে বলিতেছি, এই নিরোধের অপর নাম অসংপ্রজ্ঞাতসমাধি। যোগশাস্ত্রে যে পঞ্চ ক্লেশের উল্লেখ আছে, যাহার জন্য জীব পুনঃ পুনঃ জন্ম মৃত্যুর বশবর্ত্তী হইয়া, অশেষ দুঃখাদি ভোগ করিয়া থাকে, সেই ক্লেশের নিরতিশয় ক্ষয়ের জন্য মনোনিরোধরূপ অসংপ্রজ্ঞাত যোগের প্রয়োজন। বলা বাহুল্য যে, মনোনিরোধ ভিন্ন, অন্য কোন উপায় দ্বারা এই অবিদ্যাদি ক্লেশপঞ্চ ক্ষয়ের সম্ভাবনা নাই। যেহেতু ক্লেশ মনোমুলক। অতএব মূঢ়ের কথা আর কি বলিব, শ্রবণাদি সাধন পরিপাকে উৎপন্ন তত্ত্বজ্ঞানে জ্ঞানীরও স্বীয় ক্লেশক্ষয় করনার্থ মনোনিরোধের প্রয়োজন এবং এজন্য বিদ্বৎসন্ন্যাসেরও

অপেক্ষা আছে। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যই ইহার দীপ্যমান প্রমাণ। কর্ম্মী এবং গৃহী যাজ্ঞবল্ক্য মনোনিরোধে অসমর্থ হইয়া, তাঁহার পত্নীদ্বয়কে সাদরে সম্ভাষণ পূর্ব্বক বলিয়াছিলেন যে, আমি ব্রহ্ম-বিজ্ঞানে সুস্থিরাস্থিতিলাভার্থি বিদ্বৎসন্ন্যাস করিয়া তোমাদের হইতে পৃথকভাবে কতক দিন অবস্থান করিব স্থির করিয়াছি। তোমরা যেন আমার বিচ্ছেদ জনিত শোকে অভিভূত হইও না ইত্যাদি প্রকারে তাহাদের শোক নিবারণার্থে বিবিধ উপদেশ প্রদান দ্বারা মহর্ষি পত্নীদ্বয়কে পরিতুষ্ট করিয়া বিদ্বৎসন্ন্যাসের ফল জীবন্মুক্তি লাভার্থ একান্তে মনোনিরোধে অভিনিবিষ্ট হইয়াছিলেন। কেবল যাজ্ঞবল্ক্য কেন, বীতহব্য, প্রহ্লাদ, শুকদেব, উদ্দালক প্রভৃতি অনেক প্রাচীনযোগ্য ব্যক্তিগণই বহু আয়াসসাধ্য হইলেও, চিরশান্তিসুখাদিরূপ নিরোধফল লাভ লালসায় মনোনিরোধার্থে প্রয়াস পাইয়াছিলেন, এবং স্ব স্ব যোগ্যতা বা যোগসামর্থানুসারে অল্পকালে বা দীর্ঘকালে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। অতএব বলা যাইতে পারে যে, মনোনিগ্রহ দুঃসাধ্য হইলেও তাহার নিগ্রহোপায়ে যত্ন করা ব্যক্তি মাত্রেরই অবশ্য কর্ত্তব্য।

পাঁচপ্রকার চিত্ত-ভূমির কথা—২য় অধ্যায়ে অধিকারী নির্ণয়ে চারিপ্রকার অধিকারীর কথা বলিয়াছি যথা—মুক্ত, মুমুক্ষু, বদ্ধ এবং পামর (১২ পৃষ্ঠা দেখ)। এই চারি শ্রেণীর অধিকারীর মন বা চিত্তভূমি পাঁচশ্রেণীতে বিভক্ত যথা—মুক্তের চিত্ত (১) নিরুদ্ধ, মুমুক্ষুর চিত্ত (২) একাগ্র, বদ্ধের চিত্ত (৩)

বিক্ষিপ্ত এবং পামরের চিত্ত (৪) ক্ষিপ্ত এবং (৫) মূঢ়। ইহার মধ্যে মুক্তের সম্বন্ধে বলিবার কিছুই নাই, যেহেতু যিনি কৃতকৃত্য, তাঁহার চিত্ত নিরুদ্ধ। সুতরাং অবশিষ্ট ভূমি চতুষ্টয়ের বিচার করা যাইতেছে। (১) সদা নিদ্রাতন্দ্রাদিগ্রস্ত চিত্তই মূঢ়। (২) দম্ভ, দর্প, অভিমান, ক্রোধ ইত্যাদি আসুর-সম্পৎযুক্ত এবং শাস্ত্র ও দেহবাসনাদিতে সদা নিরতচিত্তকে ক্ষিপ্ত কহে। (৩) আর ক্ষিপ্ত হইতে কিঞ্চিৎ বিশিষ্ট কদাচিৎ মননাদিতে (ধ্যানাদিতে)ও রত চিত্ত বিক্ষিপ্ত নামে অভিহিত। ক্ষিপ্ত এবং মূঢ় চিত্ত নিরোধের অযোগ্য সুতরাং তাহাদের পক্ষে স্বরূপসিদ্ধি এককালেই অসম্ভব। বিক্ষিপ্ত চিত্তও প্রায় তদ্বৎ, যেহেতু তাহা সর্ব্বদাই চঞ্চল—বিক্ষেপযুক্ত হেতু দহনান্তর্গত বীজবৎ মনন নিদিধ্যাসনাদি বিষয়ক প্রদত্ত উপদেশ সদ্য বিনাশ-প্রাপ্ত হয়। অবশিষ্ট (৪) একাগ্র চিত্ত এবং (৫) নিরুদ্ধচিত্ত। বলা বাহুল্য যে, একাগ্রচিত্তই সাধনচতুষ্টয় এবং শ্রবণ চতুষ্টয় অনুষ্ঠান দ্বারা ক্লেশ এবং কর্ম্মবন্ধন সকল শিথিল করিয়া ক্রমে নিরোধভিমুখীন হয়। সুতরাং কেবল একাগ্রচিত্তই মনো-নিরোধের যোগ্য বা প্রকৃত অধিকারী, এবং নিরোধফলরূপ স্বরূপসিদ্ধি কেবল এতদুভয়ের সমধিগম্য। অন্যের নহে। তবে কথা কি যে, গর্ভ হইতে কয়জন কপিলাদিবৎ নিরুদ্ধমনা হইয়া নিষ্ক্রান্ত হয়? লক্ষের মধ্যে একজনও কিনা সন্দেহ! ক্ষিপ্তাদি মন লইয়াই অধিকাংশ লোক এ সংসারে জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকে, কারণ এ সংসারে এবম্বিধ লোকের বা অসুরের সংখ্যাই অধিক

('জ্যায়সা 'অসুরাঃ) একাগ্র এবং নিরুদ্ধমনা বা দেবতার সংখ্যা অত্যল্পই দেখা যায়। (কানীয়সা এব দেবা) তবে এ কথা সত্য যে, সাধনবলের তীব্রত্ব প্রভাবে কালে ক্ষিপ্তাদি মনও একাগ্র বা নিরুদ্ধ হয়। আর এপ্রকার দৃষ্টান্তও বিরল নহে। সিতার পিতা শিখীধ্বজ জনক কিছু একদিনে সিদ্ধিলাভ করিয়া বিদেহ আখ্যা প্রাপ্ত হন নাই (পৃষ্ঠা দেখ)। আগরার তাজমহল কিম্বা ইলোরার প্রস্তরউৎকীর্ণগৃহ (rock-cut-temple) কিছু একদিনে নির্ম্মিত হয় নাই। শুকদেবও কিছু একদিনে নির্ব্বাণ লাভ করেন নাই। সিদ্ধিলাভার্থে তাঁহাকে অনেক দিন ধরিয়া অভ্যাস করিতে হইয়াছিল (৪৩ পৃষ্ঠা দেখ)। এই সকল পর্য্যালোচনা পূর্ব্বক আপনাপন যোগ্যতানুসারে ভাবী কল্যাণ-হেতু সকলেরই স্বকীয় চিত্তভূমি কর্ষণার্থ যত্ন করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

আশুতা বা চাঞ্চল্য মনের একটী ধর্ম্ম—ইতপূর্ব্বে মনের যে নয়টী ধর্ম্মের কথা বলিয়াছি, তন্মধ্যে আশুতা বা চাঞ্চল্য একটী ধর্ম্ম। কিন্তু মন যে কেবল চঞ্চল তাহাই নহে, তাহার উপদ্রবে ইন্দ্রিয় এবং শরীর পর্য্যন্ত সদাই ক্ষোভিত হইয়া থাকে। কেবল তাহাই নহে। মনের যাহাতে আগ্রহ হইবে, সে তাহা করিবেই করিবে; সাধ্য কি যে বদ্ধ বা অনিরুদ্ধমনা তুমি তাহার গতিরোধ করিতে পার? সে মত্ত হস্তীবৎ এমনিই বলবান যে কিছুতেই তাহার অভীষ্ট দিক্ হইতে তাহাকে ফিরাইতে পার না। জন্মজন্মান্তরের অশেষ সংস্কাররাশি মনকে এমনি দৃঢ় করিয়া রাখিয়াছে যে, তাহা ছেদন কিম্বা মর্দ্দন করা অতীব

কঠিন। প্রবল বায়ুর গতি রুদ্ধ করা যেমন কঠিন, অব্যাহত-গতি চঞ্চল স্বভাব মনকেও নিরুদ্ধ করা তেমনি কঠিন। মনের তীব্র গতির নিকট জাগতিক তাবৎ গতিই পরাস্ত হয়। তীব্র হইলেও উপায়বলে সে মনকে আয়ত্তাধীন করা যায়, এক্ষণে সেই উপায়ক্রম বলা যাইবে।

দ্বিবিধ নিরোধ বা নিগ্রহের কথা—যথা হটনিগ্রহ এবং ক্রম নিগ্রহ। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, মনোনিগ্রহে কোন্‌টী প্রশস্ত, হটনিগ্রহ কি ক্রমনিগ্রহ? প্রোক্ত অবস্থাপন্ন মনকে তাহার চিরাভ্যস্ত বা বহুদিনের কৃত কর্ম্মাদি হইতে সহসা অর্থাৎ মানসিক অবস্থা বা বলের পূর্ব্বাপর বিচারপরিশূন্য হইয়া প্রত্যাহরণ পূর্ব্বক বিষয়ান্তরে—ধ্যানাদিতে একাগ্র করিতে উদ্যত হইলে, তোমার সমগ্র যত্ন নিষ্ফল হইবারই সমধিক সম্ভাবনা, প্রত্যুত তুমি কোন প্রকারে সফলকাম হইলেও, তোমার শারীরিক এবং মানসিক স্বাস্থ্য ভঙ্গহেতু তুমি উৎকট কোন বাধ্যাদি দ্বারা আক্রান্ত হইয়া চিরকালের জন্য অকর্ম্মণ্য হইয়াও যাইতে পার। মানসিক অবস্থা বা বলের পূর্ব্বাপর বিচার পরিশূন্য হইয়া, হঠাৎ মনকে তাহার উপভোগ্য বিষয় হইতে প্রত্যাহৃত করণের চেষ্টার নাম হটনিগ্রহ বা হটযোগ। এবম্বিধ হটকারিতা দ্বারা মনকে নিরুদ্ধ করিবার চেষ্টা কেবল মূঢ় বুদ্ধির পরিচায়কমাত্র। অতএব শিষ্ট এবং মুমুক্ষুর ইহা পরিত্যাজ্য। যে মূঢ়ব্যক্তিগণ হটাৎ মনোজয় করিতে উদ্যুক্ত হয়, তাহাদের প্রযত্ন মদমত্ত হস্তীকে মৃণালসূত্রে বন্ধনের ন্যায় বিফল হইয়া থাকে।

মুমুক্ষু মনকে নিরুদ্ধ করিবার জন্য সদা ক্রমনিগ্রহের আশ্রয় গ্রহণ করিবে। ক্রমনিগ্রহ কি তাহা বলিতেছি—অভিভাবকের অজ্ঞাতে গৃহনিষ্ক্রান্ত কোন চঞ্চল বালককে পুনঃ গৃহে লইয়া যাইতে হইলে, যুগপৎ যেমন নানা কৌশল অবলম্বন করিতে হয়—একবার বা মোদক প্রদর্শন, ক্ষণিক চুম্বন বা স্নেহাবমর্ষণ, পরক্ষণেই মৃদুতাড়ন বা ভর্ৎসন এবং প্রহারার্থে বারেক লগুড়োত্তলন ইত্যাদি প্রকারে অনুগ্রহনিগ্রহের সংমিশ্রণ ভাবাপ্ত ত্রস্ত বালক যেমন আস্তে আস্তে সসম্ভ্রমে গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হয়, মন বালককেও ঠিক তদ্বৎ, করিতে হইবে। কখন সাময়িক সবিচার ভোগ দ্বারা, কখন বা চিরাভ্যস্ত ভোগ্যের প্রলোভন মাত্র দেখাইয়া, মনকে বহির্ব্যাপার হইতে প্রত্যাহৃত করিয়া তাহাকে অল্পে অল্পে বা শনৈ শনৈ দেহগৃহে প্রবিষ্ট করাইতে হইবে, সহজ কথায়, তাহার বিষয়গ্রহণ বা জাগতিক পদার্থ গ্রহণরূপ বহির্মুখীন স্বভাব প্রত্যাহরণ করিয়া তাহাকে অন্তর্মুখীন করিতে হইবে। এই কার্য্যগুলি সহসা না করিয়া যুক্তি সহকারে ক্রমে ক্রমে বা শনৈ শনৈ করিতে হয় বলিয়া ইহার নাম ক্রম নিগ্রহ। ইহার অনুষ্ঠানক্রম বা ভূমিগুলি ক্রমে বলিতেছি। বলা বাহুল্য যে, এই ক্রম নিগ্রহই শিষ্টের এবং মুমুক্ষুর গ্রহণীয় এবং অনুষ্ঠেয়। অনুষ্ঠান-পরিপাকে কালে স্বরূপসিদ্ধি বা জীবন্মুক্তি সমধিগত হইয়া থাকে। কিন্তু তাহা হইলে কি হয়, অনেকে মনোনিগ্রহের নাম শুনিয়াই ভীত হয়। কেহ বা ইহা দুষ্কর ভাবিয়া তদনুষ্ঠানে বিরত হয়। কাজেই জন-

সমাজে ইহা লুপ্তপ্রায় হইতে চলিয়াছে; অপেক্ষাকৃত সুকর তুচ্ছ উপায় গুলিই ইহার স্থান ক্রমে ক্রমে অধিকার করিয়া বসিয়াছে। তাই লোকে রাজপথ ছাড়িয়া কাঁটাবনে চলিয়াছে। (৭৭ পৃষ্ঠ দেখ)

উদ্যোগীর নিকট দুষ্কর ও সুকর হয়—উদ্যোগী পুরুষ পুরুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, সুতরাং বলা যাইতে পারে যে, মন অত্যন্ত চঞ্চল এবং প্রমথনশীল হইলেও, তাহাকে উপায় বলে বশীভূত বা নিগৃহীত করা যাইতে পারে, পুরুষসিংহের নিকটে তাহা এককালে অসম্ভব নহে। এ বিষয়ে একটী আখ্যায়িকা বলি শুন—সমুদ্রের বেলাভূমি সন্নিকটে কোন পক্ষী বাসা নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে কয়েকটী ডিম্ব প্রসব করিয়াছিল। একদিন সমুদ্রবারি বেলাভূমি অতিক্রম করায় ডিম্বসহ বাসাটী সমুদ্রজলে ভাসিয়া যায়। পক্ষী সায়ংকালে আসিয়া দেখিল যে, ডিম্বসহবাসাটী সমুদ্র ভাসাইয়া লইয়াছে। তদ্দর্শনে পক্ষী অত্যন্ত কুপিত হইয়া প্রতিজ্ঞা করিল, যে, যে কোন প্রকারে হউক, সমুদ্রবারি শোষণ করিয়া ফেলিবে—এই বলিয়া চঞ্চুপুটরূপ ক্ষুদ্র তৈজস যোগে এক বিন্দু করিয়া জল লইয়া দূরে নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিল। ইহা দেখিয়া অপরাপর পক্ষীগণ তাহাকে উপহাস করিয়া, এ প্রকার অসাধ্য কার্য্য হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইবার জন্য বহুবার বলিল, কিন্তু সে কাহারও কথায় কর্ণপাত না করিয়া যথাপূর্ব্বক বারিবিন্দু উত্তোলন করিয়া দূরে নিক্ষেপ করিতে লাগিল, এবং তাহার আত্মীয় স্বজনগণকে বরং তাহার কার্য্যে সহায়তা করিতে বলিল। মহর্ষি নারদ এই ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া কৃপাপরবশ হইয়া গরুড়কে

ডাকিয়া বলিয়া দিলেন যে, তুমি তোমার পক্ষবাত দ্বারা শীঘ্র সমুদায় সমুদ্রবারি শোষণ করিয়া ফেল। তচ্ছ্রবণে সমুদ্র অত্যন্ত ভীত হইয়া পক্ষীকে তাহার অণ্ডগুলি প্রত্যর্পণ করিল। বলা বাহুল্য যে, মনোনিরোধরূপ পরম ধর্ম্মে প্রবর্ত্তমান যোগীও, এই মতে পক্ষীর ন্যায় বহির্ব্যাপার দ্বারা অনুগৃহীত হইয়া থাকে। মনকে নিগৃহীত করিবার সময় মধ্যে মধ্যে তাহাকে তাহার অনুকূল বিষয় ভোগও করিতে দিতে হইবে, নচেৎ অত্যধিক কর্ষণে—টানে রজ্জুছিন্নবৎ মন এককালে অকর্ম্মণ্য হইয়া যাইবে। এক গ্রাস অন্ন মুখে দিয়া পরে চর্ব্ব, চুষ্য, লেহ্যাদির আস্বাদন গ্রহণবৎ মনকেও নিগৃহীত বা বিষয় হইতে প্রত্যাহরণ করিবার সময় তদ্বৎ করিতে হইবে, তাহাকেও কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ ভোগ্য প্রদান করিতে হইবে। একবারে নিরুপভোগে বা নিরাহারে রাখিলে চলিবে না। এটী যেন সাধকমাত্রেরই বিশেষ স্মরণ থাকে। সবিশেষ "ক্রমনিগ্রহ" দেখ। অতএব বলা যাইতে পারে যে, মন অত্যন্ত চঞ্চল এবং দুঃনিগ্রহ হইলেও, উপায় বলে তাহাকে নিগৃহীত করা যাইতে পারে। এক্ষণে সেই নিগ্রহক্রমই ক্রমে বলা যাইবে।

মনোনিরোধ বা চিত্তশুদ্ধির কথা—বলা বাহুল্য যে, একই ব্যক্তির পাচক পাঠক আখ্যাবৎ, মন ও চিত্ত একই বস্তু, কেবল বৃত্তিভেদে আখ্যা ভিন্ন মাত্র। অপরম যেমন পরম সাপেক্ষ, দ্বৈত যেমন অদ্বৈত সাপেক্ষ, অমরণ যেমন মরণ সাপেক্ষ, তেমনি অশুদ্ধিও শুদ্ধি সাপেক্ষ। অর্থাৎ শুদ্ধি বলিলেই অশুদ্ধিও

আছে, স্বীকার করিতে হয়। এখানে যদ্যপি শুদ্ধি কি তাহাই প্রতিজ্ঞা—বলিবার মুখ্য বিষয়, কিন্তু অশুদ্ধি এবং শুদ্ধি উভয়ই শাস্ত্র প্রত্যয়কারত্ব মূলক, সুতরাং অশুদ্ধি কি তাহাই প্রথমতঃ দেখা যাক্। কারণ অশুদ্ধিরই শোধন আবশ্যক। শুদ্ধের আবার শোধন কি? বিদিত বিদ্বের বিদ্যাশিক্ষার ন্যায় তাহা ব্যর্থ। পিষ্টপেষণ মাত্র। এক্ষণে দেখা যাক্, চিত্তের বা মনের অশুদ্ধি কি? যেহেতু অশুদ্ধি শোধন হইলে—ময়লা ছুটিলে চিত্ত বা মন আপনিই শুদ্ধ হইয়া যাইবে। মন যে কিপ্রকার বস্তু তাহা মনের স্বরূপ নির্ণয়ে ৩য় অধ্যায়ে সবিস্তারে ব্যাখ্যাত হইয়াছে, এক্ষণে সেই মনের স্বরূপ রূপটী একবার স্মরণ কর, কেননা তাহা হইলে অনায়াসে বুঝিতে পারিবে যে, মন যে মললেপ দ্বারা অশুদ্ধ হয়, সে মল কি প্রকার পদার্থ? ভৌতিক কি অভৌতিক? যোগ দর্শনে লেখা আছে যে, "সত্ত্ব পুরুষয়ো শুদ্ধি সাম্যে কৈবল্যম্" অর্থাৎ সত্ত্বদ্রব্যের বা বুদ্ধির এবং পুরুষের শুদ্ধি হইলেই মোক্ষ লাভ হইয়া থাকে। ইহার ভাষ্যে ব্যাস দেব বলিয়াছেন যে, বুদ্ধি বা চিত্তের শুদ্ধি হইল বৃত্তিহীনতা অর্থাৎ চিত্তকে নির্বৃত্তিক করিতে পারিলেই তাহার শোধন হয়, অতএব বৃত্তিই চিত্ত-মল—বৃত্তিরূপমলদ্বারা চিত্ত অশুদ্ধ বা কালুষ্য প্রাপ্ত হয়। আর পুরুষ স্বয়ং অভোক্তা, কিন্তু দেহেন্দ্রিয়াদি যুক্ত হওয়ায় ভোক্তারূপে প্রতীয়মান হয়, ইহাই পুরুষের ভোগ। অতএব পুরুষের এ ভোগ কল্পিত, এই কল্পিত ভোগই পুরুষের মল বা অশুদ্ধির কারণ,সুতরাং কল্পিত এই ভোগশূন্যতাই পুরুষের

শুদ্ধি। এইটী বিশেষরূপে অবগত হইয়া তদ্বৎ কার্য্য করিতে শিখিলেই চিত্তশুদ্ধি হয়, শেষে স্বরূপসিদ্ধি সমধিগত হয়—জীব শিব হয়। অপিচ শ্রুতি বলেন "আহার শুদ্ধৌ সত্ত্ব শুদ্ধি" আহারের দ্বারা সত্ত্ব বা চিত্ত শুদ্ধি হয়। এখন কথা হইতেছে যে, চিত্ত অন্নময় বা অন্নরসের বিকার হইলে, আহার দ্বারা তাহার শোধন সম্ভাবিত, কিন্তু চিত্ত ত অন্নময় বা অন্নরসের বিকার নহে, তাহা ত ৩য় অধ্যায়ে "মনের স্বরূপ নির্ণয়ে" অন্নময় শ্রুতির ব্যাখ্যাকালে প্রতিপাদিত হইয়াছে দেখ। সুতরাং শাস্ত্রোক্ত সাত্ত্বিক বা বিশুদ্ধ অন্নাদির আহার দ্বারা তাহার শোধন অসম্ভব। তবে এখানে আহার শব্দের অর্থ কি? "ইন্দ্রিয়ৈর্ব্বিষয়াণামাহরণং গ্রহণমাহারঃ"—অর্থাৎ ইন্দ্রিয় দ্বারা বিষয় গ্রহণ করার নামই আহার,—তাহা শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রসাদি বিষয় বিজ্ঞান নামে খ্যাত। ইহারাই মুখ্য আহার, এবম্বিধ আহার-শুদ্ধির দ্বারাই চিত্ত শুদ্ধি হয়—অন্যথা নহে। শুদ্ধির ক্রমটী বলি শুন,—ক্ষিত্যাদি পঞ্চ পৃথকভাবে শব্দাদি গুণরূপে—বিষয়াকারে*পরিণত হইয়াছে, সুতরাং শব্দাদিরূপ এ সকল জগৎ বিষয়ের পৃথক্ সত্ত্বা বা অস্তিত্ব নাই, এক ব্রহ্মসত্তাতেই ইহারা ভাসমান। এবম্বিধ প্রকারে শব্দাদি বিষয় সকল ইন্দ্রিয়সহায়ে মনদ্বারা গৃহীত হইলেও চিত্তে এজন্য আর পৃথক্ বৃত্তি হইতে পায় না, সুতরাং ইন্দ্রিয়কার্য্যও সিদ্ধ হয় না। ইহারই নাম আহারশুদ্ধি,

---

*বিষয় কি? ইহার বিশেষ বিবরণ ২য় অধ্যায়ে বর্ত্তমান প্রতিবন্ধ ও বিষয়ানন্দ এবং ব্রহ্মানন্দ দেখ।

এবম্বিধ আহার-শুদ্ধি দ্বারা চিত্ত-শুদ্ধি হয়—অন্যথা নহে। অতএব এক্ষণে বুঝা গেল, যে চিত্ত-শুদ্ধি বলিলে চিত্তকে বৃত্তিবিরহিত করা বুঝায়। সহজ কথায়, চিত্তের জগন্ময় রূপ বা স-রূপ নাশ করিয়া চিন্ময়রূপে অবস্থানের নামই চিত্ত-শুদ্ধি। তাই স্মৃতি-শাস্ত্রতে লেখা আছে,—"মনো সত্যেন শুদ্ধতি" সত্য অর্থে ব্রহ্ম-রূপতার মনন। আর মনোনিরোধ বলিলেও তাহাই বুঝায় অর্থাৎ মনকে বৃত্তিবিরহিত করিয়া তাহার আত্মমাত্র নিষ্ঠরূপে অবস্থানের নামই মনোনিরোধ। এখন বুঝ, চিত্তশুদ্ধি এবং মনোনিরোধ একই অর্থের দ্যোতক কিনা? অতএব সিদ্ধ হইল যে, বাহ্য কোন প্রকার ক্রিয়া-কৃত্যাদি দ্বারা কদাপি চিত্তশুদ্ধি হইতে পারে না। বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, ব্যক্তিমাত্রেরই ধারণা, কিন্তু ইহার বিপরীত। প্রায় সকলেই জানে যে স্থূল বাহ্য-ক্রিয়াদির সম্পাদনেই চিত্ত-শুদ্ধি বা মন পরিষ্কার হইয়া থাকে, অথচ মন যে কি পদার্থ এবং আপন আপন দেহে কি ভাবে অবস্থিত, তাহা তাহারা জানে না। এই ত গেল চিত্ত-শুদ্ধির কথা। এক্ষণে চিত্ত অশোধনের কারণ চিত্তমল স্বরূপ বৃত্তির বিষয় বিচার করা যাইবে।

বৃত্তি মানস-ধর্ম্ম। সূর্য্যাদি জ্যোতিষ্মান পদার্থের আলোক কোন বস্তু প্রকাশকালে তদ্বস্তুর আকারবিশিষ্ট হইয়া থাকে, নচেৎ সে বস্তু প্রকাশিত হয় না। চিত্ত বা মন ও সেইমত ইন্দ্রিয়াদির সহিত বাহ্য বিষয়ের সংযোগ হইলে তদাকারে আকারিত হয়—তদ্‌বিষয়াকারে পরিণত হয়। নচেৎ তদ্বিষয়ের

জ্ঞান হয় না। যেমন জবাপুষ্পের লোহিত্যাদি গুণ স্বচ্ছ-স্ফটিকে সংক্রামিত হয়, মনেও ঠিক তদ্বৎ বিষয় গুণাদি সংক্রামিত হইয়া থাকে, তবে উভয়ের পার্থক্য এই যে, স্ফটিক সমীপ হইতে জবা অপসারিত হইলে স্ফটিকে সে সংক্রামিত গুণের (লোহিত্যাদির) কোনই চিহ্ন দেখা যায় না, কিন্তু একবারমাত্র অনুভূত বা কৃষ্ট বিষয় মনের সমীপ হইতে অপসারিত বা লুক্কায়িত হইলেও—পদার্থের অনুপস্থিতিতেও মন (চিহ্নস্বরূপ) তাহার পূর্ব্বানুভূতি ফলের বলে তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া থাকে। এই অনুভূতি ফলরূপ স্মৃতি বা সংস্কারের নামই বৃত্তি। সহজ কথায়, শব্দ, স্পার্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই পঞ্চ বিষয়ে যে কর্ণ, ত্বক, চক্ষু, জিহ্বা ও নাসিকা এই পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের যে আলোচনা বা জ্ঞান তাহাই বৃত্তি। অথবা বিষয়েন্দ্রিয় সংযোগ হেতু মনের যে পরিণতি সংঘটিত হয়, তাহার নাম বৃত্তি। বৃত্তি মনের ধর্ম্ম হইলেও ধর্ম্ম-ধর্ম্মীর অভেদ কল্পনায় বৃত্তি সমষ্টিই মন বা মনকে বৃত্ত্যাত্মক বলা হইয়াছে। যেমন সংকল্প মনের ধর্ম্ম হইলেও মনকে সংকল্পাত্মক বলা যায়, এবং সত্ত্বের ধর্ম্ম সুখ এবং রজের ধর্ম্ম দুঃখ হইলেও ধর্ম্ম ধর্ম্মীর অভেদ কল্পনায় সত্ত্ব সুখাত্মক এবং রজো-দুঃখাত্মক বলা যায় তদ্বৎ। এই ত গেল বৃত্তির সূত্র বা সূচনা। এইক্ষণ তাহার সংখ্যা নিরূপণ করা যাইবে।

বৃত্তি অসংখ্য হইলেও সসংখ্য—মনের বৃত্তি অসংখ্য হইলেও তাহা প্রধান পাঁচভাগে বিভক্ত যথা—(১) প্রমাণ, (২) বিপর্য্যয়, (৩) বিকল্প, (৪) নিদ্রা এবং (৫) স্মৃতি। ইন্দ্রিয়াদির

দ্বারা উপলব্ধ মনের অনুভূতি বিশেষের নাম প্রণাণ। এই প্রমাণ আবার ত্রিবিধ যথা—শব্দ প্রমাণ* (শাস্ত্র), প্রত্যক্ষ প্রমাণ এবং অনুমান প্রমাণ। অনু (পশ্চাৎ)০ মান (জ্ঞান) পশ্চাৎ জ্ঞানই অনুমান, যেহেতু অনুমান প্রত্যক্ষমূলক অর্থাৎ প্রত্যক্ষ প্রমাণ না থাকিলে অনুমান সিদ্ধই হইতে পারে না। আত্মা, ইন্দ্রিয়, মন এবং ইন্দ্রিয়ার্থ (বিষয়) একত্রীভূত হইবার সময় যে বুদ্ধি অভিব্যক্ত হয় তাহার নাম প্রত্যক্ষ। "প্রত্যক্ষং প্রতিগত মক্ষি ইন্দ্রিয়ং যত্র।" অক্ষি শব্দে কেবল চক্ষু নহে, চক্ষু উপলক্ষ্য মাত্র। ইন্দ্রিয়মাত্রই বুঝিতে হইবে। সুতরাং প্রত্যক্ষ একটী স্বতন্ত্র প্রমাণ। যাহারা প্রত্যক্ষকে অনুমিত্যাত্মক বলে, তাহারা নিতান্ত ভ্রান্ত। আর এতদুভয়ের কার্য্যও ভিন্ন, যেহেতু প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারা সন্নিহিত বস্তুর অবধারণা জন্মে, এবং অনুমান দ্বারা অপ্রত্যক্ষীভূত বস্তুর জ্ঞান জন্মে। কিন্তু ইহা সর্ব্বদা স্মরণ রাখা উচিত যে, যে ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা তুমি প্রত্যক্ষ করিবে, সেই ইন্দ্রিয়াদিই তোমার অপ্রত্যক্ষ। সুতরাং বদ্ধ বা অনিরুদ্ধমনা তোমার প্রত্যক্ষ সর্ব্বদা ভ্রম প্রমাদশূন্য নহে বা হইতে পারে না।† (২) বিপর্য্যয়—মিথ্যাজ্ঞান সবিশেষ

---

* প্রমাণের সবিশেষ বিবরণ—জীবতত্ত্ব বিবেকে "প্রমাণতত্ত্বে শব্দ প্রমাণ" এবং প্রমাণতত্ত্বে "প্রত্যক্ষ ও অনুমান প্রমাণ"—৪০৫ পৃষ্ঠা হইতে ৪৭৮ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত দেখ।

† (ক) অতিদূরস্থ, (খ) অতি সামীপ্য (যেমন লোচনস্থ অঞ্জন) (গ) ইন্দ্রিয়ের নাশ, (ঘ) অমনোযোগ, (ঙ) অতিসূক্ষ্মতা, (চ) অভিভব

২য় অধ্যায় ৪১—৪৫ পৃষ্ঠা দেখ।

(৩) ঘোড়ার ডিম্‌, বন্ধ্যার পুত্র, নর বিষাণ ইত্যাদি শব্দ শ্রবণে তত্ত্বাবতের প্রকৃতার্থাভাবে কোন পদার্থ অনুভূত না হওয়ায়, একটী অলীক চিন্তামাত্র মনোমধ্যে উদিত হইয়া থাকে, তাহার নাম বিকল্প। সহজ কথায়, মূলে বস্তু নাই, কিম্বা বস্তুর স্বরূপ অপেক্ষা না করিয়া শব্দজনিত জ্ঞানানুসারে যে এক প্রকার বোধের উদ্বোধ হইয়া থাকে তাহার নাম বিকল্প। (৪) পূর্ব্বানুভূত সংস্কার হইতে যে জ্ঞানের উৎপত্তি হইয়া থাকে, তাহার নাম স্মৃতি। (৫) যে তমোগুণের গভীর আবেশে প্রমণাদি বৃত্তি নিচয় স্ফূর্ত্তি পায় না, তাদৃশ চিত্তবৃত্তির নাম নিদ্রা। বলা

এবং (ছ) সমানাভিহার অর্থাৎ স্বজাতীয়ের সহিত সম্মিলন হেতু অপ্রকাশ (যেমন মুগরাশির মধ্যে নিক্ষিপ্ত মুদ্গ)। এই সাতটী চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের প্রতিবন্ধ বা অন্তরায়। ইহারা যে স্বরূপ প্রত্যক্ষের কেবল নিবৃত্তি জনক এমন নহে, স্থল বিশেষে বিপর্য্যয় বোধের ও কারণ হয়। পাঠশালায় শিখিয়াছ যে, ৯ দন্তী কিম্বা ১:৮০ বহরে এক কড়া হয়, সত্য। কিন্তু এক দন্তী কিম্বা এক বহর কি চক্ষে কখন দেখিয়াছ? একটী মুদ্গ বা সর্ষপ বীজ, মুদ্গ বা সর্ষপের স্তূপের (গাদির) মধ্যে ফেলাইয়া দিয়া তাহা পুনরায় চিনিয়া আনিতে পার কি? কখনই না। যিনি পারেন, তাঁহার পক্ষে প্রত্যক্ষমেব প্রমাণং বলা যাইতে পারে, অতএব বদ্ধ বা অসমাহিতমনা তুমি, তোমার সমুদায় প্রত্যক্ষ সত্য নহে বা হইতে পারে না, মন নিরুদ্ধ করিলে, বা সমাহিত হইলে এ কথার যাথার্থ্য উপলব্ধি করিতে পারিবে, অন্যথা নহে।

বাহুল্য যে, মনে যত প্রকারের বৃত্তি আহ্নিত হউক না কেন, তাহা এই পাঁচ প্রকারের অতিরিক্ত নহে বা হইতে পারে না।

নিরোধউপায় বা চিত্তচিকিৎসা—চিত্তের ব্যাধি কি? বিষয়োপরঞ্জন অর্থাৎ বিষয়রাগদ্বারা চিত্ত উপরঞ্জিত বা অধিবাসিত হওয়াই চিত্তের ব্যাধি বা কালুষ্য, সুতরাং ব্যাধির হেতু বিষয় বা দৃশ্য। অভেদে ভেদ দর্শন। দর্শন ফল—বৃত্তিসংগ্রহ বা আহরণ—সংক্ষেপতঃ পুনঃ পুনঃ জনন মরণ। ব্যাধির ঔষধ তদ্ধেতু বিষয় বা দৃশ্য নিবারণ—মনোনিরোধ দ্বারা বিষয়ের বা দৃশ্যের অলীকত্ব প্রতীয়মান দৃঢ়ীকরণ, ব্রহ্মাতিরিক্ত গ্রাহ্যাভাব সংস্থাপন, সংক্ষেপতঃ অমনীভাব বলে * আত্মসংস্থমানসে

---

* অমনীভাব এবং আত্মসংস্থত্ব কাহাকে বলে? আত্মাই একমাত্র সৎ বা সত্য পদার্থ, শ্রবণলব্ধ ঈদৃশজ্ঞান, মনন এবং নিদিধ্যাসন দ্বারা নিশ্চিত হইলে, মন হইতে জগৎ বা জাগতিক পদার্থ সমূহের সংকল্পের অভাব হয় এবং মিথ্যা ও অলীক বোধে মন আর তখন তাহাদিগকে গ্রহণ করিতে চায় না। ঈদৃশ মানসিক ভাবের পরিপাকাতিশয়রূপ অবস্থান্তরের নামই অমনীভাব। ঈদৃশ অমনীভাবেস্থিতি এবং আত্মসংস্থত্ব একই কথা। সুতরাং অমনীভাব অভাবে আত্মসংস্থত্ব অসম্ভব এবং আত্মসংস্থত্বের অভাবে স্বরূপসিদ্ধি সমধিগত হয় না। এই আত্মসংস্থত্ব ধারণা এবং ধ্যান সমষ্টি ফল। এখানে বলা আবশ্যক যে, আত্মসংস্থত্বের অনুষ্ঠানাদি অতি দুরূহ এবং দুঃসাধ্য বোধে, অনেকেই উপাসনাকালে আত্মসংস্থত্বের পরিবর্ত্তে হৃদয় নাভিচক্রাদি সংস্থত্বই অভ্যাস করিয়া থাকে, অভ্যাসবলে পরিণামে ধ্যেয়পদার্থের স্থানে, তাহাদের মনোমধ্যে তৎ তৎ সংস্থ পদার্থাদিই উদিত হইয়া থাকে যথা কালীসংস্থী কালী দেখে,

অবস্থিতিকরণ। ইহাই স্বরূপসিদ্ধি সমধিগমের উৎকৃষ্ট পন্থা। রাজযোগের পরমবিধি। রাজযোগের কথা পরে বলিব। ঔষধের অনুপান অভ্যাস এবং বৈরাগ্য। যোগ্য ভিষকের নিদেশানুসারে ঈদৃশ অনুপান সহযোগে ঔষধ সেবন করিলে চিত্ত নিশ্চয়ই ব্যাধি-বিনির্মুক্ত হয়। বিষয়—স্পৃহা দূরে পলায়ন করে। ব্যাধি বা বৃত্তিনাশ বা নিরোধ হেতু নিরিন্ধন অগ্নিবৎ চিত্ত স্বসত্তামাত্রে উপশামিত হয়। চিত্তের স্বরূপ—আত্মরূপ প্রকাশিত হয়। ইহাই আরোগ্য—চিত্তের স্বাস্থ্য। তখন পুরুষ (আত্মা) মেঘ বিনির্মুক্ত আদিত্যবৎ প্রকাশিত হইয়া পড়েন। তাই ভিষক বরিষ্ঠ মহর্ষি পতঞ্জলি, প্রত্যক্ষ ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের কথা না বলিয়া, ভঙ্গীক্রমে বলিয়াছেন যে, চিত্তের বা মনের বৃত্তি নিরুদ্ধ হইলেই দ্রষ্টা পুরুষ আপন স্বরূপে অবস্থান করেন। বলা বাহুল্য যে, মনোনিরোধ দ্বারা প্রোক্ত প্রকার অমনীভাব না হইলে কোন কালে—কিছুতেই চিত্তের ব্যাধি প্রশমিত বা আরোগ্য হইতে পারে না—এবং ব্যাধির অপ্রশমনে বা অনারোগ্যে স্বরূপসিদ্ধির সমধিগমরূপ শান্তিও মিলে না। মিত্রই বল, আর আত্মীয়ই বল, চিত্তকে

স্ফটিক সংস্থী স্ফটিক দেখে নাভি সংস্থীনাভি দেখে ইত্যাদি। কিন্তু তাহাদের একবার ভাবা উচিত যে, জাগতিক অনিত্য পদার্থে স্থিতি করিয়া বা তাহা মনে ভাবিয়া কি কখন জগদাতিরিক্ত পদার্থের সাক্ষাৎকার হয়? কখনই না। অতএব বলা যাইতে পারে যে, আত্ম সাক্ষাৎকারের প্রকৃত এবং প্রকৃষ্ট উপায়ই আত্ম সংস্থব, অবশিষ্ট সমুদায় সংস্থবই—ব্যামোহমূলক, অসম্প্রসাদ বিশেষ। সুতরাং শিষ্টজনত্যাজ্য। আত্ম সংস্থের বিষয় ৩য় অধ্যায় "ব্রহ্মবিদ্যা এবং ব্রহ্মবিদ্ গুরু" দেখ।

বিষয় যক্ষের আক্রমণ হইতে মুক্ত করা ব্রহ্মবিদ্ গুরু ভিন্ন অপর কাহারও সাধ্য নাই। এবং আত্মসংস্থত্বই ইহার একমাত্র ক্রম।

অভ্যাস এবং বৈরাগ্যের কথা—এইক্ষণে মনোনিরোধের উপায় স্বরূপ অভ্যাস এবং বৈরাগ্যের বিষয় সবিশেষ বলিতেছি শুন। স্বভাবতঃ বহিঃপ্রবহণশীল মনকে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়া সর্ব্বতোভাবে নিরুদ্ধকরণার্থ যে মানসিক উৎসাহ বা যত্ন বিশেষের পুনঃ পুনঃ আবর্ত্তমান তাহাকে অভ্যাস কহে। আর দৃষ্ট এবং আনুশ্রবিক বিষয়ে বিতৃষ্ণার নাম বৈরাগ্য। এই বৈরাগ্য অপরা এবং পরা ভেদে দ্বিবিধ। এই অপরা বৈরাগ্যই সাধকে প্রথম সঞ্জাত হইয়া থাকে। ইহা চারিভাগে বিভক্ত যথা যতমান, ব্যতিরেক, একেন্দ্রিয়ত্ব এবং বশীকার। (ক) এই জগতে সার (সৎ) পদার্থ কি তাহা গুরু এবং শাস্ত্র উভয় মুখে অবগত হইবার জন্য উদ্যোগ বিশেষের নাম যতমান। (খ) ইহা জানিবার পূর্ব্বে মনোমধ্যে যে সকল দোষ ছিল, জানার পর তদ্ভ্যাসবলে কতগুলি বিনষ্ট হইয়াছে এবং অবশিষ্ট কতগুলিই বা আছে,তাহাই মনে মনে বিচার করার নাম ব্যতিরেক গ) দৃষ্ট এবং আনুশ্রবিক (যাহার বিষয় শুনা যায়, যেমন স্বর্গফলাদি) বিষয়প্রবৃত্তি মাত্রেই দুঃখসঙ্কুল, সুতরাং তাহাতে প্রবৃত্ত না হইয়া মনে মনে ঔৎসুক্যরূপে সে তৃষ্ণা রক্ষা করাকেই একেন্দ্রিয়ত্ব বলে। (ঘ) এবম্বিধ প্রকারে, ক্রমে সমস্ত বিষয়ে—জগতে বা জাগতিক দৃশ্য পদার্থে যে বিতৃষ্ণা জন্মে, তাহার নাম বশীকার। এবম্বিধ, অপরা বৈরাগ্যের পরিপাকাতিশয়রূপ অবস্থান্তরের নামই

পরাবৈরাগ্য। এই পরাবৈরাগ্যের আবির্ভাবে বা প্রভাবে আব্রহ্ম-স্তম্ব পর্যান্ত সমুদায় পদার্থে বিতৃষ্ণা জন্মে। সহজ কথায়, পুরুষের সাক্ষাৎকারে—পূর্ণ জ্ঞানের বিকাশে, সাধকে যে ভাবের উদয় হয়, তাহার নাম পরাবৈরাগ্য। এই পরাবৈরাগ্য প্রভাবেই চৈতন্য অবলীলাক্রমে সমুদ্রজলে ঝাঁপ দিয়াছিলেন। শঙ্কর কাপালিকের খড়্গে আত্মসমর্পণ করিতে কিছুমাত্র ও ভীত হন নাই। বুদ্ধ নিঃশঙ্কচিত্তে রাজ্য ছাড়িয়া অত্যাশ্রমী হইয়াছিলেন, এখন একবার মনে মনে বিচার করিয়া দেখ যে, পরাবৈরাগ্যের উদয়ে সাধকের এক সত্যভাবে ভাবিত মনে জাগতিক বৃত্তি আহিত হইতে পারে কি? কখনই না! বৃত্তি বিরহিত মনই নিরুদ্ধ। পক্ষান্তরে, সমাহিত এবং নিরুদ্ধ একই কথা। সমাহিতাবস্থায় বৃত্তি আহিত হওয়া অসম্ভব, কেননা, তাহা হইলে সমাধিই সিদ্ধ হয় না। আর ব্যুত্থানকালেও সমাধিজ জ্ঞানের স্মৃতি থাকায়, গ্রাহ্যাভাব হেতু, এক কথায়, অমনীভাবের স্থিতিজন্য পদার্থের পৃথক বৃত্তি আহিত হয় না, কাজেই মন, ভোজন বা ভিক্ষা অটনাদিকালব্যতীত তখনও আত্মমাত্রনিষ্ঠ হওয়ায় সমাহিত বা নিরুদ্ধ। অতএব সিদ্ধ হইল যে, বৃত্তি-বিরহিত বা একসত্যভাবে ভাবিত মনই নিরুদ্ধ বা সমাহিত। অভ্যাস এবং বৈরাগ্যই সেই নিরোধের প্রশস্ত উপায়। আর ঈদৃশ নিরোধ বা সমাধিই মনের স্বরূপরূপ—সার্ব্বভৌমধর্ম্ম—রাজযোগ নামে অভিহিত। জগৎ রূপ তাহার কালুষ্য। এইক্ষণে সেই স্বরূপরূপের বা রাজযোগের কথা বলা যাইবে।

বৃত্তিনিরোধে স্বরূপেরপ্রকাশ এবং রাজযোগের কথা—কোনরূপ বৃত্তি প্রতিবিম্ব যখন মনকে আশ্রয় করিতে পারে না, তখনই মন স্বস্থ অর্থাৎ স্বীয়রূপে—আত্মস্বরূপে অবস্থিত হয়। ইহাই মনের স্বরূপরূপ। ঈদৃশ অবস্থায় স্থিতিই স্বরূপসিদ্ধি বা রাজযোগ নামে অভিহিত। যেমন ব্রহ্মবিদ্যা সকল বিদ্যার প্রতিষ্ঠা বা আশ্রয় হেতু শ্রেষ্ঠতম বিধায় ইহার নাম রাজবিদ্যা, তেমনি অমনীভাব বলে আত্মসংস্থ হওয়া, সহজ কথায়, অভ্যাস এবং বৈরাগ্যবলে মনের তাবৎবৃত্তিনিরোধ করা বা মনকে নির্বৃত্তিক করা বা আত্মমাত্রনিষ্ঠমন হওয়াই স্বরূপসিদ্ধির প্রশস্যতম উপায় বলিয়া ইহার নাম রাজযোগ। ইহার প্রভাবে অনেকজন্মসহস্র সঞ্চিত ধর্ম্মাধর্ম্মাদিরূপসমূলকর্ম্ম ক্ষণমাত্রে ভস্মীভূত হইয়া যায়। সুতরাং ইহা রাজবিদ্যাবৎ তাবৎ শুদ্ধিকারণের মধ্যে পরমপবিত্র বা শুদ্ধিকারণ। এখন কথা হইতেছে যে, ঈদৃশ পরমপবিত্রানুষ্ঠানে লোকে আগ্রহ প্রকাশ করে না কেন? প্রভূত আয়াসসাধ্য এ রাজযোগ সাধনে—মনোনিরোধদ্বারা স্বরূপসিদ্ধিলাভে বহু বহু জন্মের সুকৃতি বশাৎ কদাচিৎ কোন বিরল ব্যক্তিকে উদ্যুক্ত হইতে দেখা যায়। তাই স্বল্পফলপ্রসূ সুকর তুচ্ছ ক্ষুদ্র অনুষ্ঠানাদিতেই লোকসাধারণ ব্যস্ত। অপিচ শরীরাদিকে ধারণ করে বলিয়া মনের নাম ধাতু। এই মন ধাতু প্রসন্ন হইলে—স্বীয়রূপে অবস্থান করিলে, আত্মরূপ প্রকাশ পায়। এই আত্মরূপ এবং মনের স্বরূপরূপ এক—অভিন্ন। মন যে ব্রহ্ম, সাধক তখন তাহা উপলব্ধি করিয়া অপার আনন্দ সাগরে নিমগ্ন।

হয়। (ধাতু প্রসাদাৎমহিমান মাত্মানঃ)। ভাল, তোমার বোধ-সৌকার্য্যার্থেকথাটা আর ও একটু বিশদভাবে বলি শুন—যখন দর্পণে জাগতিক নিখিল পদার্থের মধ্যে কোন একটার ও প্রতিবিম্ব পতিত না হয়, তখন সেই দর্পণ, যেমন দর্পণতারূপ স্বীয় অবস্থা প্রাপ্ত হয়, সেইমত মন যখন সর্ব্বপ্রকার বৃত্তি প্রতিবিম্ব রহিত হয়, সহজ কথায় আমি, তুমি ও জগৎ এই সকল দৃশ্য পদার্থের সম্ভ্রম পূর্ণভাবে উপশান্ত হয়, তখন মন আর কিছুই দর্শন করে না, তখনই মনের স্বরূপরূপ—আত্মরূপ বা মনব্রহ্মরূপ প্রকাশ পাইয়া থাকে। অতএব তাত, যোগ্য ভিষকের নিদেশানুসারে অভ্যাস এবং বৈরাগ্যরূপ অনুপান যোগে মনোনিরোধরূপ ঔষধ পান কর, মন নির্ব্বিষয় হইবে—ব্যাধি প্রশমিত হইবে। স্বরূপসিদ্ধিরূপ রাজযোগ ফল সমধিগত হইবে। ইহা ধ্রুবসত্য পরীক্ষিত এবং প্রত্যক্ষ-ফলপ্রদ। অতএব বলা যাইতে পারে যে, বৃত্তিযুক্ত মনে স্বরূপসিদ্ধি বা রাজযোগ সমধিগত হয় না, কোন প্রবল সুকৃতিবশাৎ হইলেও তাহা স্থির থাকে না, সুতরাং বৃত্তিযুক্ত মন বন্ধের কারণ। ইহাই জনসাধারণের মন। আর বৃত্তি বিরহিত মনে তাহা সুপ্রতিষ্ঠিত হয় বলিয়া তাহা মোক্ষের কারণ। ইহাই বিরল বা অসাধারণ জনের মন। অতএব মনেই বন্ধ এবং মনেই মোক্ষ। পার্থক্য কেবল ব্যবহারে—সমলে. এবং সমলে। এইত গেল স্বরূপসিদ্ধিরূপ রাজযোগের কথা। স্বরূপ-সিদ্ধি বা এই রাজযোগের সাধনরূপ নিরোধাভ্যাস কতদিন এবং কেমনে করা আবশ্যক, এইক্ষণে তাহাই বলা যাইবে।

স্বরূপসিদ্ধি সাধনে বা রাজযোগে কতদিন এবং কেমনে নিরোধ অভ্যাসের প্রয়োজন ?—এখন কথা হইতেছে যে, মনো-নিরোধার্থে অভ্যাস এবং বৈরাগ্যের অনুষ্ঠান বা সাধন কতদিন ধরিয়া করিতে হইবে ? অবশ্য ফলপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত অর্থাৎ নিরোধ-যোগাভ্যাস ফল সংপ্রাপ্তিই ইহার অবধি। যেমন অশ্বারোহী পুরুষ গন্তব্য স্থান প্রাপ্ত হইলে, আর অশ্বে আরোহণ করিয়া থাকে না—অবতরণ করে। এ নিরোধ-অভ্যাস-যোগও ঠিক্ তদ্বৎ ! সহজ কথায়, নিরোধযোগাভ্যাস ভূমি দৃঢ় বা অবিচালিত করণার্থ—অর্থাৎ কোন প্রবল বিষয় সুখ বাসনা কিম্বা গুরু দুঃখ বাসনা দ্বারা যেন সাধনকালে সাধক তাহার অভীষ্ট বিষয় বা ধ্যেয় পদার্থ হইতে বিচলিত না হয় (ন দুঃখেনগুরুনাপি-বিচাল্যতে) এমনভাবে দীর্ঘকাল, নিরন্তর সৎকার সহিত অভ্যাস করিতে হইবে। সৎকার শব্দের অর্থ—আদর। এ আদর, মনের লয়, বিক্ষেপ কষায় এবং রসাস্বাদ এই অবস্থা চতুষ্টয় রাহিত্যকে বলে। ইহার বিশেষ বিবরণ "মনের অবস্থা চতুষ্টয়" দেখ। কথিত আছে যে, সিতার পিতা শিখীধ্বজ জনক* সিদ্ধগীতা শ্রবণমাত্রেই তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন, এবং বৎসর ত্রয়ের মধ্যেই নিরোধঅভ্যাসদ্বারা স্বরূপসিদ্ধিরূপ রাজযোগ সাধন ফলে অবিচলিত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন,সহজ কথায় যোগা-

* রামায়ণে দুইজন জনকের নাম পাওয়া যায়, একজন মিথিরপুত্র ও উদাবসুর পিতা। অপর হ্রস্ব রোমার পুত্র ও সিতার পিতা। মিথির অপর নাম জনক, ইহা হইতেই এই বংশের সকল রাজার সাধারণ নাম।

রূঢ় হইয়াছিলেন। এখানে বলা আবশ্যক যে, এই নিরোধযোগা-ভ্যাস ক্রমান্বয়ে—অজস্র অর্থাৎ একটানাঅভ্যস্ত না হইয়া বিচ্ছেদযুক্ত হইয়া (কতকদিন থামিয়) আমরণ অভ্যস্ত হইলেও কোন ফল হয় না। কেননা, ক্রমিক কতকদিন যাবৎ অভ্যাস দ্বারা যে সকল যোগ সংস্কার সাধকে সমুৎপন্ন হয়, বিচ্ছেদকালীন উৎপন্ন ব্যুত্থান সংস্কার দ্বারা তাহা অভিভূত হইয়া যায়, সুতরাং পুনরুকার ন্যায়ে সমাধি বা নিরোধ জন্য সাধকের পূর্ব্বশ্রম সবই নিরর্থক হয়। অতএব স্বরূপসিদ্ধিরূপ রাজযোগে অবিচালিত স্থিতি লাভ বা যোগারূঢ় না হওয়া পর্য্যন্ত নিরোধের নিরন্তর অনুষ্ঠান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। কদাপি বিচ্ছিদ্যভাবে নহে। সবিশেষ "তত্ত্বজ্ঞানাদিত্রয় সহ অভ্যসনীয়" দেখ। এইক্ষণে সেই নিরোধের অন্তরায় এবং তৎপ্রতিবিধানের কথা বলা যাইবে। কেননা, অন্তরায় দূর হইলে মন স্বতঃই প্রত্যক্ প্রবণশীল হইয়া নিরুদ্ধ হইবে।

(title) জনক। মিথির দ্বারা মিথিলা সংস্থাপিত হয়। সিতার পিতা শিধীধ্বজ জনক নামে খ্যাত। শতপথ ব্রাহ্মণের মতে ইনি বিদেহের একজন রাজা ছিলেন। বিদেহ শব্দের একটী অর্থ দেহ শূন্য (Out side the body). Although a King, he had entirely forgotten that he was a body, he felt that he was a spirit all, the time. ইহা দ্বারা অনুমিত হয় যে, জনক (সিতার পিতা) জ্ঞানের ৫ম ভূমি (অসংসক্তি অর্থাৎ দেহাদির অভিমান পরিশূন্যাবস্থা) প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, ব্রহ্মবিদবর হইয়াছিলেন, বরিয়াণ বা বরিষ্ঠ হইতে পারেন নাই। দুই ধাপ বা ভূমি বাকি ছিল।

মনের অবস্থা চতুষ্টয়—এবং অভ্যাস ও বৈরাগ্য দ্বারা নিরোধ অন্তরায় দূরীকরণের কথা—মনের অবস্থা প্রধানতঃ দুইটী যথা লয় এবং বিক্ষেপ। ইহাই সাধারণতঃ চারিভাগে বিভক্ত হইয়াছে। যথা (১) লয় (২) বিক্ষেপ (৩) কষায় এবং (৪) সম। সুষুপ্তিকালেই মন লীন হইয়া থাকে। এই (১) লয় দ্বিবিধ যথা (ক) অৰ্দ্ধলয় এবং (খ) সমগ্রলয়। অৰ্দ্ধলয়ে বিষয়াকার বৃত্তি থাকে না, কিন্তু স্বগত সুখ, দুঃখ, মোহাকার বুদ্ধিবৃত্তি থাকে, ইহা স্বীকার না করিলে সুষুপ্তি হইতে উত্থিত ব্যক্তির "আমি সুখে নিদ্রিত ছিলাম" এ প্রকার অনুস্মরণ হইতে পারে না। আর ইহা সর্ব্বজন প্রসিদ্ধ কথা। অতএব বলিতে হয় যে, সুষুপ্তিকালে অৰ্দ্ধজ্ঞান থাকে। (মুগ্ধেঽর্দ্ধসম্পত্তিঃ ইতি ন্যায়াৎ)। আর মূর্চ্ছা মরণাদিতে যেরূপ বুদ্ধির বৃত্তি থাকে না, সমগ্র লয়াখ্য সুষুপ্তিতেও সেইরূপ হইয়া থাকে, তখন কোনরূপ বুদ্ধি বৃত্তিই থাকে না, তাহা না হইলে সমাধি, সুষুপ্তি এবং মোক্ষের ব্রহ্মরূপতা এই কপিল বাক্যে বিরোধ হয়। অর্থাৎ অসম্প্রজ্ঞাতসমাধি, সমগ্র সুষুপ্তি এবং বিদেহকৈবল্য এই ত্রিবিধ অবস্থাতেই পুরুষের ব্রহ্মরূপতা, প্রকাশ পায়, অর্থাৎ এই অবস্থা ত্রয়ে বুদ্ধিবৃত্তির বিলয় বশতঃ ঔপাধিক পরিচ্ছেদাদির ও বিলয় হইয়া স্বস্বরূপপূর্ণতা অবস্থায় আত্মার অবস্থিতি হয়। অতএব ব্রহ্মত্বই পুরুষ বা আত্মার স্বরূপস্বভাব। এবং তাহার মনস্তস্বভাব কল্পিত, পরিচ্ছেদাভিমান প্রযুক্ত সুতরাং প্রাতিভাসিক। অতএব স্থির হইল যে, অৰ্দ্ধলয় নিদ্রারূপ সহজ এবং অনুষ্ঠান নিরপেক্ষ।

আত্মসংস্থ অভ্যাসকালে সাধকের মন প্রথমতঃ এই প্রকারেই লীন হয়, অর্থাৎ সাধক ধ্যেয় পদার্থ ভুলিয়া গিয়া নিদ্রিত হইয়া পড়ে। প্রথমতঃ (ক) নিদ্রারূপলয়— এ লয় (ধ্যান) মনন বিরোধী হেতু সাধক মাত্রেরই ইহা অভ্যাস দ্বারা নিরোধ করা নিতান্ত আবশ্যক। আত্মসংস্থকালে নিদ্রা আসিলেই সাধক প্রথমতঃ স্বীয় আসন হইতে উত্থিত হইয়া ইন্দ্রিয়ছিদ্রগুলি, যেমন চক্ষু কর্ণাদি, শীতল জল দ্বারা ধৌত করিবে এবং স্বয়ং কিয়ংক্ষণ ইতস্ততঃ বিচরণ বা পাচারি করিবে। পরে আসনে উপবেশন পূর্ব্বক কয়েকবার প্রাণায়াম করিবে। এবম্বিধ প্রকারে চিত্তের জাড্যাদিদোষ বিনষ্ট করিয়া চিত্তকে কিঞ্চিৎ প্রবুদ্ধ বা সজাগ করতঃ পুনরায় উপাসনা করিবে। বলা বাহুল্য যে, লয়কালীন কয়েকদিন এইমত অভ্যাস করিলেই আর আত্মসংস্থের সময় নিদ্রা আসিবে না। মনলীন হইয়া ধ্যেয় আত্মা বিস্মৃত হইবে না। এবম্বিধ আচরণেও যদি লয় নিরুদ্ধ না হয়—নিদ্রা আসিতে থাকে, ধ্যেয় বিষয়ের বিস্মৃতি হয়, তাহা হইলে যথা-যথভাবে লয়কারণগুলি নির্ণয় দ্বারা তাহাদের প্রতিবিধানের চেষ্টা করিবে। যেহেতু ইহারা স্বরূপসিদ্ধির সমূহ বিঘ্নকারী। অন্তরায় বিশেষ। সাধারণতঃ লয়ের কারণ এই ছয়টী যথা (ক) অসম্পূর্ণনিদ্রা, (কাঁচা ঘুম ভাঙ্গা) (খ) শারীরিক শ্রম (গ) বহুভোজন (ঘ) অজীর্ণ (ঙ) জনতার মধ্যে বাস এবং (চ) তৃষ্ণা। ইহাদের বিপরীতগুলি অভ্যস্ত হইলেই লয় কারণের প্রতিবিধান করা হইবে, সেগুলি এই যথা—(ক)

সুনিদ্রা (খ) শ্রমত্যাগ (গ) স্বল্প ভোজন (ঘ) সুজীর্ণতা (ঙ) নির্জ্জন প্রদেশে বাস এবং (চ) নিস্তৃষ্ণা। দ্বিতীয়তঃ (খ)ধ্যেয় পদার্থে লয়—শ্রবণ লব্ধ ধ্যেয়(সৎ)পদার্থে মন লীন হওয়াই বাঞ্ছনীয়। এবং এই জন্যই আত্মসংস্থ দ্বারা মনোনিরোধের প্রয়োজন, এবং ইহারই নাম সমপ্রলয় বা নির্ব্বীজ সমাধি। ইহার পরিপাক ফল-বিদেহমুক্তি

(২) বিক্ষেপ—সাধারণতঃ বহিঃপ্রবহনশীল মন ভোগাদির জন্য এক বস্তু হইতে অন্যবস্তু গ্রহণ করে, তাহাতে তৃপ্তি না হইলে, তৃতীয় বস্তুর অন্বেষণে—দেহ-গৃহ হইত সবেগে ধাবিত হয়, সাধ্য কি যে তৎকালে তুমি তাহার বেগ নিরুদ্ধ বা মন্দীভূত করিতে পার? মনে কর, অনিরুদ্ধমনা তুমি উপাসনা করিবার জন্য দিব্য রচিত আসনে* উপবিষ্ট হইয়াছ। তুমি বাহ্যতঃ বসিয়া আছ সত্য, কিন্তু তোমার মন তোমার অজ্ঞাতসারে বা কিঞ্চিৎ জ্ঞাতসারে তৎকালে হয়তঃ কাশী দেখিতেছে, কিম্বা কলিকাতায় হার্ট কোম্পানির দোকানে ঘোড়া কিনিতে বাহির হইয়াছে। মনের এবম্বিধ ব্যাপারের নাম বিক্ষেপ, ইহা স্বরূপসিদ্ধির সমূহ বিঘ্নকারী, অন্তরায় বিশেষ। সুতরাং ইহা নিরোধ করা আবশ্যক। বিক্ষেপ নিরোধের উপায় যথা (ক) বিবেকিজনপ্রসিদ্ধ ভোগ্য বস্তু গত সমূহ দুঃখের অনুস্মরণ (খ) শাস্ত্রসিদ্ধ জন্মাদিরহিত অদ্বিতীয় ব্রহ্মতত্ত্বের আলোচনা (গ) এবং ভোগ্য বস্তুর অদর্শন বা সাময়িক দর্শন ইত্যাদি প্রকারে বিষয় হইতে বৈরাগ্যাদি দ্বারা বহিঃপ্রবহণ-

---

* লৌকিক এবং অলৌকিক এই দ্বিবিধ উপায়ে আসনশুদ্ধি সিদ্ধ হয়। আসনোপরি কেবল মন্ত্রপূতঃ গণ্ডুষমাত্র জলপ্রক্ষেপদ্বারা তাহা শুদ্ধ হয় না। সবিশেষ বিবরণ বৈদিকরহস্য-সন্দর্ভে ৯৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

শীল মনকে অল্পে অল্পে পুনঃ পুনঃ প্রত্যাহৃত করিয়া আত্মসংস্থ হইবার চেষ্টা করিবে, মনকে অহংজ্ঞানগম্য-আত্মায় লাগাইবে। তোমার যোগ্যতা বা যোগসামর্থ্যানুসারে মন শীঘ্র কিম্বা বিলম্বে নিরুদ্ধ হইবেই হইবে। কদাপি তোমার চেষ্টা ব্যর্থ বা বিফল হইবে না। যেমন একনিষ্ক দ্বিনিষ্কাদি ক্রমে বণিক বাণিজ্য দ্বারা কালে লক্ষপতি বা ক্রোড়পতি হইয়া থাকে, অধ্যেতা মানবক যেমন পাদাংশ অর্দ্ধপাদ,ঋক বর্গাদিক্রমে সমগ্রবেদ অধ্যয়ন করিয়া দ্বাদশ বৎসরের মধ্যে অধ্যাপক হইয়া থাকে, তুমি ও তদ্বৎ অভ্যাস বৈরাগ্যাদি দ্বারা বহিঃপ্রবহণশীল মনকে অল্পে অল্পে প্রত্যহ এক মুহূর্ত্ত, এক ক্ষণাদি ক্রমে ভোগ্য বিষয় হইতে প্রত্যাহৃত করিয়া অহংজ্ঞানগম্য-আত্মায় সংস্থাপন রূপ নিরোধ অভ্যাস করিলে, দেখিবে যে, এক বৎসরের মধ্যে নিরোধরূপ যোগকাল অনেক বর্দ্ধিত হইয়াছে এবম্বিধ প্রকারে লয় এবং বিক্ষেপ নিরুদ্ধ হইলে, মন উপরতবৃত্তিক হইয়া যথাকালে আত্মাকারে ভাসমান হইবে। তোমাকে যোগারূঢ় করিবে। তুমি কালে নিরোধে বা স্বরূপ সিদ্ধিরূপ রাজযোগে অবিচলিত স্থিতিলাভ করিতে পারিবে, এক কথায় ভোগী হইতে যোগী হইবে সাধক—হইতে সিদ্ধ হইবে। ইহা কদাপি অসম্ভব এবং অসাধ্য নহে। এবং রোচক বাক্যও নহে. ইহা পরীক্ষিত এবং ধ্রুব সত্য। এখানে বলা আবশ্যক, যে, এই নিরোধ (অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি) অভ্যাসকালে সাধকে বৈদিক এবং লৌকিক দ্বিবিধ বাক্ ব্যাপার এবং ইতর কৃস্নভোগাদি ব্যাপার লুপ্ত হইয়া যায়, যেহেতু ইহা মনোনিরোধরূপ বিদ্বৎ সন্ন্যাস সাপেক্ষ।

(৩) কষায়—লয় বিক্ষেপ রহিত অথচ তীব্র রাগ দ্বেষাদি বাসনাগ্রস্ত মনই কদাচিৎ সমাহিতের ন্যায় বোধ হইলেও,বাস্তবিক তাহা সমাহিত নহে, অসমাহিত। ইহারই নাম কষায়। বিবেক দ্বারা তাহা অবগত হইয়া লয় বিক্ষেপাদিবং তৎ প্রতীকারের চেষ্টা করা আবশ্যক। ইহার বিশেষ বিবরণ ২য় অধ্যায়ে "অতীত প্রতিবন্ধ" ৩০ পৃষ্ঠা দেখ। সূক্ষ্ম দর্শনে এই কষায় ও বিক্ষেপেরই অন্তর্গত—অবান্তর ব্যাপার বিশেষ। এইক্ষণে সম কাহাকে বলে দেখা যাক্। "রসাস্বাদের কথা" পরে বলিব।

(৪) সমপ্রাপ্তি—এইক্ষণে "সমপ্রাপ্তির" বিষয় বিচার করা যাইতেছে--মনের লয়, বিক্ষেপ এবং কষায়রূপ নিরোধঅন্তরায় প্রোক্ত প্রকারে অভ্যাস এবং বৈরাগ্যাদি অনুষ্ঠান দ্বারা পরিহৃত হইলে মনের স-রূপ নাশহেতু মন উপরত-বৃত্তিক হইয়া সত্বমাত্র শিষ্টরূপে অতি সূক্ষ্মাকার ধারণ করে। ইহাই মনের অরূপ-রূপ*। দিবালোকে দীপালোকের অস্তিত্বমাত্র থাকিলেও, তৎ-কার্য্যকারিত্বের লোপে যেমন সেই দীপালোক আলোকদৃষ্টিতে সাবিত্র তেজরূপেই প্রকাশ পায়, সেই মত মনেরও নিরোধহেতু স-রূপ নাশে সত্বমাত্রশিষ্টরূপে বা অরূপরূপে দগ্ধরজ্জুর ভস্মাকাররূপবৎ মনের অস্তিত্ব মাত্র থাকিলেও, তাহা ব্রহ্ম বা চৈতন্য দৃষ্টিতে ব্রহ্মাকারেই ভাসমান হয়। ইহাকেই মনের 'সমপ্রাপ্তি' বলে। সম শব্দের অর্থ নির্ব্বিশেষ। নির্ব্বিশেষ নির্

* মনের স-রূপ এবং অরূপের বিশেষ বিবরণ ৩য় অধ্যায় ৪৮ পৃষ্ঠা দেখ।

(নাস্তি)—বিশেষ (ভেদ) অর্থাৎ ভেদশূন্য—অভেদ, সর্ব্বভাব বিকার বিরহিত। যাহা নির্ব্বিশেষ, যাহা অভেদ—সর্ব্বভাব বিকার বিরহিত, তাহা এক। যাহা এক, তাহা উৎকর্ষাপকর্ষবত্ব রহিত, সুতরাং সর্ব্বভূত বিলক্ষণ স্বভাববত্ব, কেননা, ভূতের ভাব সবিশেষত্ব, এবং পরমের ভাব নির্ব্বিশেষত্ব। অতএব বলা যাইতে পারে যে, সর্ব্বভাব বিকার বিরহিত, এক অদ্বিতীয়ই নির্ব্বিশেষ শব্দের অর্থ, তাহা এক ব্রহ্ম ভিন্ন আর কি হইতে পারে? সুতরাং "সমপ্রাপ্তি" বলিলে ব্রহ্মরূপে বা ব্রহ্মাকারে ভাসমান বুঝিতে হইবে, অর্থাৎ ইদৃশ নির্ব্বিষয় মনই জ্ঞান স্বরূপ, নিত্য অসঙ্গ ব্রহ্ম নামেই অভিহিত। আর ব্রহ্মের একটী নামও আছে "সম"। যথা (নির্দ্দোষং হি সমং ব্রহ্ম ইত্যাদি) অতএব সিদ্ধ হইল যে, সমভাবই ব্রহ্মভাব। বহুবহু জন্মের সাধন এবং সুকৃতি সঞ্চয়ে নিরোধ বলে মনের স-রূপনাশে একবার মনের এই সম প্রাপ্তি সমুপস্থিত হইলে আর তাহাকে বিষয়াভিমুখীন হইতে দিবে না, অতি যত্নের সহিত সে ভাব ধারণ করিয়া রাখিবা, বলা বাহুল্য যে এবম্বিধ ধারণ ফলে বা মনের অবস্থিতিতে (অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি বলে) * যথাকালে গুরু প্রসাদাৎ তোমাতে ব্রহ্মস্বরূপভূত

---

* এই অসম্প্রজ্ঞাতসমাধি জ্ঞানের ৭টী ভূমির শেষ তিনভূমি বিষয়ক। অসংশক্তি ভূমি ইহার আরম্ভ এবং তুর্য্যাগাভূমি ইহার অবধি। মধ্যবর্ত্তী ভূমির নাম পদার্থঅভাবিনী। প্রথম ভূমিদ্বয় জীবন্মুক্তি বিষয়ক। শেষ ভূমিতে—বিদেহ মুক্তিকালে ইহা নির্ব্বীজ আখ্যা প্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ ভূমিত্রয়ানুসারে ক্রমশঃ বাসনা কর্ম্মাদি বন্ধ কারণের ক্ষয় হইয়া শেষে

পরমানন্দ সম্যক্ আবির্ভূত হইবেই হইবেই। হে সৌম্য ইহা সবিশেষ পরীক্ষিত, ধ্রুবসত্য সুতরাং অনুষ্ঠেয়।

বিষয়টী অতিশয় গূঢ় বিধায় তোমার বোধসৌকর্য্যার্থে এবং প্রতীতির দার্ঢ্যতার জন্য আরও একটু বিশদভাবে বলিতেছি শুন—মনে কর, যেমন ঘট উৎপন্ন হইবার সময় অন্তর বাহ্য আকাশ দ্বারা পরিপূর্ণ হইয়াই উৎপন্ন হইয়া থাকে, পশ্চাৎ পুরুষ প্রযত্ন দ্বারা তাহা জল তণ্ডুলাদি দ্বারা পরিপূরিত হয়, জলাদি নিঃসারিত করিয়া দিলেও, তাহার অভ্যন্তরস্থ আকাশ অনিবার্য্যহেতু কিন্তু নিঃসারিত হয় না; রহিয়াই যায়। ঘটের মুখবিবর নিরুদ্ধ করিয়া দিলেও তাহা সংসাধিত হয় না। এই মতে, চিত্ত বা মন চৈতন্য হইতে বিবর্ত্তাকারে উদ্ভাসিত হইবার সময় আত্মচৈতন্য দ্বারা অন্তর বাহ্য পূর্ণ হইয়াই প্রকাশ পাইয়া থাকে। এবং ঈদৃশ পরিচ্ছিন্ন চিত্ত ধর্ম্মাধর্ম্মাদি বশাৎ মুষা নিষিক্ত দ্রুত তাম্রবৎ অর্থাৎ ছাঁচে ঢালা গলা তামার ন্যায় ঘট, পট, রূপ, রস,

---

নির্ব্বীজ আখ্যা প্রাপ্ত হয়। নিরোধ—অবস্তু মাত্রেই নহে; এই অভিপ্রায়ে পাতঞ্জলে এই অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিকে নির্ব্বীজ অর্থাৎ যাহাতে কোন প্রকার বাসনা কর্ম্মাদি বন্ধ কারণ থাকে না, এই মত উক্ত হইয়াছে বুঝিবে, অন্যথা ব্যুত্থান বা সমাধিভঙ্গের অনুপপত্তি হয় (ক্রমেণ বীজক্ষয়ো ভবতীতি) এই অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি প্রাপ্ত যোগী ভূমিত্রয়ানুসারে যথাক্রমে ব্রহ্মবিদ্বর, ব্রহ্মবিদ বরিয়ান এবং ব্রহ্মবিদ্ বরিষ্ঠ আখ্যায় অভিহিত হইয়া থাকেন। জ্ঞান ও অজ্ঞানভূমির সবিশেষ বিবরণ জীবতত্ত্ব বিবেকে "স্বর্গ ও নরকতত্ত্ব" ৩৩২ পৃষ্ঠা দেখ।

সুখ দুঃখাদি বৃত্তিযুক্ত হইয়াই প্রকাশ পায়, তখন সাধন বা অভ্যাসবলে রূপ রসাদি অনাত্মাকার বা মনের স-রূপ নিরুদ্ধ হইলেও, ঘটস্থ আকাশবৎ নির্নিমিত্তক চিদাকার কিন্তু প্রকট বা অনিরুদ্ধই রহিয়া যায়। সূক্ষ্ম সংস্কারশিষ্ট বা সত্বমাত্রাবশিষ্ট অরূপ মনরূপ উপাধিযুক্ত এই চিদাকার বা চৈতন্যই সাক্ষী চৈতন্য নামে অভিহিত। এই সাক্ষীচৈতন্য বা সত্বমাত্রশিষ্ট সূক্ষ্ম বা প্রশান্ত মন দ্বারাই ব্রহ্মানন্দ অনুভূত হইয়া থাকে * (সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্মদর্শিভিঃ, অথবা প্রশান্ত মনসংহ্যেনং ইত্যাদি)। ইহাই জীবন্মুক্তের বা স্বরূপসিদ্ধের অবস্থা, মনের স-রূপ নাশে বা নিরোধে ইহা সমধিগত হয়। এবং অসম্প্রজ্ঞাতসমাধির প্রথম ভূমিদ্বয় বিষয়ক। স্বরূপসিদ্ধের বা জীবন্মুক্তের চরমাবস্থায়—বিদেহ মুক্তিকালে—তূর্য্যগাভুমির অভ্যাসপাটবে অগ্নিদর্শনে তদোষ্ণতার

---

* সিদ্ধ রামপ্রসাদ এই জীবন্মুক্তের ভাবে ভাবিত হইয়া ব্রহ্মানন্দ রসাস্বাদ করিয়া চিনি হওয়া"অর্থাৎ বিদেহমুক্ত হওয়া অপেক্ষা"চিনি খাওয়া অর্থাৎ জীবনমুক্তই ভাল''—এই মত বলিয়াছিলেন। এখানে বলা আবশ্যক যে, অসম্প্রজ্ঞাতসমাধি প্রারম্ভকালে প্রপঞ্চ প্রবিলয় হেতু ব্রহ্মানন্দ হইতে ভিন্ন অথচ তচ্ছটা বা আভা বিশেষে, বিশেষ এক প্রকার আনন্দ সাধককে অনুভূত হইয়া থাকে, তদাস্বাদন এবং বর্ণনাদি রূপ আসক্তির নাম "রসাস্বাদ'' বা "সুখাস্বাদ," ইহা সবিকল্প জ্ঞান বা অজ্ঞান মূলক বলিয়া মুমুক্ষুর পরিত্যাজ্য। তাই "নাস্বাদয়েৎ সুখং তত্র" ইত্যাদি বাক্য শাস্ত্রে লিখিত আছে। নচেৎ ব্রহ্মানন্দ রসাস্বাদ করিতে নিষেধ করা হয় নাই, তবে যোগ্য শিষ্য ব্যতীত স্বরূপসিদ্ধযোগী সে সুখানুস্মৃতির বিষয় অপর কাহারও সমীপে কদাপি বর্ণনা করিবে না।

লয়বৎ সত্ত্বমাত্রশিষ্ট সূক্ষ্ম মন ও (মনের অ-রূপও) পরমপাবন অমল পদে—ভূমাচৈতন্যে লীন হওয়ায়, কেবল অখণ্ডৈকরস চিদাকার বা চৈতন্য মাত্রই রহিয়া যায়। ঈদৃশ চৈতন্যের কোন নামই নাই। ইহা অনামক। ইহা নিরাখ্যাত। ইহাই বেদান্তের ব্রহ্ম বা ভূমা পদার্থ। হে সৌম্য, ঈদৃশ সর্ব্বাধিষ্ঠান নির্ব্বিশেষ পদার্থই আছেন এবং আমরা তাহা অবগত আছি। ইহাই পরম পদার্থ। ইহা অপেক্ষা পরম আর কিছুই নাই। (নাতঃ পরম মস্তীতি)।

নিরোধফল—মনের স-রূপ এবং অরূপ * এতদুভয়ের নাশে, বা নিরোধেই অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি বিজ্ঞাপক যোগশাস্ত্র পর্য্যবসিত হইয়াছে। মনের স-রূপ নাশে স্বরূপসিদ্ধি বা জীবন্মুক্তি। ইহাই নিরোধের প্রারম্ভ বা প্রথমফল। এবং অরূপ নাশে বিদেহমুক্তি, ইহা নিরোধের অবধি বা চরম ফল। স্বরূপসিদ্ধযোগী নিরোধবলে, জীবন্মুক্তাবস্থায় এ ফলগুলিও প্রাপ্ত হইয়া থাকেন যথা—অভয়, দুঃখক্ষয়, প্রবোধ এবং অক্ষয়শান্তি। বলা বাহুল্য যে, মনো-নিরোধই স্বরূপসিদ্ধির পরমবিধি, চরমঅবধি এবং পরাগতি। তাই নিরোধরূপ এ অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি রাজযোগ নামে অভিহিত। তাত, তোমার প্রতীতির দার্ঢ্যতার জন্য পুনরায় বলিতেছি যে, মনোনিরোধরূপ অসম্প্রজ্ঞাতযোগ বা নির্ব্বীজসমাধি ব্যতীত অন্য কোন উপায়েই স্বরূপসিদ্ধি বা জীবন্মুক্তি এবং বিদেহমুক্তি সমধিগত হয় না। জীব শিব হয় না। † দুঃখাসম্ভিন্ন সুখ মিলে না।

---

* মনের স-রূপ এবং অরূপের সবিশেষ ৮৪পৃঃ এবং ১২৯পৃঃ দেখ।

† শিবের মদনভস্মের প্রবাদ—সংকল্প মনের ধর্ম্ম হইলেও যেমন ভস্ম

অক্ষয়শান্তি সংপ্রাপ্তি হয় না। ইহা পরীক্ষিত সুতরাং ধ্রুব সত্য। ইহাই উপদেশ। এবং ইহাই আদেশ। অতএব সিদ্ধ হইল যে, স-রূপো মনো নাশো স্বরূপসিদ্ধি সাধনমিতি স্থিতম্।

উপসংহার।—উপক্রমে বা গ্রন্থ প্রারম্ভে ব্রহ্মেরই, কৌন্তেয় কর্ণের রাধেয়বৎ জীবরূপত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে, এবং উপসংহারে বা গ্রন্থপরিসমাপ্তিকালে নিরোধযোগবলে—স্বরূপসিদ্ধিসাধনদ্বারা সেই জীবেরই অমৃতত্ব বা ব্রহ্মরূপত্ব প্রতিপাদিত হইল। সংক্ষেপতঃ, আদি, মধ্য এবং অন্ত এই অবস্থাত্রয়ে বা তিনকালে এক ব্রহ্মই পদার্থ বা বস্তু, এবং ব্রহ্মাতিরিক্ত তাবৎ অপদার্থ বা অবস্তু, তাহাই উপপন্ন হইল। ঈদৃশ ব্রহ্মে, ব্রহ্মবিদে বা স্বরূপসিদ্ধে কোন ভেদ নাই—অভেদ—একবপু। সুতরাং স্বরূপসিদ্ধ সাক্ষাৎকৃতধর্ম্মা এবং পরমানন্দময়। তাঁহার আনন্দই

ধর্ম্মীর অভেদ কল্পনায় মনকে সংকল্পাত্মক বলে, সেইমত মদন (মদনাৎ মোহনাদ্বা) মনের ধর্ম্মহেতু মনকেও মদনাত্মক বা মন ও মদন এক, এ কথা বলা যাইতে পারে। অপিচ, মদন যে মনের ধর্ম্ম তাহা মদনের মনসিজ (মনসি—জন্ ধাতুর অর্থ জাত বা উৎপন্ন অর্থাৎ মনো জাতে—কামদেবঃ) বা মন'সশয় (মনসি—শীধাতু শয়ণকর') এই পর্য্যায়িক নাম দ্বয়েই সুপ্রকাশ রহিয়াছে। পক্ষান্তরে যিনি শিব, তিনি শুদ্ধস্বরূপ। (হ্যমূর্ত্তাঃ পুরুষঃ শুভ্রো ইত্যাদি') যিনি শুদ্ধস্বরূপ, তিনি অমনা, (অপ্রাণো হ্যমনাঃ শুভ্রো ইত্যাদি) এদিকে জীবন্মুক্ত এবং বিদেহমুক্তও অমনা ; সুতরাং জীবন্মুক্ত জীবই শিব বা শিবরূপ। যথা— শান্তং শিবং অদ্বৈতং স আত্মা ইত্যাদি। অতএব সিদ্ধ হইল যে, শিব অমনা—মনশূন্য, নিরুদ্ধমনা বা ভস্মীভূত মদন।

অপরিচ্ছিন্ন, তাঁহার জ্ঞানই অখণ্ডিত এবং পরিপূর্ণ।" তিনিই পূর্ণভক্ত, পূর্ণ বা আদর্শ পুরুষ। হে সৌম্য, যদি তুমি পূর্ণবিকশিত হইতে চাও, যদি পূর্ণ বা আদর্শ পুরুষ বা ষোলআনার মানুষ হইবার তোমার বাসনা থাকে, যদি নিরতিশয় সুখ লাভের লালসা কর, তাহা হইলে তাহার মুখ্য বা মূল উপায় স্বরূপ- স্বরূপসিদ্ধি সাধনে যত্নবান হও। স্বরূপসিদ্ধের আশ্রয়গ্রহণ কর, প্রপন্ন হও, তাঁহার চরণতলে আত্মসমর্পণ কর, যেহেতু তাঁহার চরণসেবাই পূর্ণপুরুষ হইবার এবং নিরতিশয় সুখলাভের একমাত্র সুখকরহেতু। ইহা রোচক বাক্য নহে, পরীক্ষিত, সুতরাং ধ্রুব সত্য। সর্ব্বদেশে, সর্ব্বকালেই ইহা * অবিসম্বাদিতভাবে গীত হইয়া আসিতেছে। অতএব, তাত, ঈদৃশ স্বরূপসিদ্ধ গুরু প্রাপ্ত হইয়া প্রোক্তপ্রকারে মনোনিরোধ † পূর্ব্বক ব্রহ্মবিচার দ্বারা স্ব-

---

* It is quite beyond man's power to determine with certainty what could make him happy. Omniscience alone could solve this question for him.

(The Metaphysics of Ethics by Kant Page 30)

† বিশ্বদৃষ্টি মনোনিরোধের বা মদন ভস্মের অবাস্তব ফলের মধ্যে এখানে দুই একটীর মাত্র উল্লেখ করিতেছি যথা—পুরুষে অতি সূক্ষ্ম, ব্যবহিত অর্থাৎ গৃহাদির অভ্যন্তরে কিম্বা ভিত্ত্যাদির অন্তরালে স্থিত এবং দূরদেশে স্থিত—পদার্থের জ্ঞান জন্মে অর্থাৎ সাধক স্বীয় আসনে উপবিষ্ট থাকিয়াই অনায়াসে ইহা বলিতে বা জানিতে পারেন, ইহার নাম বিশ্ব বা বিরাট্ দৃষ্টি। ইহা পরীক্ষিত সুতরাং ধ্রুবসত্য। সাধক কদাপি যেন এ বিভূতিতে মুগ্ধ না হয়। ইহাতে আকৃষ্ট হইলে তাহার ব্রহ্মানন্দ লাভ সতুরপরাহত হয়।

স্বরূপসিদ্ধি সাধনানন্তর কৃতকৃত্য হও, জন্মসাফল্য লাভ কর। ইহাই সর্ব্ববেদান্ত সিদ্ধান্ত রহস্য এবং কর্ত্তব্যান্ত। এবং ইহাই পরমপুরুষার্থ। য এবং বেদ। য এবং বেদ। অতএব বলা যাইতে পারে যে, যোগীশ্বরস্য শ্রেষ্ঠত্বাৎ পঞ্চপ্রয়োজনোপেতায়া স্বরূপসিদ্ধের্ন কোঽপি বিঘ্ন ইতি সিদ্ধম্।

ইতি শ্রীপরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমৎ স্বামী আত্মানন্দ
সরস্বতী শিষ্য শ্রীমৎ স্বামী যোগানন্দ সরস্বতী
বিরচিত স্বরূপসিদ্ধি গ্রন্থে মোক্ষকাণ্ডে
নিরোধ স্বরূপনির্ণয় নামক চতুর্থ
অধ্যায় সমাপ্ত।

সম্পূর্ণোঽয়ং শ্রীমৎ যোগানন্দ সরস্বতী প্রণীতো
স্বরূপসিদ্ধ্যাখ্য গ্রন্থঃ।